কুলিকাহিনী

SKETCHES FROM COOLY LIFE

PUBLISHED BY

G. C. HOME,

13, Cornwallis Street, Calcutta

CALCUTTA;

PRINTED BY M. M. RUKHIT AT THE VICTORIA PRESS

210/1, CORNWALLIS STREET.

1888.

Price One Rupee. মূল্য ১, এক টাকা মাত্র

কুলিকাহিনী।

প্রথম অধ্যায়।

গোপালপুর।

সূর্য্য ডুবু ডুবু প্রায়; সূর্য্যরশ্মি সমতল ক্ষেত্র ছাড়িয়া বৃক্ষ চূড়ায়, বৃক্ষ [illegible]া ছাড়িয়া পর্ব্বতে উঠিতেছে, পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে অতি চঞ্চল বেগে [illegible]মন করিতেছে। প্রকৃতির বদন ঘন বিষাদে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। তৎক্ষণ কৃষক নিশ্চিন্ত মনে চাষ করিতেছিল, পথিক মৃদুগমনে পথ চলিছিল, রাখাল মাঠে গরুর পাল চরাইতে ছিল, সূর্য্য অস্ত হইয়াছে দেখিয়া, [illegible]ক গরুর স্কন্ধ হইতে লাঙ্গল উন্মুক্ত করিয়া দিল, এবং লাঙ্গল স্কন্ধে ও [illegible]াটী হস্তে করিয়া, গরু দুটী তাহার পালে মিশাই[illegible] গ্রামাভি[illegible] চলিল। পথিক সন্ধ্যাগমনে ভীত হইয়া, নির্ব্বিঘ্নে রাত্রিযাপনের জন্য পান্থনিবাসের অভিমুখে দ্রুতপদে ধাবিত হইল। রাখালও পালকে দুঙ্গে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া, পালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহাভিমুখে চলিতে লা[illegible]ল।

গোপালপুর একটী গণ্ডগ্রাম। স্থানিয় অধিবাসীদিগে[illegible] মধ্যে অধিকাং[illegible] কৃষক; [illegible]ধ্যে মধ্যে ধোপা, নাপিত ও দুই এক [illegible]র ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যা[illegible] গোপালপুর গণ্ডগ্রাম হইলেও [illegible]বারে শো[illegible] বিহীন নহে।

গোপালপুরের মধ্যদি[illegible] [illegible]লে [illegible]

।স্তার উভয় পার্শ্বে পান্থনিবাস।) এই পান্থনিবাসের কিঞ্চিৎ হইতে একটী ক্ষুদ্রপথ উত্তর দিকে গি.াছে। এই ক্ষুদ্র রাস্ত পার্শ্বেই কৃষক পল্লী। এই কৃষক পল্লিটীর নামই গোপালপুর।

পথিকগণ গোপালপুরের পান্থ-িবাসে বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিল। ব্যনী রাখাল ও কৃষকেরা গরুর পা- লইয়া গ্রাম্য পথটী অবলম্বন একে একে গ্রামে প্রবেশ করিল। এদিকে গোপালপুরের ক্ষুদ্র পুষ্ক চতুর্দ্দিকই কলরবে পরিপূর্ণ। এই কলরব রমণীয় বামাকণ্ঠ-নিঃসৃত। স আগমনে কৃষক-পত্নীগণ কলসী কক্ষে এবং চাউল ধোয়ার ধুচুনী হস্তে করি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটীর তটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষক, বালক বালিকাগণ মাতার নিষেধ না মানিয়া ও মাতার অজ্ঞাতসারে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া পুষ্করিণীর তটে জুটিল। মাতা অপরাপর কৃষক রমণীদিগে সহিত কথোপকথন করিতেছেন ও কুম্ভ জলপূর্ণ করিতেছেন। জলপূ কুম্ভটী তীরে রাখিয়া চাউলের ধুচুনী হস্তে লইলেন। এবং আ.স্তে আস্তে চাউল ধুইতে প্রবৃত্ত হইলেন, আর পরস্পর কথা বার্ত্তার রোল তুলিয় এপাড়া ওপাড়া এবউ ও বৌয়ের কোষ্টিযু কাটিতে লাগিলেন। এদের ক' বার্ত্তা শেষ হয় না। একজন বলিতেছেন, "আ পোড়া সংসারের জ্বাল খেটে খেটে সারা হইলাম" অপর একজন বলিলেন "এ.তো সংসা এত কাজ, ।হাতে আবার পোড়ার মুখো ছেলে গুলোর জ্ব...র অস্থির হইয়াছি; ঈশ্বর না নিলে আর নিস্তার নাই।" পুষ্করিণীর অপর পার হইতে আর একটী রমণী বলিয়া উঠিল "পোড়া সংসারে এত কা.ই জুটিয়াছে যে, সম. দিন প্রাণপণে খাটিয়াছি, তবু এখন পর্য্যন্ত ...ক, কায সারিতে পারি নাই।" "আর বোন, কথাটী বলিবার সময় নাই .ইত ... হয়ে এ বাড়ীর মিন্ ও ছেলেরা মাঠ থেকে এ'ল ব'লে, ।াই বাঁধি ... কি ?" এমন সময়ে একটী বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া ... আমা... ...ড়গুলো খেয়ে ফেল্লো।"

কুলিকাহিনী।

১। সমস্ত দিনের পর নিধিরামের ছোট মেয়েটী বাবাকে দেখি বাবা বাবা করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। বাবা বিপদেই পড়িল এক হস্তে হুঁকা, কলিকা, স্কন্ধে লাঙ্গল, দক্ষিণহস্তে গরু তাড়াবা চন, কি করেন, তিনিও ছেলেকে ছাড়িতে পারেন না আর ছেলেও বাকে ছাড়ে না, সুতরাং বাধ্য হইয়া দক্ষিণহস্তের পাঁচন বামহস্তে লই লেন এবং বামহস্ত দ্বারা মেয়েকে কোলে করিয়া বাটী প্রবেশ করিলেন। নিধিরাম বাটীতে প্রবেশ করিয়া গোয়ালের সম্মুখে লাঙ্গলখানি রাখিলেন ঘরের দাওয়ায় হুকা কলকে রাখিয়া মুখ হাত ধুইতে চলিয়া গেলেন, এদিকে কৃষক-পত্নী গৃহে আসিয়া তাড়াতাড়ি যাই প্রদীপটী জ্বালিয়া শয়ন-ঘরে যাই-বেন অমনি মঙ্গলি গাই আসিয়া তাঁহার নিকট ভাতের মাড় পাইবার জন্য দণ্ডায়মান। অপর দিক হইতে কৃষকের বড় পুত্র বলিল, "মা আমার খিদে পেয়েছে, ভাত দে, আমি আর থাকিতে পারি না।" মা বলিলেন, "ভাত দিচ্ছি, আগে গরুগুলিকে গোয়াইলে বান্ধিয়া আয়।" রাখাল একটু বিরক্ত হইল কিন্তু কি করে, সমস্ত বিরক্তি গরুর পিঠের উপর ঝাড়িয়া গোশালায় চলিয়া গেল। অপর দিক হইতে আর একটী ছেলে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল, "মা, ঘুম পাইয়াছে শুবি, চল। কৃষক-পত্নী ছেলেটীকে প্রহার করিয়া তাড়া-ইয়া দিলেন এবং মঙ্গলী গাইকে আহার দিয়া অপরাপর কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইলেন। এতক্ষণ কৃষক-পল্লী কৃষকদিগের অভাবে দুঃখ করিতেছিল, এখন কৃষকেরা গৃহে আসিয়া একটু বিশ্রামের পর কেহ ছোট ছোট ছেলেগুলিকে লইয়া আদর করিতেছে, কেহ দুষ্ট ছেলেকে প্রহার করিতেছে কেহ বা স্ত্রীর উপর বীরত্ব প্রকাশ করিতেছে। আহারের পর যাহারা বৃদ্ধ, তাহারা একত্রিত হইয়া খোল কর্ত্তাল লইয়া হরি সঙ্কী করিতেছে; যাহারা যুবক, তাহারা বংশীধ্বনিতে প্রণয় সঙ্গীত গেয়েছে, কিন্তু পাড়ার মোড়ল মহাশয় ওসবের ধার ধারেন না। তি বুঝিয়া রাজা উজীর মারিতেছেন। জমীদারের অত্যাচার বর্ণন এখন না করলে ... ও দা রাগা মহাশয়দিগকে কি উপায়ে ... হাই বলিতেছেন: মধ্যে মধ্যে ...

রা শ্রমাপহারিনী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লই; এমন সময়ে াক গোপালপুরের চটীর নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের পরিচ্ছদ ানী ধরণের, গায়ে রঙ্গিণ কো‍র্ত্তা, মাথায় সালুর পাগড়ী, পায়ে ন জুতা, হস্তে বৃহৎ বংশযষ্টি। ইহারা চটীর নিকটে আসিয়া কিছুক্ষণ নিস্ত ভাবে দাঁড়াইল। এখন চটীর সমস্ত লোকই নিদ্রিত; কেবল পরিশ্র পথিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিজের কষ্টে ও যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে ার কুকুরগুলি অবসর পাইয়া, পথি দিগের পরিত্যক্ত অন্ন ব্যঞ্জনের স্বাদ হণ করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে বিকট রবে শৃগালদিগকে তাড়া করিতেছে পূর্ব্বোক্ত লোক দুইটী চটীর এই দৃশ্য দেখিয়া, অনুচ্চস্বরে কথা বার্ত্তা বলি'ত বলিতে চটীর অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণ দিকে একটী পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বারো সাহেবের কুলি ডিপো।

গোপালপুরের চটী হইতে অর্দ্ধমাইল দক্ষিণদিক পর্য্যন্ত নিবিড় জঙ্গল। এই জঙ্গলময় পথটী অতিক্রম করিলেই সম্মুখে একটী পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে সুন্দর একটী বাঙ্গালা ঘর। এবং দক্ষিণদিকের উপরিভাগে জেলখানার ন্যায় প্রাচীর বেষ্টিত অনতিবৃহৎ পর্ণকুটীর। বাঙ্গালা খনী ইউরোপীয় ধরনে সুসজ্জিত; মধ্যে একখানি জীর্ণ টেবি , টেবিল শুক্লবর্ণের স্ত্র আবৃত ও চারিদিকে ৪।৫ থানি চেয়ার। টেবিলের একটী সেং মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। টেবিলের দ ি, জন সাহেব সিয়া মদের বোতল খুলিতেছিল। অপর পার্শ্বে করযোড়ে দ ায়মান। সাহেবটী এক গ্লাস মদ্যপান করিয়া ই জলধর বাবুকে প্রদান করিলে র। জলধর বাবু বিনী প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন

কা দিনে শীকার জোটা বড় মুস্কিল। আমি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যা কৃষ্ণপুর, চুনার ও মুলকতগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম বেড়াইয়াছি। এদেশে চাষারা এত দুষ্ট হইয়াছে যে আমাদিগকে দেখিলেই কুকুর লেলিয়ে দেয় ও কখনও কখনও মারতে আসে। তবে আমি এই লালপাগড়ী দেখাইয়া মহারাণীর দোহাই দিয়া বাঁচিয়া যাই; কিন্তু চাষারা মাঠে গেলে গ্রামের মধ্যে যাইবার সুবিধা ছিল। এখন সে গুড়ে বালী পড়িতে চলিল। আজ ৪৷৫ দিন হইল কৃষ্ণপুরে আসাম হইতে কতকগুলি কুলি ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহারা আসিয়া রটাইয়া দিয়াছে যে আসামের চা বাগানে বড়ই কষ্ট, সমস্ত দিন খেটে পেটপূরে ভাত খাইবারও যো নাই। এই কথা শুনিয়া কোনও মাগী আমার কথায় কান দেয় না, হেসে উড়াইয়া দেয়। আগে আগে যেমন তেমন করে মাগী গুলোকে ভুলাতে পারিতাম, এখন সে বেটীরাও সেয়ানা হইতে চলিল। কর্ত্তা, বলিব কি, আর এ ব্যবসায়ে সুবিধা নাই।

জলধর—(বিকটস্বরে) তোর দাম বুঝা গিয়াছে; আচ্ছা ছট্টু বলতো তোমার সংবাদ কি?

ছট্টু।—আজ্ঞা হুজুর। আমি সেই নিশ্চিন্তপুরের অশ্বত্থগাছ তলায় তামাক ও গাঁজার আড্ডা খুলিয়া বসিয়াছিলাম। জানেন কর্ত্তা, ঐ নিশ্চিন্তপুরের মাঠে অনেক রাখাল গরু চরায় এবং চাষারা চাষ করে। আমি আজ ৪ জন লোককে গাঁজা ধরাইয়াছি। একবার চাষারা গাঁজা খেতে শিখলে আর আমার হাত ছাড়াইয়া যাইবার যো কি। অনেক চাষা আমার কাছে তামাক খেতে এসেছিল; আজ আমি তাদের মিঠে কথায় বশ করেছি। ওরা নাকি সাজা তামাক পেলে বর্ত্তে যায় তাই আমি তামাক সেজে, হুকোয় জল ফিরিয়ে কত যত্ন করে তামাক দিয়েছি। তারা খেয়ে আমাকে বল্লে তুমি কাল আস্‌বেতো? আমি বল্লুম "আসবো কি?" কিন্তু কর্ত্তা, একটী কথা, রোজ সুধু তামাক ও গাঁজা দিয়া বশ করা যাইবে না। আর একটা ফিকির কর্ত্তে হবে।

জলধর।—কি কর্ত্তে চাও?

ছট্টু।—আমি মনে মনে একটা ফন্দি করেছি। কাল সকালবেলা ছোলা ভাজা, চালভাজা, গুড় চিঁড়ে কিনে নিয়ে তথায় সাজাব। তার সঙ্গে পান সুপারিও রাখতে হবে। এক

ার বাবার সাধ্যি আমার মতলব বুঝতে পারে? দেখুন বাবু, এমন ক রে ১৫ দিন যদি আমি দোকান করতে পারি, তবে অনেকগুলি লে ককে কাঁদে ফেলতে পার্ব্বো।

বাবু।—(ছট্টু সিংহের পিঠ চাপড়াইয়া) বেশ চার ফেলেছ, মোর বাবা।

এতক্ষণ মেং ইডেন ব্রাণ্ডি খাইতেছিলেন ও এক এক বার চুরট টানিয়া গৃহটী ধুমে পূর্ণ করিতেছিলে ; আর অতি মনোযোগের সহিত ইহাদের কথা বার্ত্তা শুনিতেছিলেন। ... সাহেব একটু গরম মেজাজ দেখাইবার জন্য উদ্ধতভাবে একখানি লাল কাগজ হস্তে করিয়া চেয়ার হইতে উঠিলেন "যা যা তোরা কোন ও কাজের লোক নয়। দেখ জলধর, আসাম হইতে এক টেলিগ্রাফ্ আসিয়াছে, (মুখ ভেঙ্চিয়ে) বুঝ্লে বাঁদর! তারের খবর। কুলির দাম অনেক চড়ে গিয়েছে, এক এক জোড়া কুলির দাম ২০০ টাকা।

জলধর।—হুজুর, আমারত চেষ্টার আর কসুর নাই, ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া হউক কুলি সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছি। না পাইলে কি করিব?

সাহেব—(রাগান্বিত হইয়া) টোম সুয়োরকা বাচ্চা হায়। দেখ্ জল· কাল গাঙ্গুলী বাবুদের ডিপোতে ২০টী কুলি আসিয়াছে। আর ে ডিপোতে একটীও আসে নাই। আমি সব বুঝিয়াছি, এসব তোদে বজ্জাতি।

জলধর। (ম্পিত কণ্ঠে) হুজুর আমি আর কি করিব? চেষ্টার ে ত্রুটী করি নাই। তবে হুজুর মা বাপ, মারিতেও পারেন, রাখিতেও আমি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, যেমন করিয়াই হউক, প্তাহের মধ্যে অ তঃ পঞ্চাশটী কুলির জোগাড় করিবই করিব.

ই কথা শুনিয়া সা হেবের মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হইল। তিনি বলি-, "ধ কর্ম্ম রেখে দাও। য, এখন আমি যা বলি, ত ই মনোযোগের ত শ্রবণ কর তোমরা ক কজন মেয়ে আড়কাটীর যোগাড় কর। শিকারী যেমন কুন্কীহাতী দিয়ে বুনো হাতী শিকার করে, তোমরা াড়কাটী দিয়ে, কুলি শীকার করিতে চেষ্টা কর। দেখ কেহ. নিলেও হইবে না। মেয়ে আড়কাটীদিগকে বলিয়

ইবে তাহারা যেন গ্রামে যাইবার সময় ভাল কাপড় ও গহনা পরিয়া যায়। আরও তাহাদিগকে এরূপ শিখাইয়া দিও যে, তাহারা বলে "আমরা অনেক দিন আসামে ছিলাম, সেখানে বড় সুখ। কাজ কর্ম্ম এক রকম না করিলেই চলে, তবে মধ্যে মধ্যে বাগানে ঝাঁট দিতে হয় ও সকালে বিকালে কিছু কিছু পাতা তুলিতে হয়। এরূপ করিয়াই আমরা এত গহনা ও ভাল কাপড় করিয়াছি। তোমরাও আমাদের সঙ্গে চল, আমাদের মতন ভাল অবস্থা হইবে। এইতো সংসারে সারা দিন খেটে খেটে রোগা হয়ে গিছিস্, পেটে ভাত নাই, পরণে কাপড় নাই, হাতে এক গাছ বালা পর্য্যন্তও নাই। এর উপর আবার মিন্‌সের বকুনি, ঠেঙ্গানিত আছেই। তোরা বোকা মেয়ে মানুষ কেন এত কষ্ট করছিস্। চল্ না কেন।" তাহারা যদি এইরূপ করিয়া ভজা ইতে পারে তাহা হইলে ডজনে ডজনে মেয়ে কুলি সংগ্রহ করিতে পারিবে।

জলধর।—(হস্ত যোড় করিয়া) হুজুর, আমি একটী কথা বলিতে চাই, বেআদবী মাপ করিবেন।

সাহেব।—কি বলিবে বল।

জলধর।—আজ্ঞা ওরা গ্রামে যাইয়া যদি চাবাগানে যাবার কথা বলে, তবে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা বিশ্বাস করিবে না। আর আমাদেরও গোমর ফাঁক হয়ে যাবে।

সাহেব।—তবে কি করিতে চাও?

জলধর।—মেয়ে আড়কাটীরা গ্রামে গিয়া প্রথমতঃ গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে একটা কুটুম্বিতা পাতাইয়া লইবে, তার পর আজ একটা খেলনা, কাল কিছু খাবার, পরশু একটা আধ্‌টা পয়সা ছেলেদের হাতে দিয়ে খুব আত্মীয়তা দেখাইবে। এইরূপ আত্মীয়তা দেখাইলেই গ্রাম্য লোকেরা গীতমুগ্ধ হরিণীর ন্যায় বশ হইয়া যাবে। তার পর আমাদের আড়কাটীরা যা বলবে তাই তারা করবে।

সাহেব।—বা: বেশ বলেছ।

জলধর।—আর একটী কথা।

সাহেব।—কি?

এই বলিয়া জলধর বাবু, পকেট হইতে পত্র বাহির করিয়া তাহা পাঠ করিলেন।

"প্রিয় জলধর বাবু,

তুমি আমাদের ডিপোর কুলি ধরিবার ফিকির জানিতে চাহিয়াছ। যদিও এসব গোপনীয় কথা, অপরকে লেখা আপিসের নিয়ম বিরুদ্ধ; তথাপি তোমার খাতির এড়াইতে না পারিয়া, তোমাকে লিখিতেছি। দেখিও এই পত্র যেন আর কেহ দেখিতে না পায়। আমাদের দেশীয় লোক বড় ধর্ম্মভীরু, ধর্ম্মের ভাণ করিয়া অসাধ্য কার্য্য তাহাদের দ্বারা সাধন করা যায়। তীর্থের নামে হিন্দুরা পাগল। তুমি আড়কাটী দিগকে জগন্নাথ, কামাখ্যা বা অপরাপর তীর্থের পাণ্ডা সাজাইবে, তাহারা পাণ্ডা হইয়া গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেই, ছোটলোকদের মন গলিয়া যাইবে। অবশেষে তীর্থ যাত্রার ভাণ করিয়া তাহাদিগকে কলিকাতায় লইয়া আসিবে। তাহারা একবার কলিকাতা ডিপোতে আসিলেই যেন তেন প্রকারেণ রেজিষ্টরী করিয়া চালান দেবে। এত গেল বাঙ্গালি কুলিদিগের পক্ষে, কিন্তু বুনো (অর্থাৎ হাজারিবাগ ও অন্যান্য সাঁওতাল) কুলিদিগকে মহা প্রসাদ (অর্থাৎ পঞ্চ মকার) ঠুকলেই ধরা যাইতে পারে। এইরূপ করিলে, কুলি সংগ্রহ কর অতি সহজ হইয়া উঠিবে। আমরা এই উপায়ে এবার প্রায় সাত শত কুলি ধরিয়াছি। অত্র মঙ্গল, তোমার মঙ্গল লিখিয়া তুষ্ট করিবা ইতি।

আশীর্ব্বাদক,

শ্রীরামদেব শর্ম্মণঃ।

সাহেব।—(স্বগত) না হইবে কেন হাজার হইলেও আমরা বিদেশী। দেশী লোক ভিন্ন দেশী লোককে জব্দ করা যায় না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বলত জলধর বাবু, পত্র মধ্যে লেখা আছে মহাপ্রসাদ ঠুক্‌তে হবে। এই মহাপ্রসাদের অর্থ কি?

জলধর।—এই মহাপ্রসাদের অর্থ মদ্য মাংস, বেশ্যা ও আহারীয় নানাপ্রকার।

মনে করেছিল

ছিল। সে এখন অবসর বুঝিয়া বলিয়া উঠিল "যে, হুজুর, আমি ইতি-পূর্ব্বে ঐ টম্‌সন্ সাহেবের ডিপোতে ছিলাম। টম্‌সন্ সাহেব আমাকে বড় ভাল বাসিত ও মধ্যে মধ্যে দুই এক বোতল মদ দিত। তিনি আমাকে এত ভাল বাসিতেন কেন জানেন? আমি একটা নূতন রকমের ফিকির করে এক সপ্তাহের মধ্যে সাড়ে দশগণ্ডা কুলি জুটাইয়া দি।

সাহেব।—সে ফিকিরটা কি ছটুলাল?

ছটু।—আজ্ঞে হুজুর, আমি খুব সেয়ানা লোক ... একদিন কল্লেম কি দোকান থেকে মুন্‌সী, মালা, চুড়ি ও নানাপ্রকার ... কিনে নিয়ে এক-খান দোকান সাজাইলাম ও আমি নিজে দোকানদার সেজে গ্রামে গেলাম। গ্রামের লোকেরা আমাকে দেখে ভেড়ার পালের মত আমার পাশে এসে-জুটল। আমি খুব ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারি। আমি কল্লেম কি কাহাকে অর্দ্ধেক দামে, কাহাকে সিকিদামে জিনিষ পত্র বিক্রি করতে লাগলেম। আর যাহাদের পয়সা ছিল না তাহাদের অমনি অনেকগুলি জিনিষ বিলাইয়া দিলাম। পাড়ার মেয়ে, ছেলে, বুড়ো সকলে আমাকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। আমি কাহাকে খুড়া, কাহাকে ভাইপো, কাহাকে বা মামা ডাকিয়া কুটুম্বিতা পাতাইলাম। এইরূপ দশ বারো দিন চেষ্টা করিয়া সেই পাড়াগেঁয়ে আমি একটা কেষ্ট বিষ্টু হইয়া বসিলাম। কিন্তু গেঁয়ো লোকেরা এতবোকা, কেহই আমার ফন্দি বুঝিতে পারিল না। ও বার আমি এই চার ফেলে অনেকগুলি মেয়ে মর্দ্দা ধরেছিলাম। কেমন বাবু আমাদের একরূপ কল্লে হয় না।

সাহেব।—যে কোনও প্রকারেই হউক, যোদ্দা এই মাসের মধ্যে আমার একশত কুলি চাই।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে ঘড়ীতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিয়া গেল। সাহেব ঘড়ীর শব্দ শুনিয়া চকিতভাবে উঠিলেন, ও চো করিয়া বোতলের মদ টুকু নিঃশেষিত করিলেন এবং বলিলেন দেখ জলধর, অধিক রাত্রি হইয়াছে, আমি শয়ন করিতে চলিলাম (পকেট হইতে দুটা টাকা বাহির করিয়া) এই লও ইহা দ্বারা তোমরা মহা প্রসাদ খাইও। এই

তৃতীয় অধ্যায়।

বেত সাহেবের চা-বাগান।

সময় প্রাতঃকাল সূর্য্যরশ্মি এখনও শোণিতপুরের অরণ্য ভেদ করিয়া, চা বাগানের কুলিদিগ নিদ্রাভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় নাই। শোণিতপু. একটী জঙ্গলময় রা ার চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বত রাজি মাথা উচ্চ করিয়া যেন কুলিদিগের দুর্দ্দশা দেখিতেছে, ও শোক দুঃখে অভিভূত হইয়া প্রস্রবণ-রূপ অশ্রুজলে ধরণীকে সিক্ত করিতেছে। এই অশ্রুজল শোণিতপুরের চা-বাগান পর্য্যন্ত আসিয়া নদী ব্রহ্মপুত্রের দিকে চলিয়া গিয়াছে। পর্ব্বত মালার নিম্ন প্রদেশে সুবৃহৎ অরণ্য। এই অরণ্যটী সর্ব্বদাই শার্দ্দূল, গণ্ডার, ভল্লুক প্রভৃতি জন্তু দ্বারায় সচেতন। আমরা শুনিয়াছে, কখনও কখনও কুলি-দিগের ভীষণ অত্যাচার দর্শন করিয়া এই সব নর শোণিত পিপাসু হিংস্র জন্তুগণও শোকে আকুল হইয়া ভীষণ রবে চীৎকার করতঃ সহানুভূতি প্রকাশ করিত।

শোণিতপুরের চতুর্দ্দিকই অরণ্য প্রাচীরে বেষ্টিত। মধ্যে ছত্রাকার স্থানে চা-বাগান। পূর্ব্ব দিকে একটী ক্ষুদ্র নদী, নদীর উপর একটা সেতু, সেতুর পরই একটী ক্ষুদ্র রাস্তা। এই রাস্তার উভয় পার্শ্বে কুলিদিগের শ্রেণীবদ্ধ কুটীর দক্ষিণদিগের কুটীর শ্রেণীর পশ্চাতে ক্ষুদ্র নদী, তার পর সুবৃহৎ অরণ্য পশ্চিমদিকের অবস্থাও ঐরূপ।

পূর্ব্বোক্ত চা-বাগানের ঠিক মধ্যস্থলে সাহেবের বাঙ্গালা, উত্তর দিকে চা গুদাম ও কলঘর, দক্ষিণদিকে বাগানের কর্ম্মচারী কেরাণী বাবু, ডাক্তার বাবু মুহুরী প্রভৃতির বাসা ঘর। বাসা ঘরের পশ্চাতে ডাক্তার খানা এবং দুই একটী সর্দ্দারের বাসা।

এই অরণ্যময় চা-বাগানের কুলিরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্র গৃহ হইতে বাহির হয় না, কারণ মধ্যে মধ্যে অরণ্যচারী হিংস্র জন্তুরা নিরাশ্রয় কুলি-

দিগের তত্ত্বাবধান করিতে আসিত। এখন প্রভাত হইয়াছে। কুলি সর্দ্দারেরা মাথায় লাল পাগড়ী বাঁধিয়া, চাপরাস খানি স্কন্ধে দোলাইয়া, বিকট স্বরে কুলিদিগের নিদ্রাভঙ্গ সূচক অশ্লীল গালিবর্ষণ করিতেছে এবং বৃহৎ বংশ যষ্টি দ্বারা দ্বার ঠেলিতেছে।

কুলিগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহিরে আসিল। সর্দ্দার কাহাকে কাণমলা, কাহাকে লাঠির গুতা, কাহাকে চড় চাপড় দিয়া, প্রাতঃকালের শুভ যাত্রার সূচনা করিল। কুলিরা ভয়ে তটস্থ হইয়া, ধীরে ধীরে কেহ বা চাপাতার টুকরী হস্তে, কেহ বা কোদাল স্কন্ধে করিয়া, পিপীলিকার সারের মত বাগান ছাইয়া ফেলিল। এদিকে কুলি লাইনের মাতৃ পরিত্যক্ত কুলি বালক বালিকাগণ মাতার অভাবে ক্রন্দন করিতেছে, পীড়িত লোকেরা চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিয়া আর্ত্তনাদ ছাড়িতেছে, ডাক্তার বাবু, ও কেরাণী বাবু সাহেবের মিষ্ট ভৎর্সনার ভয়ে শশব্যস্তে শয্যার পার্শ্বে উঠিয়া বসিতেছেন আর বিপদগ্রস্ত লোকের ন্যায় ব্যাকুলভাবে ইষ্টদেবতার স্মরণ করিতেছেন।

প্রায় অনেকেরই মুখে শুনিয়া থাকি প্রাতঃকাল সুখের কিন্তু শোণিতপুরের চা-বাগানের কুলি বা অপরাপর কর্ম্মচারীরা প্রাতঃকালকে সুখ বা শান্তির আলয় বলিয়া জানিতে পারে না। সূর্য্যোদয় হইলে জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়, তাহার সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের অন্ধকারও কথঞ্চিৎ পরিমাণে অন্তর্হিত হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে সকলই বিপরীত। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাগানবাসী কুলিদিগের হৃদয়ে ভয়ানক ত্রাস আসিয়া উপস্থিত হয় বিষাদের ছায়াতে মুখ মলিন হয়, প্রাণ নাশ বা প্রহারের আশঙ্কায় জীবন নিরাশাময় হইয়া উঠে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে কুলি জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যেন দাসত্বের গভীর তিমিরে ডুবিয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহাদের নিকট প্রাতঃকালও বা আর গভীর অমারজনীও তা। এ দৃশ্য যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি কখনও অনুভব করিতে পারেন না।

এদিকে বেলা আটটা বাজিয়া গেল। ডাক্তার বাবু, কেরাণী বাবু, মুন্সী ও সর্দ্দার প্রভৃতি সাহেবের কর্ম্মচারীগণ, বাঙ্গালার সম্মুখে চিত্র পুত্তলির ন্যায় দণ্ডায়মান, কাহারও মুখে শব্দ নাই পাছে তাহাদের শব্দে সাহেবের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে সকলে তটস্থ। বেলা নয়টা বাজিল সাহেব নিদ্রা

হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। প্রাতঃকালে মানুষের মুখ মণ্ডলে অল্লাধিক পরিমাণে প্রসন্নতার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের বেত-সাহেব মুখে সেই চিহ্ন কেহ কখন দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। তাঁর মুখথানি প্রায় সর্ব্বদাই হিংসা ও বিদ্বেষের চিহ্নে চিহ্নিত চক্ষু ক্রোধের প্রতিরূপ, পদ বিক্ষেপ ত্রাসের প্রতিনিধি। সাহেব যেমন বাহিরে আসিলেন, অমনি কতকগুলি হাত উঠিয়া তাঁহাকে সেলাম করিল এবং সকলেই তাহার হুকুমের অপেক্ষায় অথবা ভৎর্সনা লাঞ্ছনা বা পদাঘাতের অপেক্ষায়, ভয়বিহ্বল চিত্তে দণ্ডায়মান রহিল। সাহেব প্রথমতঃ ডাক্তারের প্রতি রোষ কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন "কিগো ডাক্তার! আজ কতগুলি কুলি রোগের ভান করিয়া ছুটী পাইয়াছে?

ডাক্তার আজ্ঞে হুজুর। ৭৫ জন।

সাহেব।—কি ৭৫ জন? তোদের বদমায়েসিতে আর বাগান চালাইতে পারিলাম না। (এই বলিয়া বেতসাহেব সজোরে মৃত্তিকাতে পদাঘাত করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন) ডাক্তার! আমি তোমাকে অনেকবার সতর্ক করিয়া দিয়াছি যে কুলিদিগকে সামান্য পীড়ায় ছুটি দিও না। কোম্পানী তোমাকে এত টাকা মাহিয়ানা দিয়া, জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি ক্ষুদ্র রোগ পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত করেন নাই। যখন কাহারো হাত পা ভাঙ্গিবে, অথবা কেহ ওলাউঠা রোগগ্রস্থ হইবে, তখন তুমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া ছুটি দিবে। ইহাই কোম্পানীর অভিপ্রায়। যদি এমন করিয়া রোজ রোজ অধিক কুলিকে ছুটি দিও, তবে কুলির পরিবর্ত্তে তোমাকে কোদাল ঘাড়ে করিয়া বাগানে যাইতে হইবে। তুমি কি কুলিদিগকে মানুষ মনে কর? জাননা সুসভ্য ইংরাজগণ একদিন আমেরিকাতে দাস অথাৎ কুলিদিগকে শৃগাল কুকুরের মত ব্যবহার করিত। আমিও সেইরূপ করি। তোমাকেও উপদেশ দিতেছি, তুমিও যদি ভাল চাও, তবে আমি যেরূপ কুলিদিগের প্রতি ব্যবহার করি, তোমাকেও সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে।

ডাক্তার।—হুজুর। আমার দোষ কি? আমি আজ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কেহ জ্বরে ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। কেহ পেটের অসুখে একেবারে শয্যাগত হইয়া আছে আর কেহ এখন তখন। ইহাদিগকে ছুটি না দিয়া কি করি। আমিত আর একবারে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে পারি না। যাহার হৃদয় আছে, সে কখনও ইহাদিগকে ছুটি না দিয়া

থাকিতে পারে না। তবে যদি আপনার ইচ্ছা হয় আমাকে বিদায় দিন, আমি দেশে চলিয়া যাই।

সাহেব।—বা? কি মজার কথাই বলিলেন। দুই বৎসরের এগ্রিমেণ্ট দিয়াছ মনে আছেত। যদি ফের এমন কর তবে তোমাকেও আমার জুতার চোটে জ্বরগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ঠক্ঠক্ করিয়া কাঁপিতে হইবে। আব দেশে যাইবে ভাবিয়াছ? (কুলিদিগের শ্মশান ভূমিরদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ তোমার দেশ। এরূপ করিলে ঐ দেশে সত্বরই যাইবে। যাঃ যাঃ নিগার বাঙ্গালী, আমার সম্মুখ থেকে চলে যা। এই বলিয়া সাহেব কেরাণী বাবুর দিকে মুখ ফিরাইলেন। ডাক্তার বাবু নীরবে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে বাসায় চলিয়া গেলেন।

বেউ সাহেব।—কিগো বাবু, তোমাকে যে হিসাব তৈয়ারি করতে বলিয়াছিলাম, হয়েছে। না সব ভুলে গিয়াছ?

কেরাণী বাবু—আজ্ঞে, হিসাব প্রস্তুত হয়েছে এই নিন, দেখুন।

সাহেব—ও হিসাব দেখিবার আমার অবকাশ নাই; মুখেই বল না কেন? কাল এ বাগানে কত কুলি উপস্থিত ছিল?

কেরাণী বাবু—আজ্ঞে, সাড়ে পাঁচ শত।

সাহেব—(উদ্ধত ভাবে) আর কুলি কি হইল?

কেরাণী বাবু—আজ্ঞে, দেড় শত ও বাগানে গিয়াছিল।

সাহেব—কতগুলি কোদাল, কলম দেওয়া ছুরী ও চা তুলিবার টুকরি আছে?

কেরাণী বাবু—আজ্ঞে দুই শত করিয়া।

সাহেব—(বিকট স্বরে চীৎকার পূর্ব্বক) তুই চোর, শুয়ারকা বাচ্চা! কালা বাঙ্গালীর কোনও ধর্ম্ম জ্ঞান নাই। যার নিমক খায় তারই সর্ব্বনাশ করে। আমি তোর মুখ দেখতে চাই না, তুই দূর হ?

"বাঙ্গালীর ধর্ম্মজ্ঞান নাই, ধর্ম্মজ্ঞান আছে তোমার, তুমি নিজের নামে জমি কিনিয়া, আর এই চাবাগানের জিনিষপত্র লইয়া নিজের নামে বাগান প্রস্তুত করিয়া, কোম্পানীর সর্ব্বনাশ করিলে। আমি গরিব কেরাণী, আমি হলেম অধার্ম্মিক নিগার! আর তুমি হ'লে সত্য ধর্ম্ম পরায়ণ ইংরাজ! ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠির আসিয়াছেন আর কি! হা ধর্ম্ম! অধীন বাঙ্গালীর এ দুর্দ্দশা কি আর শেষ হইবে না? কেরাণী বাবু মনে মনে এই কথা বলিতে বলিতে

যেই বাসায় যাইবার জন্য উদ্যত হইবেন, অমনি সাহেব বলিলেন, "দাঁড়াওনা কথা আছে। দেখ, এইরূপ ডাক্তার রাখিলে আর বাগান চলিবে না। এত লোক রোজ রোজ পীড়িত হয়, ইহা যদি গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারে তবে বাগান বন্ধ করিয়া দিবে। আর রোজ রোজই মৃত্যুর সংখ্যা অধিক হইতেছে। আইনে লেখা আছে শতকরা পাঁচ জনের অধিক লোকের মৃত্যু হইলেই বাগান বাসের অনুপযুক্ত। কাল যেরূপ রিপোর্ট পাইলাম, তাহাতে এবৎসর মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা ১২।১৩ জনের কম হইবেনা। ডাক্তারটা যেরকম উল্লুক, তাহাতে ইহাদ্বারা আমার কার্য্য চলিতে পারে না। আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে ইহাকে মদ ধরাও একটী মেয়ে মানুষ এনে দাও; তুমি তাহার কিছুই করিলে না। তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার এ বাগানের কর্ম্মচারীদিগকে ধর্ম্মের বরপুত্র হইয়া থাকিলে চলিবে না। আমি চাই কাজের লোক; এবিষয়ে তুমি কি বল?

কেরাণী বাবু—এই ডাক্তারটা বড় এক গুঁয়ে। আমি কত চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই ইহাকে দলে আনিতে পারিলাম না, কি করিব হুজুর? তবে আমরা গবর্ণমেণ্টকে ঠকাইতে পারিব। রিপোর্ট ত আমার হাতে। আমি যখন বার্ষিক রিপোর্ট লিখিব, তখন মৃতদিগকে পলাতক বলিয়া লিখিয়া দিব। এইরূপ করিয়া মৃত্যু সংখ্যা কম দেখাইলেই হইবে। তবে আপনাকে একটা কাজ করিতে হইবে; যখন ডাক্তার সাহেব বা ম্যাজিষ্ট্রেট বাগানে দেখিতে আসিবেন, তখন ডিস্পেনসরীর রেজেষ্টরী দেখাইবেন না।

সাহেব—সে বিষয়ে তোমাকে আর ভাবিতে হইবে না; তাহারা আমার ঘরের লোক। তোমার কি মনে নাই গতবার যখন তাঁরা এসেছিলেন, তখন তাঁরা ডিস্পেনসরী বা কুলি লাইনে একেবারে যান নাই। আমার বাঙ্গালায় খানা খেয়ে আর আমার নিকট দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করে চলে গেলেন। আমি বাহিরের লোককে যত ভয় না করি, ঘরের ইন্দুরকে তা' অপেক্ষা অধিক ভয় করে চলি। ডাক্তার বাবু ঘরের 'ইন্দুর যেমন করে হোক একে জব্দ করিতেই হইবে—

কেরাণী বাবু—সে বিষয়ে আর আপনার ভাবিতে হবে না। তবে এখন আমি যাই, অনেক কাজ কর্ম্ম আছে।

এই বলিয়া কেরাণী বাবু সাহেবকে সেলাম ঠুকিয়া চলিয়া গেলেন। সাহেব ও চুরট ফুঁকিতে ফুঁকিতে কুলি লাইনের দিকে চলিয়া গেলেন।

এতক্ষণ বালকদিগের নৃত্যগীতে রোগীদিগের আর্ত্তনাদে কুলি লাইন তোলপাড় হইতেছিল এখন বালকগণ সাহেবের পদশব্দ শুনিয়া, ক্রীড়া পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। রোগী প্রহার যন্ত্রনার ত্রাসে রোগ যন্ত্রণা ভুলিয়া নীরব হইল। কেবল নির্লজ্জ সাহেব-বিদ্রোহি বাঙ্গালী কুক্কুরগুলি ঘেউ ঘেউ করিয়া কুলিলাইনের সজীবতার পরিচয় প্রদান করিল। এদিকে সাহেব পীড়িত কুলিদিগের গৃহমধ্যে যাইয়া কাহাকে মিষ্ট ভর্ৎসনা, কাহাকে বেত্রাঘাত, কাহাকে পদাঘাত, কাহাকে বা ঘুসি মারিয়া, ইহারা বাস্তবিক রোগী, না রোগের ভান করিতেছিল, ইহাই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ম্যানেজার সাহেব এইরূপে রোগীদের চূড়ান্ত শুশ্রূষা ও জীবন্ত পথ্য প্রদান করিয়া, চাবাগান পরিদর্শনার্থ কুলিদিগের কার্য্যক্ষেত্রের দিকে চলিয়া গেলেন।

অরণ্যময় স্থান। রাখাল গরুর পাল মাঠে ছাড়িয়া দিয়া সভয়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে, গরুর পালও এক একবার সত্রাসে ঘাস খাইতেছে এবং চকিতভাবে এদিক ওদিক তাকাইতেছে, এমন সময়ে হটাৎ ব্যাঘ্রের সাড়া পাইলে যেমন রাখাল শশব্যস্তে গরুর পালকে তাড়া করে, ও গোপালও ভয়ে বিহ্বল হইয়া ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া থাকে, কুলিগণও সাহেবের সাড়া পাইয়া, সেইরূপ হইল। কুলিসর্দ্দারেরাও ব্যাঘ্রর ভয়ে ভীত রাখালের ন্যায় অতি সতর্কতার সহিত কুলি চরাইতে লাগিল। তবে গরুরপাল ব্যাঘ্র দেখিয়া ক্ষণকাল ভীত ও স্তম্ভিত হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই পলায়ন করে। চাবাগানের কুলিরা সাহেবকে দেখিয়া আর পলায়ন করিতে পারে না। ইতর জন্তু ও স্বাধীন জীবের চাবাগানে এই মাত্র প্রভেদ।

এতক্ষণ কুলিগণ নানা প্রকার কথা বার্ত্তা কহিতেছিল, আর চাপাতা তুলিতেছিল, এখন সাহেবের ভয়ে সকলেই নীরব। সকলেই বিষণ্ণ। সাহেব প্রথমেই সরকারের কান মলিয়া দিয়া আপনার গরম মেজাজের পরিচয় দিলেন। পরে ধীরে ধীরে ও নিঃশব্দে একটী কুলি রমণীর পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইলেন। কুলি রমণী আপন মনে আপন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, সে তখনও জানেনা যে, ব্যাঘ্র তাহার পশ্চাতে খাপ ধরিয়াছে। সে যাই অন্যমনস্ক হইয়া চার একটী অতিরিক্ত পাতা ছিঁড়িবে অমনি সাহেবও ব্যাঘ্রবৎ গর্জ্জন করিয়া, তাহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সবলে মৃত্তিকাশায়ী করিলেন এবং একটী পদাঘাত করিয়া স্বাধীন জাতীর স্বাধীনতার পরিচয়

প্রদান করিলেন। কুলি রমণী সাহেবের এক পদাঘাতে হতজ্ঞান হইয়াছিল, এবং গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছিল। সাহেব তাহার গোঁ গোঁ শব্দ (অব্যক্ত আর্ত্তনাদ) শুনিয়া হা, হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "তুই বেশ মজা কচ্ছিস, আরো মজা কর" এই বলিয়া আরও তিনটী পদাঘাত করিলেন। কুলিরমণী মৃতবৎ মাটীতে পড়িয়া রহিল। সাহেব কুলি রমণীর প্রতি এইরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া চুরট ফুঁকিতে ফুঁকিতে অপরাপর কুলিরমণীদিগের সহিত হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। ঐ কুলি রমণীর নিকটেই আর কতকগুলি কুলি কাজ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন তথায় আসিয়া বলিয়া উঠিল, "এ যে আর নড়ে চড়ে না, পটল তুল্লো নাকি?" এই কথা শুনিয়া সাহেব বলিয়া উঠিলেন "ও মরে নাই, আমারি সঙ্গে ঠাট্টা করছে।" ইহার একটু ব্যবধানেই আর কয়েকটী স্ত্রীলোকের মধ্যে এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছিল—"তা হবেনা। বেশ হয়েছে, কাল রাত্রে সাহেব চাপরাসী পাঠাইয়া ওকে বাঙ্গালায় যেতে বল্লেন? ও কত করে বলে দিলেন টাকা দিবেন গয়না দিবেন, ভাল কাপড় দিবেন তা, ও কিছুতেই রাজি হল না। রূপের গৌরব করে ও সতীত্বের গোমর করে রইল। ওঁরা সাহেব লোক, ওঁদের কাছে কি গোমর টোমর খাটে? তা বেশ হয়েছে, তিন লাথিতে গোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। আর একজন বলিল "ও এখন পর্য্যন্ত আমাদের মতন বেহায়া হয় নাই। ওর স্বামী আছে, ও কেমন করে সাহেবের বাঙ্গালায় যাবে বলত?" অপর একজন "তা বুঝি জাননা, আমাদের সাহেব বড় ধড়িবাজ লোক। তিনি আগে থাকতেই ওর স্বামীকে সর্কারি কাজ দিয়া নিম্বু বাগিচায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তার এ বাগিচায় আর আসবের আশা নাই। ও সবই ঠিক ছিল, তবে ওর কপালে মার ছিল, কি করিবে? আর বলি শোন, আমাদের ত স্বামী আছে; আমরা কি আর সাহেব ডাকলে তাঁর বাঙ্গালায় যাই না।" অপরা বলিল, "রেখে দেও তোমার সতীত্ব, এত করে কি আর সতীত্ব রাখা যায়? মনে কর, দেখতে টেকতে সুন্দর একটী নূতন কুলি এল, সেত প্রথমেই ম্যানেজার সাহেবের নজরে পড়বেই, তার পর কেরানী বাবু, মুহুরীরা ত আছেই। তবে রক্ষা যে, এখন আমাদের ডাক্তার বাবুটী ভাল; দেখি ইনিও বা দলে মেশেন।"

ইহাদের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, সাহেব নন্দদুলালের সঙ্গে

এর কাছে একবার ওর কাছে যাইয়া, কাহারো গায় দগ্ধ চুরট ভাঙ্গিতে- ছেন, কাহারো বা মস্তক যষ্টিদ্বারা স্পর্শ করিয়া ভালবাসা জানাই- তেছেন। অপর দিকে সেই কুলি রমণী মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সাহেব কি ভাবিয়া ডাক্তার বাবুকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ডাক্তার বাবু আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন, কুলি রমণীর বাম পার্শ্বের একখানি পাঁজরা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও পাকস্থলীতে বড় চোট লাগিয়াছে। সুতরাং ডাক্তার বাবু বলিলেন "ইহার জীবন সংশয়"। এই কথা শ্রবণ করিয়া, ম্যানেজার সাহেব রেগে বলিলেন, "তোমার ও সব ঝুট কথা শুনিতে চাইনা। এ বাগিচার কুলিরা ও অপরাপর কর্ম্মচারীরা বড় অবাধ্য, আমি ইহাদিগকে শাসন করিবার জন্য প্রায়ই এইরূপ করিয়া থাকি। কই আগে যে ডাক্তার ছিল সেত কখনও এরূপ কথা বলে নাই যে, ইহার পাঁজরা ভাঙ্গিয়াছে, উহার পাকস্থলী ছিঁড়িয়াছে, তাহার পা ভাঙ্গিয়াছে। ডাক্তার, তুমি সাবধান হইয়া কথাবার্ত্তা কহিবে, তুমি—আমার চাকর, এই বাগানের কর্ম্মচারী। এখন যাও ঐ কুলিটাকে লইয়া হাঁসপাতালে যাও। এই বলিয়া সাহেব চা বাগানের অপরাপর কার্য্য দেখিতে চলিয়া গেলেন। ডাক্তার বাবু আর চারিটী কুলির সাহায্যে মৃতবৎ কুলি রমণীকে হাঁসপাতালে লইয়া গেলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

শোণিতপুরের চা বাগান।

পাঠক হয়তো আপনারা বেত সাহেবের পরিচয় জানিতে অত্যন্ত উৎ- সুক হইয়াছেন। ওয়েব প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ যে দেশ ও যে জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়া, ভারত বক্ষে সুযশ ছড়াইতেছেন, ইনিও সেই দেশ ও সেই জাতির লোক। বেত নাম শুনিলেই আমাদের পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন, ইনি দুই পুরুষে বা তিন পুরুষে ভণ্ড; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ কুসংস্কার। আমি নির্দ্ধারিণ সহকারে বলিতেছি, ইনি দুই পুরুষেও নয়, তিন পুরুষেও নয়, কিন্তু স্বকৃত ভণ্ড। বেত, ছেলে বেলায় অত্যন্ত লক্ষা ছিলেন, আর বুদ্ধিটী বড় ক্রুর ছিল; তাহার জন্য মা বাপ আদর করিয়া বেত

নাম রাখিয়াছিলেন। ইঁহার আর একটী বিশেষ গুণ ছিল ;—বেতের বয়স যখন তিন দিন, তখন একবার গির্জ্জা ঘরে যাইয়া, বাপ্টাইজ হইয়া পরিত্রাণ কিনিয়া ছিলেন ; তারপর আর কখন ওমুখো হন নাই। লেখা পড়াতে ও বৃহস্পতি। এই বৃহস্পতিসম পুত্রকে মধ্যে মধ্যে মা বাপের তাঁড়না খাইতে হইত। একদিন বেত বিশেষ রূপে প্রহারিত হইয়া সেলার হোমে (নাবিকালয়ে) যান, সেখানে নাবিকদের সহিত খুব হৃদ্যতা হয়, তারপর কিছু দিন বাদে, রূপ গুণ সম্পন্ন বেত, মা বাপ ও স্বদেশের মুখ অন্ধকার করিয়া কলিকাতায় আসেন। ইনি কলিকাতায় আসিয়া কোন কোন আপিসে কেরাণীগিরি পাইবার জন্য দিন কতক যাতায়াত করিয়াছিলেন ; কিন্তু তথায় যাহা দেখিলেন আর যাহা শুনিলেন, তাহাতে আর কেরাণীগিরি করিতে প্রবৃত্তি হইল না। ইঁহার কেরাণীগিরিতে অরুচি হইবার দুইটী কারণ ছিল। প্রথম ইঁহার মা বাপ পুত্রকে নানা বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন বটে কিন্তু হাতের লেখা মকস্ করাইতে এবং বর্ণ শুদ্ধি শিক্ষা দিতে ভুলিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ অধীন বাঙ্গালীদের নিকট একাসনে বসিয়া শিক্ষানবিসি করিতে হইত। ইত্যাদি নানা কারণ বশতঃ ইনি বিরক্ত হইয়া একজন চা-কর সাহেবের সঙ্গে চায়ের রাজধানীতে গমন করেন। সেই অবধি ইনি একটী টি-রাজ্যের রাজা হইয়া, শোণিতপুরে আসন করিয়া রহিয়াছেন। এইত গেল গুণের কথা, এখন রূপটা তো বাকিই রহিল। আর একটা কথা যে, লেখকদিগের বিশেষতঃ নভেল লেখকদিগের একটা গুরুতর দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্বটা নায়িকা অথবা গ্রন্থে উল্লিখিত প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের রূপ বর্ণনা। সেই প্রথা অনুসারে আমারও ইচ্ছা ছিল রূপ বর্ণনা করি, কিন্তু বঙ্কিম বাবু আমার মাথা খাইয়া সেই আশায় ছাই দিয়াছেন। তিনি কেনই বা "দুর্গেশ নন্দিনী" লিখিলেন, আর কেনই বা তাহার মধ্যে তিনি গজপতি বিদ্যাদিগ্গজের রূপ বর্ণনা করিয়া আমার বেতের রূপ কাড়িয়া লইলেন। সে যাহা হউক, যাহা অদৃষ্টে ছিল হইয়াছে। পাঠক কল্পনা করিয়া লউন, বেত সাহেবের রূপ ঠিক বিদ্যাদিগ্গজের অনুরূপ। বিদ্যাদিগ্গজ মহাশয় যদি সাহেব হইতেন, তাহা হইলে লোকের বেতকে বিদ্যাদিগ্গজের সহোদর বলিয়া ভ্রম জন্মিত। সেই পাঁচ হাত পরিমিত মানব দেহ, সেই গোলমুখে গরুড় নাসিকা সেই পেচকবিনিন্দিত নয়ন, আর সেই আজানুলম্বিত বাহু ; কিন্তু রং বিষয়ে

আর পরিচ্ছদ বিষয়ে একটু পার্থক্য আছে; বিদ্যাদিগ গজ মহাশয় কৃষ্ণ, ইনি শুক্ল; তিনি অমাবস্যা, ইনি জোনাকি পোকা; তিনি কাল্পনিক, ইনি প্রকৃত, তিনি টিকিধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ইনি হ্যাটধারী ইংরেজ, এই মাত্র প্রভেদ।

অদ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেত ও তাহার কাল মেম বাঙ্গালায় বসিয়া হাস্য কৌতুক করিতেছেন, এমন সময়ে আর একটী সাহেব তথায় উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে আগন্তুক সাহেবকে দেখিয়াই কাল মেম তথা হইতে চলিয়া গেল। এ দিকে সাহেবের ঘোড়া বাঙ্গালার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। নবাগত সাহেব যাই তড়াক্ করিয়া ঘোটক হইতে নামিলেন, অমনি বেত সাহেব চেয়ার হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অতি আদরের সহিত 'কেমন আছ কলি' এই বলিয়া কলি সাহেবের পাণিপীড়ন করিলেন। কলি ও যথারীতি সম্ভাষণ করিয়া বেত সাহেবের মঙ্গল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। উভয়েই সভ্যতার রীতি অনুসারে পরস্পর পাশাপাশি হইয়া চেয়ারে বসিলেন। বেত সাহেব বড় পরদুঃখে কাতর, তিনি কলি সাহেবকে ক্লান্ত দেখিয়া বোতল হইতে এক গ্লাস ব্রাণ্ডি ঢালিয়া কলিকে বলিলেন, "তুমি বড় ক্লান্ত হইয়াছ, এই পানীয় পান করিয়া সুস্থ হও।" এই বলিয়া সেই গ্লাস পরিপূর্ণ করিয়া নিজে গ্রহণ করিলেন। কলি সাহেবও বেত সাহেবের গোত্রের লোক, বেত সাহেব যেমন একটী চা কোম্পানীর ম্যানেজার, তিনিও তেমন আর একটী চা কোম্পানীর ম্যানেজার। অদ্য অনেক দিনের পর দুই ম্যানেজার সাহেব একত্রিত হইয়াছেন, ইহাদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। বেত সাহেব কলিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

"কই হে কলি! আর যে বড় একটা তোমাকে দেখিতে পাইনা, ব্যাপারটা কি?"

কলি। ভাই! দেখিতে দেখিতে টী সিজন্ (চার মসুম) টা চলিয়া গেল, কাজের বড় ভিড় পড়িয়াছে। তাহাতে আবার গত পরশ্ব রাত্রে ২৭ জন কুলী পলাইয়াছে। এই সব কারণে আর কোথাও বড় একটা যাই না। বাজারের গতিক যেরূপ মন্দা পড়িয়াছে, তাহাতে বোধ হয় এবার কোম্পানির বড় লোকসান হইবে।"

বেত। "অত ভাব্‌লে আর কি মানুষ বাঁচে, দেখ আমার এ বাগান হইতে প্রতি মাসেই ৪।৫ জন করিয়া কুলী পলাইয়া যায়। আর তোমার

চা ও যে দরে বিক্রী হইতেছে, আমার চারও সেই দর। তার জন্য আমি বড় একটা ভাবি না। যদি কখনও ভাবনা আসে তবে এই বোতল ও এই (চামড়ার চাবুক দেখাইয়া) চাবুক দিয়া সব তাড়াইয়া দিই।"

কলি। (উপহাসচ্ছলে) বোতলটা ত বুঝিলাম, কিন্তু চাবুকটা দিয়ে কি কর? নিজের পিটে মার নাকি?"

শ্বেত। "না না, ইংরাজের চাবুক কি কখন শ্বেতাঙ্গে পড়িতে পারে? ও চাবুকের জন্মই কুলী তাড়াইবার জন্য। আর জান, আমি কুলী গুলাকে মারিয়া বড় আমোদ পাই। এরা যখন মার খাইয়া চিঁ চিঁ করিয়া চেঁচাইতে থাকে, তখন মনে হয় শকুন চেঁচাইতেছে।"

ইহাদের মধ্যে এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় বাগিচার পেটা ঘড়িতে টং টং করিয়া ৬টা বাজিয়া গেল। প্রায় প্রত্যেক বাগিচাতেই অপরাহ্ণ ৬টার সময় ছুটী হইয়া থাকে। কিন্তু পেটা ঘড়িতে ঠিক্ ৬টার ছয়টা বাজে না। অনেক সময় দেখা গিয়াছে সূর্য্য অস্ত হইলে এই দেশে ৬টা বাজিয়া থাকে। এ দিকে ৬টাও বাজিল, কুলীরাও বাগান হইতে চা পাতার টুকরী মাথায় করিয়া সারি সারি চা ঘরে প্রবেশ করিল। মুহুরি চা পাতা ওজন করিতে বসিলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে চিত্রগুপ্তের সন্তান মুহুরীরা চা পাতা ওজনে কুলীদিগের প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়া থাকে। কুলীরা চা পাতা ওজন করাইয়া দিয়া বাসস্থানে চলিয়া গেল। যাহারা কোদালের কাজ করিতেছিল তাহারাও কোদাল স্কন্ধে করিয়া আপনার ঘরে প্রবেশ করিল, কেবল প্রধান মুহুরি ও সর্দ্দারেরা সাহেবকে সেলাম করিবার জন্য বাঙ্গালাতে উপস্থিত হইল। সাহেব প্রধান মুহুরিকে দেখিয়াই বলিলেন "অদ্য রাত্রেই ১০ জন সর্দ্দারকে কুলী আনিবার জন্য কলিকাতার দিকে পাঠাইয়া দাও। তাহাদিগকে বলিয়া দিবে যে, যে যত কুলী আনিতে পারিবে, সে মাথা গুন্তি প্রতি কুলীতে ৫৲ টাকা করিয়া বক্‌সিস্ পাইবে। আর যে সর্দ্দার অন্ততঃ ৫ জনের কম কুলী আনিবে তাহার বাকিবাচ্ছা সরকারে জব্দ হইবে।"

বর্ত্তমান সময়ে কুলী সংগ্রহ করিবার দুইটী উপায় আছে। প্রথম উপায় কুলী ডিপো হইতে রিক্রুটার দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণ কুলী সংগ্রহ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় উপায়—সর্দ্দার। সর্দ্দারেরা আইন অনুসারে প্রতিজনে ২৫ জন পর্য্যন্ত কুলী সংগ্রহ করিতে পারে। এখন বড় বড় বাগিচার ম্যানে-

জারেরা প্রায় প্রতি বৎসরই সর্দ্দার পাঠাইয়া কুলী সংগ্রহ করিয়া থাকেন। সর্দ্দারেরা আপন আপন গ্রামে আসিয়া আত্মীয় কুটুম্ব যেখানে থাকুক ছলে বলে কৌশলে তাহাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া যায়। আজ সাহেবের হুকুম শুনিয়া কিনু সর্দ্দার বলিল "হুজুর আমি আর যাইতে পারিব না। আমার যে যেখানে ছিল সকলকেই আপনার চা বাগানে আনিয়া দিয়াছি। যাহাদিগকে ৩ বৎসরের কথা বলিয়াছিলাম, আজ ৭ বৎসর হইতে চলিল, তাঁহারা আর ছুটীও পাইল না, দেশেও ফিরিল না। তাহাদের মধ্যে আবার অনেকেই চির দিনের জন্য ছুটী লইয়াছে। আমি দেশে গেলে তাহাদের মা বাপ আমাকে খেয়ে ফেলবে। আর কেহই আমার কথায় বিশ্বাস করতে চা'বে না। হুজুর! আমাকে মাপ করুন আমারও ত রক্ত মাংসের শরীর। মানুষ মাত্রেরই দয়া ধর্ম্ম আছে; আমিও মানুষ, অনেকের মা বাপকে চিরদিনের জন্য পুত্রহারা করিয়াছি, আর পারি না।" কিনু সর্দ্দারের এই কথা শুনিয়া সাহেব ব্যাঘ্রবৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, ও এক পদাঘাতে কিনুকে দশ হাত দূরে ফেলিয়া দিলেন। ইহাতেও সাহেবের রাগ গেল না তিনি কিনুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ্ কিনু! তুই যদি আমার হুকুম না মানিস্ তবে তোর জরুকে আমি নিবি সর্দ্দারের সঙ্গে সাদি দিব। আর তোর জায়গায় নিবিকে বড় সর্দ্দার করিয়া কুলী আনিতে পাঠাইব। তুই কুলী, তোর আবার দয়া ধর্ম্ম! আরে পাজি! কুলীর আবার ধর্ম্ম কিরে? শোন্ আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্র কি বলে—(পকেট হইতে একখানি নভেল বাহির করিয়া) 'কুলী ক্রেতার সম্পত্তি, ক্রেতা তাহার কুলীর প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি ঈশ্বরের অভিশপ্ত, ইহাদের দয়া ধর্ম্মের অধিকার নাই। তুই মনে করিস্ তুই মানুষ! আমরা ইংরাজ, আমরা তোদের শেয়াল কুকুর ভিন্ন আর কিছুই মনে করি না। যা! যা! এখন যা, কাল সকালের জাহাজে তোকে যেতেই হবে, যদি আমার হুকুম না মানিস্ তবে তোর এক জায়গায় চামড়া এক জায়গায় হাড় করিয়া ছাড়ব,"—কিনু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া (স্বগত) "আরত বড় বাকি রাখিয়াছ, প্রথম স্ত্রীটিকে লইয়াত মেম করিয়াছ, না হয় এটিকেও লইবে—কিন্তু তুমি জানিও আমি কিছুতেই কলিকাতায়ও যাইব না, স্ত্রী ও ছাড়িব না। এবার তোমার এক দিন না হয় আমার একদিন।" এই বলিয়া কিনু গজ্ গজ্ করিতে করিতে বাসায় চলিয়া গেল। সাহেব মুহূরিকে

হুকুম দিলেন, "মুহুরি! আজ তুমি যাও, প্রত্যেক শর্দ্দারকে ১৫্ টাকা দিয়া কালকার ভোরের জাহাজে পাঠাইও, যদি কিনু শর্দ্দার যাইতে না চায়, তবে তার স্ত্রীকে আজ রাত্রেই আমার বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিবে। (কিছু ভাবিয়া) না! না! আজ রাত্রে পাঠাইয়া কাজ নাই, দেখা যাউক কাল প্রাতঃকালে কি হয়।" মুহুরি "যে আজ্ঞা হুজুর।" বলিয়া সেলাম করিতে করিতে সর্দ্দারগণসহ প্রস্থান করিল।

এতক্ষণ কলি ইংলিশম্যান কাগজের বিজ্ঞাপন গুলি অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছিলেন, আর বেত সাহেবের কাণ্ড দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। এখন বেত সাহেব অবকাশ পাইয়া বোতল হইতে এক গ্লাস ব্রাণ্ডি ঢালিয়া কলির হাতে দিলেন, কলি নতশিরে ধন্যবাদ দিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। বেতও কিনুকে প্রহার করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং তাহার পক্ষেও দুই এক গ্লাস ব্রাণ্ডির প্রয়োজন হইয়াছিল। বেতকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিলেন, "বা! আজ বেশ মজা হয়েছে, এরূপ না কর্‌লে কুলিরাও জব্দ হয় না আর মনটাও গরম থাকে না।" বেত—"এত আমার নিত্যকার খোরাক—" কলি।—"আচ্ছা বেত! এমন সুন্দর বাইবেলের গৎ শিখলে কোথায়"? বেত,—"ওদিন আমাদের পাদরি সাহেব আসিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট ঐ গৎটা শিখে নয়েছি। বাইবেলটা জানা ভাল. তা জান্‌লে সময় সময় এরূপ গৎ ঝাড়িয়া মজা করা যায়। তুমি বুঝি আমাদের নূতন পাদরিকে চেননা; আর সময় মত আমাদের মত মজা মারিতেও ক্রুটী করেন না। পাদরিদের সঙ্গে আলাপ থাকা ভাল, তাঁহারা আমাদের সপক্ষে। আর একটা কথা এই যদি ম্যাজিষ্ট্রেট ভাল খৃষ্টিয়ান হন তবে পাদরি দ্বারা বিনা ক্লেশে সব গোলমাল মিটাইয়া ফেলা যায়। আর আমাদের এই পাদরিটি বড় ভাল লোক। যেখানে যেমন সেখানে তেমন, গির্জ্জাতে গাউন পরিয়া সারমন্ দেন। আর একটা কথা জান কি, বেচিলারদের 'সাত খুন মাপ,' কলি "ভাই আমি চির দিনই বেচিলার থাকিব, তুমি যে বাইবেলের কথা বল্লে ও পুস্তকটা কিন্তু আমি কখন দেখি নাই, তোমার উপদেশ অনুসারে এবার পাদরি সাহেবের সহিত আলাপ করিব, আর দুই একটা বাইবেলের গৎ শিখিয়া লইব, কিন্তু একটা বাইবেল ঘরে থাকা ভাল।" বেত "ওসব কথা রেখে দাও, এখন কাজের কথা বল, আমরাত আর পাদরি নই বা বাঙ্গালিও নই যে, ধর্ম্ম পুস্তক, ধর্ম্মপুস্তক,

ধর্ম্ম,ধর্ম্ম করিয়া মরিব!" কলি—"তা ঠিক বলেছ!" বেত—"কুলির দাম যেরূপ চড়া হয়ে উঠল, তাহাতে আমাদের ব্যবসা চলা ভার, আইন আদালতের অবস্থাও বড় ভাল নয়, ও দিন আমি ঘুষি দিয়া একটা কুলির তিনটা দাঁত ভেঙ্গে দিয়াছিলাম, তারপর সে আমার নামে নালিশ কর্‌লে! যখন সেই কুলিটা আমার নামে নালিশ রুজু করে, তখন আমার বন্ধু পুলিশ সাহেব সদরে ছিলেন না, সুতরাং একজন নিগার ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিতে চায়; আমি এদিকে গোপনে গোপনে আমার বন্ধু পুলিস সাহেবকে খবর দিলাম, অপর দিকে এদিক ওদিক করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম, ইতি মধ্যে পুলিস সাহেব আসিয়া হাজির হইলেন, সব বিপদ কাটিয়া গেল।" কলি—"তারপর কি করিলেন।" বেত—"তারপর সেই কুলিটার নামে, বাগান হইতে পলায়ন এই অপরাধে নালিস করিলাম, কুলিটার ৩ মাস মেয়াদ হইয়া গেল, কলিকাতা হইতে একটা বি এল উকীল আসিয়াছে, সে বলিল, আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্টকে কোন কথা জানাইবার জন্য বা নালিশ করিবার জন্য যদি কোন কুলি বাগান হইতে সদরে আসিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হয়, তবে তাহাদের পলায়ন অপরাধ হইতে পারেনা; কিন্তু একথা আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট শুনিলেন না।" কলি—"ইহার জন্যইত আমি বাঙ্গালিদের উপর এত চটা, আর এই কারণেই আমরা একত্রীভূত হইয়া ইলবার্ট ভূতের আইন পাশ হইতে দিই নাই, এখন দেখ, এই মোকর্দ্দমা যদি একটা বাঙ্গালি ডেপুটীর নিকটে হইত, তবে তোমাকে বড়ই কষ্টভোগ করিতে হইত। আর তুমি যে আইনের কথা বলিলে, সে আইন কথায় সকলের জন্যই বটে, কিন্তু কাজেতে তা হয় না? বলত এই চা রাজ্যে কয়টা ইংরাজ, কুলি মেরে বা কুলি খুন করে ফাটক বা ফাঁসি গিয়াছে।" বেত—"কই একটাও ত দেখি নাই, যাহা হউক আর ওবিষয় লইয়া সময় নষ্ট না করাই ভাল, এবার কুলির দাম বড় চড়া, বল্‌ব কি, আজ তিন দিন হইল ডিপো হইতে ৫০টা কুলি আসিয়াছে, তাহাদের প্রত্যকের মূল্য একশত টাকা, এত টাকা দিয়া কুলি আনি তবু তাহারা কাজ করিতে চায়না।" কলি—"কি! কাজ করিতে চায় না? জুতোর চোটে কাজ করাইয়া লইতে হয়, আমি যখন ইহাদিগের গাফিলতি দেখি, তখন এমন করিয়া ঠেঙ্গাই যে রক্ত বাহির না করিয়া ছাড়ি না। তুমি বুঝি ইহাদিগকে মানুষ বলিয়া মনে কর। আমিত ইহাদের মধ্যে আর আমার ঘোড়া গরুর

মধ্যে বড় একটা ইতর বিশেষ আছে মনে করিনা। ভাল একটা ঘোড়া মরে গেলে অথবা তারে হাত পা ভেঙ্গে গেলে কত কষ্ট হয় কিন্তু একটা কুলির হাত পা ভেঙ্গে দিলে বা মেরে ফেল্লে, তার শতাংশের একাংশও হয় না"। বেত—"তাহা ত ঠিকই"। কলি—"এখন ওসব কথা রেখে দিয়ে বলত, কিনু শর্দ্দারের স্ত্রীকে আমার দেবে কি না, যখন নিধি সর্দ্দারকে দিতে চাচ্চ, তখন আমি তাহাকে পাইতে পারি। আমি কিছু অমনি নিচ্চি না, আমি তোমাকে পাঁচ বৎসর এগ্রিমেণ্টের দুইটা ভাল কুলি দিচ্চি, এতে রাজি আছ কিনা? আর কিনু সর্দ্দার তোমার চাকর, আমি তোমার বন্ধু, আমাকে দিলে তোমার লাভ বই লোকসান নাই।" বেত—"তা কেমন করিয়া দিই? সে যে আমার এগ্রিমেণ্টের কুলি নয়—আর কিনুর এগ্রিমেণ্ট ফুরাইয়াছে" কলি—"এগ্রিমেণ্টের কথা রেখে দাও; ওরূপ কাপুরুষতা করিলে কি বাগান চলে, না আমরা থাকিতে পারি, ওর সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ থাক আর না থাক তোমার জায়গায় থাকেত, তা হইলেই হইল।"

বেত—"তা পরে দেখা যাবে, কিন্তু ওদের স্বামী স্ত্রীতে বড় ভাব। সহজে গলবেনা, আর কিনু সর্দ্দার বড় গোঁয়ার লোক, দেখিলেত আজ ও বেটা গজ্ গজ্ করিতে করিতে গেল আমাকে বা তোমাকে একটা সেলামও করিলে না। সে যাহা হউক আমি চেষ্টার কসুর করিব না।"

কলি—(বাহিরের দিকে তাকাইয়া) "বড় অন্ধকার রাত্রি রাস্তাটাও বড় ভাল নয়, আর বিলম্ব করিব না, অধিক রাত্রি হইয়াছে তবে এখন আসি, আমার কথা মনে রেখ"। এই বলিয়া কলি সাহেব গাত্রোত্থান করিলেন।

বেতও কলির হস্তমর্দ্দন করিয়া বিদায় দিলেন। কলি যাইবার সময় বলিলেন—"বেত? তুমি কুলি সংগ্রহের কি কি উপায় করিতেছ?"

বেত বলিল—"কল্যই এই কার্য্যের জন্য সর্দ্দারদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিব, আর ডিপোতে টেলিগ্রাম করিব। আমার অনেকগুলি কুলির দরকার।"

কলি বলিলেন—"আমি ত তাহাই করিয়াছি, তবে তুমি এখন ঘরে যাও, আমি চল্লেম।"

এই বলিয়া কলি সম্মুখস্থ ঘোটকে আরোহণ করিয়া টকাটক্ শব্দে শোণিতপুরের বাগান হইতে চলিয়া গেলেন। বেতও বাঙ্গালার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আহারে চলিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

গোপালপুর।

এতক্ষণ সাহেবি হেঙ্গামে বড় ব্যস্ত ছিলাম, এখন আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত গোপালপুর পল্লিবাসী নিধিরাম দাসের সংবাদ পাঠকবর্গের গোচর করিব। নিধিরাম জাতিতে কৈবর্ত্ত ও একজন ভক্ত বৈষ্ণব, কৃষিকার্য্যই ইহার একমাত্র উপজীবিকা আর দশজন গৃহস্থের ন্যায় ইনিও একজন গৃহস্থ। যে বৎসর ভালরূপ শস্য জন্মে সে বৎসর কৃষকদিগের কোন কষ্ট থাকে না। বিশেষতঃ ইহাদের অভাব অতি অল্প, মোটা ভাত মোটা কাপড় পাইলেই কৃষকদিগের আর সুখের পরিসীমা থাকে না। ইহার উপর যদি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দিগকে এক আধ মুটো দিতে পারে তা হইলেত সোনায় সোহাগা। এবৎসর বড় দুর্ব্বৎসর, অনাবৃষ্টির দরুণ ফসল একবারে জন্মে নাই, তার জন্য নিধিরাম বড় ভাবনাতেই পড়িয়াছেন, পোষ্য অল্প নয়—তিন ছেলে, ২ মেয়ে ও আপনারা স্ত্রী পুরুষ—এরপর রাজার খাজনা না দিলেত নয় আবার ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব আসিলে নিধিরাম তাহাদিগকে অভুক্ত ছাড়িয়া দিতেন না। ইহার একমাস পূর্ব্বে নিধিরামের বড় মেয়ে বিধবা হইয়াছে, সেই শোকে তাহার স্ত্রী আদরমণি একপ্রকার অন্নজল ছাড়িয়া দিয়াছে ইত্যাদি নানা কারণে অদ্য সন্ধ্যার সময় নিধিরাম মাথায় হাত দিয়া, কি ভাবিতেছে আর তামাক টানিতেছে। নিধিরামের ছোট মেয়েটি তাহার কাছে বসিয়া খেলা করিতেছিল। সে বাবাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া এদিক উদিক করিতে করিতে ঘরের দাওয়া হইতে বাহিরে পড়িয়া গিয়াছে, ইহাতেও নিধিরামের হুঁস নাই। হুঁস থাকিবে কি—মর্ম্মভেদি অন্নচিন্তা যাহার মস্তিষ্ক অধিকার করিয়াছে, শোক দুঃখ যাহার হৃদয়ে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে তাহার হুঁস থাকিতেও সে বেহুঁস। নিধিরামের স্ত্রী আদরমণি রসুই ঘরে রান্না করিতেছিল সে মেয়ের ক্রন্দন শুনিয়া বাহিরে আসিয়া দেখে—মেয়ে কাঁদিতেছে, স্বামী দাওয়াতে বসিয়া হুঁকা টানিতেছে। আদরমণি প্রথমতঃ ধুলা ঝাড়িয়া মেয়েটিকে কোলে নিল, পরে নিধিরামকে বলিল তুমি কি একবারে কাণ্ড জ্ঞান রহিত হইলে, মেয়েটি

পড়িয়া খুন হইল একটিবার দেখতেও নাই। আহা! আমার বাছার মাথায় বড় লেগেছে। এতক্ষণে নিধিরামের ধড়ে যেন প্রাণ এল। সে বাস্তবিকই জীবন্ত মানুষের ন্যায় সোজা হইয়া বসিল, আর সজোরে হুঁকা টানিতে লাগিল। হুঁকা টানিবে কি, অনেকক্ষণ হইল কলিকার আগুন নিবিয়া গিয়াছে, তার আর তামাক খাওয়া হইল না। সে সজোরে হুঁকাটি মাটিতে রাখিয়া দিল, হুঁকাটি অভিমানের জল ঢালিতে ঢালিতে মাটিতে গড়াইতে লাগিল; এখন নিধি আমতা আমতা করিতে করিতে আদরমণিকে বলিল দেখ মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে, তাই বসে ভাবছিলাম, এসব কথা তুমি বুঝিবে কি। ধান হইল না, ছেলেরা খাবে কি, আর রাজার খাজনাই বা দেব কি দিয়ে। তাই পরিত্রাণের পথ ভাবছিলাম আর হরিকে ডাকছিলাম।

আদর—আর ভাব্‌লে কি হবে, হরিকে ডাক তিনি রক্ষা কর্ত্তা। তিনিই রক্ষা করিবেন, সন্ধ্যা হয়ে গেল, ঠাকুর বাড়ি কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়েছে যাও সেখানে যাইয়া দুই দণ্ড কাল হরিনাম শুনে এস।

আদরমণি নিধিরামকে এই কয়েকটি কথা বলে চলে গেল। এদিকে জয় রাধাকৃষ্ণের জয় হউক বাবা। আমরা বৈষ্ণব আজ রাত্রিটা তোমার এখানে থাকব এই বলিয়া তিন জন বৈষ্ণব দণ্ডায়মান হইল। নিধি বৈষ্ণবদিগকে দর্শন করিয়া দাওয়া হইতে বাহিরে আসিল এবং ভক্তি ভরে তাহাদের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বসিবার আসন দিল, এবং তাহার কন্যাকে ডাকিয়া বলিল তুমি বাবাজিদিগের পা ধুইবার জল দাও, আর সেবার আয়োজন করিয়া দাও, আমি ঠাকুরবাড়ী চলিলাম, এই বলিয়া নিধি ঠাকুরবাড়ী চলিয়া গেল। নিধিরামের গৃহে প্রতিদিনই ২।৪ জন করিয়া অতিথি আসিত, নিধিরামও সাধ্যমত তাহাদের সেবার ত্রুটি করিতেন না।

নিধিরাম পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া দেখেন, যে বৈষ্ণব ঠাকুরেরা তাঁহাকে না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তিনি মনে বড় ক্লেশ পাইছিলেন, কারণ নিধি মনে করিলেন বৈষ্ণব সেবার ত্রুটি হইয়াছিল সেই কারণেই তাঁহারা না বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। নিধি এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময় কিংকথা বলিবার জন্য কৃতার্থ তাঁহার নিকটে আসিতেছিল, তিনি কৃতার্থকে দেখিয়া বলিলেন, "দেখ মা! কাল বৈষ্ণব সেবায় নিশ্চয়ই ত্রুটি হইয়াছে, নতুবা তাঁহারা না বলিয়া চলিয়া যাইবেন কেন? এ বাড়িতে আর ব্রাহ্মণ

বৈষ্ণব আসিবে না। আমি নিজেও তাহাদিগের তত্ত্ব লইতে পারিনা, আর তোমরাও অতিথি অভ্যাগত দিগকে দেখিবে না, আমি একা কত দিক দেখিব।

কৃতার্থ—বাবা! বৈষ্ণব ঠাকুরেরা যে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন কেবল তাহা নহে রাত্রে তাহাদিগকে যে সকল ঘটি বাটি দেওয়া হইয়াছিল তাহাও না বলিয়া লইয়া গিয়াছেন।

নিধিরামের স্ত্রী—(এই কথা শুনিয়া কান্দিয়া বলিল) একেই ত এই সময়,—তাহাতে ঘটি, বাটি, থালা প্রভৃতি বাসন গুলি গেল, এখন ছেলেরা ভাতইবা খাবে কিসে, আর কিসে করিয়াই বা তাদের জল দিই। বৈষ্ণব ঠাকুরদের একটু আক্কেল নেই। যার খায় তার সর্ব্বনাশ করে।

নিধি—(এই কথা শুনিয়া নিধিরাম, অতি বিরক্তির সহিত বলিল) কারুকেত হাতে ধরে কিছু দেবেনা, কেবল আমার আমার করেই মলে; তা বেশ হয়েছে, কথায় বলে ছলে বলে বামনে খায়, পরকালের কার্য্য হয়।

নিধির এই কথা শেষ হইতে না হইতেই, খাজানা আদায়ের জন্য জমিদারের গোমস্তা আসিয়া হাজির হইল, নিধিরাম গোমস্তাকে বসিবার আসন দিয়া তামাক সাজিতেছেন আর বলিতেছেন "মহাশয়! এ বৎসর যে দুর্ব্বৎসর তাহাতে খাওয়া দাওয়া চলা ভার এখন মনিবের খাজানা দি কি করে।"

জমিদারের গোমস্তা আর যমদূত একই কথা। দয়া নাই, মায়া নাই, ভদ্রতা নাই অথবা কোন প্রকার শিষ্টাচার নাই, কেবল খাজানার টাকা আর পার্ব্বনি, গোমস্তা মহাশয় নিধিরামের কথা শুনিয়া বলিলেন।

"হাঁ হাঁ বোঝা গিয়াছে, তুই বেটা বড় পাজি—দশ জন অতিথি আসুক এখনই তার সেবার যোগাড় হবে, আর যত ওজর, জমিদারের খাজানা আর আমার পার্ব্বনির বেলা। দে বেটা এখনি খাজানার দশ আর আমার পার্ব্বণি দুই এই বার টাকা হাজির করে কথা বল, তানাহলে বরকন্দাজ দিয়ে টাকা আদায় করিব।"

এই বলিয়া গোমস্তা মহাশয় গর্দ্দভ বিনিন্দিত ধ্বনিতে বরকন্দাজ বরকন্দাজ বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন, বরকন্দাজও এক প্রকাণ্ড বংশ-যষ্টি স্কন্ধে করিয়া হাজির হইল। নিধিরাম বড় বেগাতক দেখিয়া করযোড়ে বলিল "মহাশয় আজ মাপ করুন, আর সাত দিনের মধ্যে যেমন করেই হউক আপনার টাকা আদায় করিব।"

গোমস্তা—"ও! সাতদিন সে অনেক পরের কথা। আজ্‌ত আমার খোরাকি ২্ টাকা আর বরকন্দাজের রোজ ৷৷০ আনা এই আড়াই টাকা হাজির কর, তা না হলে তোর কপালে বেইজ্জত আছে।"

নিধিরাম—"আপনি বসুন আমি আসিতেছি, এই বলিয়া সে আদরমণির নিকট গেল অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার একমাত্র গহনা দুগাছি রূপার বালা বন্ধক দিয়া, গোমস্তার নিকট ২৷৷০ টাকা হাজির করিল, গোমস্তা টাকা পাইয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,

"দেখ্ নিধে! এবার বড় দুর্বৎসর তোকে আর বেশী পিড়াপিড়ি করিব না, আমাকে আর একটা টাকা দিস্ আর খাজানার দশটা টাকা জোগাড় করিয়া রাখিস্, দেখিস্ সাতদিন পরে যদি আসিয়া খাজানা না পাই তবে তোর যথাসর্ব্বস্ব নিলাম করাইয়া খাজানা আদায় করিব।"

নিধিরাম—(মনে মনে) যথাসর্ব্বস্বের মধ্যে ৩। ৪টী গরু আর কয় মণ ধান তা যা হবার হবে।

নিধি—(গোমস্তাকে বিদায় দিয়া ভাবিতে লাগিলেন.) বলিয়া ত দিলাম সাত দিনের মধ্যে খাজানা দিব, এখন টাকার যোগাড় করি কিরূপে। সম্পত্তির মধ্যে ৪। ৫ গরু আর ১৫ মণ ধান। এই ১৫ মণ ধানের মধ্যে ১০ মণ বিজ। এই বিজগুলি ত কিছুতেই বিক্রি করা যাইতে পারে না। যদি বিজ বিক্রি করিয়া ফেলি, তবে আগামীতে আর চাষের আশা থাকে না, পিতল কাঁসা যা কিছু ছিল তার মধ্যে অধিকাংশ বন্ধক পড়িয়াছে আর কিছু ও—দিন বিক্রয় করিয়াছিলাম, অবশিষ্ট যা কিছু ছিল তাত বৈষ্ণবসেবায় গিয়াছে। থাকবার মধ্যে ছিল দুই গাছি বালা তাওত আজ গেল। এখন করি কি? (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হরি না নিলে আর নিস্তার নাই।"

নিধিরাম ইত্যাদি নানা প্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন আহারান্তে চৌগ্রামের বাবুদের বাটীতে চলিয়া যাইবেন এবং তথায় দুইটী ছেলেকে রাখালের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আগুড়ি মাহিয়ানা স্বরূপ ১২্ টাকা লইবেন, তাহা হইলে দুই দিক রক্ষা হইবে, ছেলে দুইটী খাইয়া বাঁচিবে আর খাজনার টাকাও আদায় হবে। নিধিরাম মনে মনে এই মতলব স্থির করিয়া আহারান্তে পুত্রদ্বয় সহ চৌগ্রামের দিকে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় নিধিরামের স্ত্রী ছেলে দুইটীকে সঙ্গে লইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিধি তাহা শুনিল না, সে এই বলিয়া সব আপত্তি উড়াইয়া দিল যে

যেরূপ আকালের বৎসর পড়িয়াছে তাহাতে ছেলে পুলেদের ভাত জুটিবে না, না খেয়ে মরা অপেক্ষা মাহিন্দারি করে খেয়ে বেঁচে থাকা ভাল। তারপর যখন আগামী বৎসর ফসল হবে তখন আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসব। আমি আর ত ছেলেগুলিকে কারখত লিখে বেচে আস্‌ব না।

মায়ের প্রাণ কিছুতেই বুঝে না। নিধিরাম ছেলে দুইটী লইয়া গেলে পর আদরমণি অনেকক্ষণ বসিয়া কান্দিয়াছিল। এখন আহার করিয়া একটু বিশ্রামের অবকাশ পাইয়াছে তাই ছোট মেয়েটিকে লইয়া শয়ন করিতে চলিল। আজ বড় মেয়েটিও মাতাকে ছাড়িতে চায় না—যেই আদরমণি বিছানা করিয়া ছোট মেয়েটিকে লইয়া শয়ন করিবে অমনি কৃতার্থ আসিয়া তাহার শিয়রে বসিল ও নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে আদরমণির মাথা বাছিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় বাহিরে স্ত্রীলোকের কথার মতন কথা শ্রবণ করিয়া আদরমণি কৃতার্থকে বলিলেন,

দেখত বাহিরে কে?

কৃতার্থ।—বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিল।—মা! মা! বাহিরে দুইটি মেয়ে মানুষ দাড়াইয়া রহিয়াছে। তারা তোর কাছে আস্‌তে চায়। আমাকে দেখে বল্লে, ভাল আছত মা; তোমার মাকে ডাক? আমি বল্লেম, মা শুইয়াছে। দেখ মা তাহারা বেশ ভাল কাপড় চোপড় ও গহনা পরিয়া আশিয়াছে, আমাদের এই গায়ে এমন ভাল কাপড় ও এমন গহনা কারুরই নাই, মা তাহাদের ডেকে আনব?

আদর।—যাও আনগে।

অতি অল্পক্ষণ পরেই দুইটি স্ত্রীলোকে সঙ্গে করিয়া কৃতার্থ ফিরিয়া আসিল। আগন্তুকদিগকে দেখিয়াই আদরমণি ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া বসিল। তাহাদের মধ্যে একজন আদরমণিকে দেখিয়া চির পরিচিতের ন্যায় বলিয়া উঠিল, আমাদের বুঝি চিনলে না, কিন্তু ভাই আমি তোমাকে দেখেই চিনেছি, তবে নামটা ভুলে গিছি, তা হবে না? প্রায় ১৫ বৎসর দেশ ছাড়া—আমি এলে পর আমার বউই আমাকে চিন্‌তে পারেনি, তা তোরাত অপর গায়ের লোক।

আদরমণি।—(কিছু অপ্রতিভ হইয়া) তোদের ঘর কোন গায়ে গা?

এই কথা শ্রবণ করিয়া আগন্তুক স্ত্রীলোকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াই যেন বলিয়া উঠিল "বা! তাও বুঝি ভুলে গেছ, তবে বলি শোন আমাদের বাড়ী

এই চৌগাছিতে আমার নাম রমুনা আর আমার এই যে ছোট বোন ইহার নাম ঝমুনা—তোর কি মনে নাই ছেলে বেলা আমরা এক সঙ্গে খেলতেম, এক সঙ্গে বেড়াতেম।

আদর।—তা হবে, চৌগাছিতে আমার মামার বাড়ী। তা তোমরা এতদিন কোথা ছিলে? বেশ বাবু সেজেছ যে, এখন আর তোমাদের ছোট লোক বলে চেনা যায় না। চলন চালন কথাবার্ত্তা, বেশভুষা সকলই ভদ্র লোকের মতন। তবে আমি চিনব কেমন করে।

রমুনা।—এতদিন আমরা আসামে ছিলাম, আমাদের মত হতে সাধ যায় না কি? চলনা ২ বৎসরের মধ্যে আমাদের মত হতে পার্‌বি।

আদর।—সে কেমন দেশ? সেখানে গেলেই কি তোমাদের মতন হওয়া যায়?

রমুনা।—এই রকম তাইই,—দুবেলা বাগানে বেরুলেই মাসে ৫ টাকা আসবে তারপর ইদিক্ উদিক্ করেও ২। ৪ টাকা পাওয়া যায়। আর সে দেশ খুব ভাল, বেয়ারাম পীড়া কিছুই নাই। কচি ছেলে কোলে থাকলে বাগানের সাহেবেরা একটি গাই গরু দিয়ে থাকেন—তোদের যে কষ্ট তা দেখে একবার মনে হয়, হাত দুটি ধ'রে হিঁচড়ে নিয়ে যাই। এক মুটো ভাত আর একখানা মোটা কাপড় দিয়েই মিনষেরা মনে করে স্ত্রীকে কিনে রাখিলাম। আর কিল গুতোত অঙ্গের ভূষণ। তবে তোরা পরের মেয়ে, চারা কি?

আদ।—যা বল্লে ভাই সব ঠিক। আমার আর সংসারে সুখ নাই, আচ্ছা রমুনা! তোরা যে গিয়েছিলি, একলা গিয়েছিলি, না স্বামীর সঙ্গে।

রমুনা।—তুই ক্ষেপেছিস্ নাকি? মিনষে জানলে কি আর যেতে দিত। আগে আমার আলাপি একটী মেয়েমানুসের সঙ্গে আসি আমার ছোট মেয়েটী সঙ্গে করে চলে গেলেম। পরে চিঠি লেখে মিন্‌ষেকে ও ছেলেদের নিয়ে গেলেম তার সঙ্গে ঝমুনা ও গিয়েছিল। বলে বিশ্বাস করিবে, না মিন্‌ষেটা গিয়েই আমার গহনা কাপড় দেখে কত আদর কল্লে কত ভালবাসা দেখালে, তার আর বলব কি ভাই! সেই অবধি স্বামীর কিল গুতোর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি।

আদর।—আমাকে নিয়ে চলনা। তবে ভাবছি ছেলে দুটো কাছে নেই, মিন্‌ষেও বাড়ী নেই, আর ভেঙ্গে বল্লে মিন্‌ষে আর যেতে দেবে না। মিন্‌ষের কথা থাক ছেলে দুটোকে ত চাই।

রমুনা।—ভাই ওসব কথা আমরা জানি টানি না, তুই একজনের স্ত্রী তোর ছেলে পুলে আছে তুইবা যাবি কেন, আর আমরাইবা নেব কেন, কথার পর কথা এলো তাই বল্লেম। তবে আমি এই বলতে পারি তুই যদি যাস্ তবে ছমাসের মধ্যে তোর ছেলে পুলে তোর কাছে হাজির করে দিব। সেই সময় সিন্‌ধেকেও পাবি। বুঝলি ? আসত কথা হচ্ছে এই, তুই আমাদের কথা বিশ্বাসও করবি না আর যাবিও না কেবল মন বুঝচিস।

আদর —না দিদি দিব্যি করে বলচি, আমি যাবই যাব। আচ্ছা ভাই কলকাতা দেখতে পাব আর গঙ্গাস্নান করতে পাব তঃ।

রমুনা—তা পাবে বইকি যাবার সময় কলকাতা দেখাব, গঙ্গাস্নান করবে আর রেলেরগাড়ি ঘোড়ারগাড়ি চড়ে মজা করে যাবে, তবে আজ এখন চল্লেম, সন্ধ্যা হয়ে এল কাল সকাল সকাল আসব এই কথা বলিয়া রমুন ও ঝমুনা আদরমণির ছোট মেয়ের হাতে একটী সিকি দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় আদরমণি তাহাদিগকে মাথার দিব্যি দিয়া বলিয়া দিল কাল এবার অবশুই আসিবে।

রমুনা ও ঝমুনা এই দিবস গোপালপুরের অনেকগুলি মেয়েকে বশীভুত করিবার ফিকির করিয়াছিল। কাহার সঙ্গে দিদি কাহার সঙ্গে মাসি কাহার সঙ্গে গোলাপফুল প্রভৃতি সম্বন্ধ পাতাইয়া আত্মীয়তা করিয়াছিল। কাহার ছেলের হাতে আধুলি, কাহার ছেলের হাতে সিকি দিয়া নিঃস্বার্থ দানশীলতার পরিচয় দিয়া ছিল ইহারা যখন গ্রাম হইতে বাহির হইয়া যায় তখন ঝমুনাকে রমুনা সম্বোধন করিয়া বলিল।

"দিদি তুই কোন্ প্রাণে এই সব গৃহস্থের বাড়ীর মেয়েদের কুলির ডিপোতে দিস। ইহারা কিছুই বুঝে না, আসাম যে কোথায়, সেখানে কত কষ্ট, তাহার কিছুই জানে না, তবে কেন—"ইহার কথা শেষ হইতে না হইতে ঝমুনা বলিল।

রমুনা যা! যা! তোকে জেঠামি করতে হবে না। আমি আগেই বলেছিলাম তোমা হতে একাজ হবে না তখন বল্লে, তুমি যা করবে, আর যা বলবে তার অন্যথা হয় এমন কোন কাজ করব না, আর তার বিরুদ্ধে কথা বলব না। এখন বলছিস তোমার কেমন প্রাণ গা। একাজ কে না করে ? ঐ বামুনদের কুলির ডিপো আছে ঐ কায়েতদের কুলিডিপো আছে আর সাহেবদেরও কুলি ডিপো আছে, তারা বুঝি এইরূপ করিয়া লোক

ভুলায় না। এই কাজ কত্তে হলেই এইরূপ করেই করতে হয় আর বামন কায়েত ও ইঙ্গরেজ হয়ে যখন একাজ করে তখন এ কাজে দোষ নাই দোষ থাকলে কি আর এতগুলি ভদ্রলোক উপরূপ করিত একাজে পাওনা কেমন। এই গ্রামে চার ফেলেছি এখন টোপ গিল্লে পরেই যেমন তেমন করেই হউক ১২। ১৩ টা লোকের যোগাড় হবে তা হলে আমাকে ১২। ১৩ গণ্ডা টাকা না দিয়ে যায় কে। যা ছুঁড়ি কাল আর তোকে আনব না তুই বাড়া ভাতে ছাই দিতে পারিস।

রমুনা।—দিদি! আমি না বুঝে বলেছি মাপ কর।, এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে ইহারা গোপালপুরের ডিপোর মধ্যে প্রবেশ করিল। পর-দিবস প্রভাত হইতে না হইতেই আদরমণি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আহারাদির উদ্যোগ করিল ও আহারান্তে রমুনা ও ঝমুনার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। বেলা একটার সময় কিছু খাবার ও খেলনা লইয়া রমুনা ও ঝমুনা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহারা আসি-য়াই প্রথমে আদরমণির ছোট মেয়ের হাতে খাবার ও খেলনা দিল, ছোট মেয়েটী খাবারগুলি পাইয়া এবং খেলনাগুলি লইয়া মহা আনন্দে খেলা করিতে লাগিল। ইহা বলা বাহুল্য আদরমণি রমুনা ও ঝমুনার সদ্ব্যবহারে, তাহাদিগকে পরমাত্মীয় বলিয়া স্থির করিয়া ছিল।

দুইটী কারণে আদরমণি তাহার স্বামীর উপর আন্তরিক চটিয়া যায়। প্রথম কারণ তাহার হাত খালি করিয়া বালা বন্ধক দেওয়া, দ্বিতীয়া কারণ তাহার ছেলেদের স্থানান্তরিত করা। এতদিন একথা আর কাহাকেও বলে নাই, বলবেই বা কি, মানুষের প্রকৃতি এই যে ব্যথার ব্যথিত না হইলে, কেহ কাহাকে হৃদয়ের ব্যথা জানায় না। আজ আদরমণি ব্যাথার ব্যথিত লোক পাইয়া মনের কবাট খুলিয়া দিলেন ও একে একে হৃদয়ের ক্ষত স্থান দেখা-ইতে লাগিলেন। আদরমণি রমুনাকে বলিল তোমারা আসিয়াছ বেশ হই-য়াছে আমার মনে একটুও সুখ নাই।

রমুনা।—কেন আদর! কি হইয়াছে ভাই।

আদর।—বলব কি জানত এবার যে আকালের বৎসর পড়িয়াছে, তাহাতে যথা সর্ব্বস্ব গিয়েছে, আর বাসন কোসন যা কিছু ছিল তার মধ্যে কতক বিক্রয় হইয়াছে আর কতক বন্ধক পড়িয়াছে। বাকী ছিল হাতের দুগাছি বালা তাও কাল বন্ধক পড়িয়াছে, তা সব যাক সব যেয়েও যদি ছেলে দুটি কাছে

থাকৃত তাহলে তাদের মুখ দেখে সব ভুলে থাকতে পারতেম। এই বলিয়া আদরমণি কান্দিতে লাগিল, রমুনাও উপযুক্ত সময় বুঝিয়া বীজ ছড়াইতে লাগিল।

রমুনা।—তোর প্রাণ বলে তুই টিকে রয়েছিস্ আমি হলে এমন্ স্বামীর কপালে ঝাটা মেরে চলে যেতেম্। তাত গিয়েছিলেমই, তার পর মিন্‌ষে কেন্দে কেটে সেথায় যেয়ে উপস্থিত হইল।

আদর।—তা আমিও যেতে চাই, তবে বড় মেয়েটা না বলিতেছে।

রমুনা।—ও ছেলে মানুষ্ ও কি বুঝে, আমি বুঝিয়ে দিচ্চি।

এই বলিয়া রমুনা কৃতার্থের সহিত স্থানান্তরে গিয়া ফুস্‌ফুস্ করিয়া কি বলিতে লাগিল, কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বল্লে—

"আদর! তোমার মেয়ে রাজি হয়েছে।"

আদর।—তা হলে আমিও রাজি আছি, যত গোল'ত ওর জন্যেই। আমি ত মেয়েটি কোলে করব আর তোদের সঙ্গে চলে যাব।

রমুনা।—কবে যাবি বল, আমরা ২। ৪ দিনের মধ্যেই চলে যাব, আর একটা কথা আছে শোন। তোমার স্বামী বা অপর কোন পুরুষ শুন্‌লে যেতে দিবে না। মিছে মিছি নানা রকম ভয় দেখিয়ে তোর মন ভেঙ্গে দিবে।

আদর।—হঁ্যা, আমার মন আর ভেঙ্গে দিতে হয় না।

রমুনা।—পুরুষ জাতটা বড় খারাপ, তারা মোটা ভাত ও কাপড় দিয়ে মনে করে, এদের বাঁদি করে কিনে রেখেছি। তুমি খেটে মুখে রক্ত উঠাও, আর এক মুঠো ভাত খেয়ে চুপ করে বসে থাক, আর ওঁরা এক মুটো ভাত দিয়েই নিশ্চিন্ত 'আর যত দোষ নন্দ ঘোষ' সকল দোষই তোমার। একজাতি যদি শোনে যে তুমি ৫।৬ টাকা মাহিনা পাবে আর রাজার রাণীর ন্যায় থাক্‌বে, তবে হিংসায় মরে যাবে। একথা কি আর তাদের বল্‌তে আছে? তবে ২।৩ মাস পর তোমার স্বামী ও ছেলেদের নিয়ে গেলেই চলবে। শত হলেও স্বামী ও পুত্র; সত্য সত্যই কি তাদের একেবারে ছেড়ে যেতে পরামর্শ দিব? আদরমণির নিকট এই কথাগুলি অমৃতময় বোধ হইল, সে এই উপদেশগুলি গুরুবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিল। রমুনা ও ঝমুনা এইরূপ ৩।৪ দিন যাতায়াতের পর স্থির করিল যে আগামী কল্য শুক্রবার এই স্থান হইতে পলায়ন করিতে হইবে, নতুবা সর্ব্বনাশ! শনি

না হয় রবিবার নিধিরাম ফিরে আসবেই আসবে, তা হলেই সব দিক মাটি।

অদ্য শুক্রবার আদরমণির অগস্ত্যযাত্রার দিন। সে প্রাতঃকালে উঠিয়া সমস্ত বাড়ীটি প্রদক্ষিণ করিল, একে একে সব ঘর গুলিতে প্রবেশ করিল, গোয়াল ঘরে মঙ্গলি গাইটির কাছে গেল, সে আদর করিয়া আদরমণির পা চাটিতে লাগিল। বাছুরটি তার কোলে মাথা উঠাইয়া দিয়া গলা চুলকাইবার ইঙ্গিত করিল। তারপর বাগান বাড়ীতে গিয়া ক্রমে ক্রমে স্বহস্তরোপিত আম, জাম, নারিকেল ও সুপারি গাছ গুলির নিকট শেষে বিদায় হইল। ভূতগ্রস্ত মানুষের ন্যায় আদরমণির অস্তিত্ব বিকৃত হইয়াছে। হৃদয় শুকাইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহার নয়নে জল, মুখ মলিন! এখন প্রলোভনই আদরমণির চিত্ত টানিয়াছে, সামান্য জ্ঞান আর তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না, তাহার অব্যবহিত পরেই আদরমণি কৃতার্থকে সঙ্গে করিয়া ও ছোট মেয়েটিকে কোলে করিয়া ধীরে ধীরে জঙ্গলময় পথে একেবারে গোপালপুরের কুলি ডিপোতে আসিয়া উপস্থিত হইল; তথায় যাহা দেখিল তাহাতে আদরের মনে তাক লাগিয়া গেল। আহারের সুন্দর বন্দোবস্ত, রমুনা ঝমুনার কর্তৃত্ব, চাকর চাকরাণির গোলমাল। সাহেব ও জলধর বাবুর অতিথি সেবার তৎপরতা। ছট্টু ও রামসিংহের লম্ফ ঝম্ফ। গ্রামের আর ৭।৮ টি স্ত্রী ও পুরুষ দেখিয়া মনে করিলেন রমুনা ও ঝমুনার কথা সত্য, তা না হইলে ইহারাই বা আসিবে কেন! তাহাদিগকে সেই রাত্রেই রেল পথে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইয়াছিল। আদরমণি! আজ তুমি দুষ্ট লোকের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া গৃহের বাহির হইলে, মনে মনে সুখের অট্টালিকা ও ভোগের সরসী খনন করিতেছ কিন্তু অতি সত্বরেই, তোমাকে এই কথা বলিয়া কান্দিতে হইবে "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কামারহাটি—রেলওয়ে ষ্টেসন।

ঠং ঠং করিয়া রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল; আরোহীদিগের মধ্যে কেহ শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে, কেহ বসিয়া ঝিমুচ্ছে, কেহ ইতস্ততঃ পদ-চারণা করিতে করিতে একবার টেলিগ্রাফ আফিস, একবার রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের সাজ পোষাক দেখিতেছে, এমন সময়ে আদরমণি ও কৃতার্থ এবং অপর কতকগুলি কুলি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ছট্টু সিং লোকজনের ভিড় সরাইয়া তাহার সহযাত্রী কুলি-দিগের বসিবার একটু স্থান করিয়া দিল। পল্লিগ্রামের লোকদিগের পক্ষে রেলওয়ে ষ্টেসন একটা ছোট খাট সহর। আদরমণি ও তাহার সহযাত্রী কুলিগণ এই সহরটী দেখিয়া অবাক হইয়া গেল এবং নানাপ্রকার বিস্ময়-সূচক কথা বলিতে লাগিল। এমন সময় একটা লোক ঠংঠং করিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিল বাবু! "রাজগড় গাড়ি ছোড়া"—এই কথা শুনিয়া যাত্রীগণের মধ্যে মহা হুলস্থূল বাদ্ধিয়া গেল। জাগ্রত নিদ্রিতকে জাগাইতেছে, নিদ্রিত চোক মুছিতে মুছিতে বোচ্‌কা বান্ধিতেছে, আর একে ওকে ডাকিতেছে, কুলি মজুরেরা মোট মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর বলিতেছে "মহাশয়! জলদি কর টিকেটের সময় হইয়াছে"। ইতিমধ্যে টিকিটের ঘণ্টা বাজিয়া গেল, দলে দলে লোক টিকেটের ঘরে প্রবেশ করিল। টিকেটমাষ্টার বাবু অতি তৎপরতার সহিত টকাটক্ করিয়া টিকেট কাটিয়া দিলেন এবং কাহারও কাহারও নিকট কিছু কিছু দক্ষিণাও পাইলেন। এদিকে ভস্‌ভস্‌ শব্দ করিতে করিতে গাড়ি আসিয়া ষ্টেসনে থামিল। যাত্রীরা তাড়াতাড়ি করিয়া ভেড়ার পালের ন্যায় গাড়িতে উঠিতে লাগিল। রেলওয়ে চাপরাসীরা কাহাকে একটু ভাল স্থান দিয়া, কাহাকে বা মিষ্টকথা বলিয়া, কাহাকে বা অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া যৎ কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য যাহা কিছু পাইলেন তাহাই আদায় করিলেন। ছট্টু সিং আদরমণি প্রভৃতি কুলিদিগকে লইয়া গাড়ির একটি পৃথক কামরায় উঠিল।

রেলওয়ের কয়েকটি বাবু তাড়াতাড়ি কাজকর্ম্ম সারিয়া জুতার ঠকাঠক রব তুলিতে তুলিতে যাত্রীদিগের প্রতি ঈষৎ বক্র দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে ইদিক উদিক করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যে গাড়িতে স্ত্রীলোক যাত্রী অধিক সেখানে বাবুদের হাটিবার ঠমক, চাহিবার চমক এবং নানাপ্রকার ভাবভঙ্গির ছড়াছড়ি। গাড়ি আর কতক্ষণ থাকিবে, আবার ঠং ঠং করিয়া ঘণ্টা বাজিল, ষ্টেসনমাষ্টার "অলরাইট" বলিলেন, গাড়ি ছাড়িয়া দিল। গাড়ি ছাড়িবার সময় দুইটি লোক চিৎকার করিয়া এই কথা বলিল "ওগো যেওনা যেওনা, আমরা সারাদিন খাইনি—তোমাদের খুঁজে খুঁজে সমস্ত গামটা বেড়াইয়াছি, ছেলেদের না দেখিতে পাইয়া প্রাণটা খালি হইয়া গিয়াছে, যেওনা নাব নাব।" এই কথা শ্রবণ করিয়া গাড়ি হইতে দুইখানি মুখ বাহির হইল, আর গাড়ির মধ্য হইতে "বাবা আয়! বাবা আয়! আমি তোর কোলে উঠিব" এইরূপ বালকদিগের ক্রন্দন শুনা গেল। গাড়ি থামিবে কেন সে চলিয়া গেল লোক দুইটি ষ্টেসনে পড়িয়া কান্দিতে লাগিল। অবশেষে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল এই দুইটি লোকের মধ্যে একের নাম কৃষ্ণচন্দ্র অপরের নাম রামচন্দ্র। বাড়ী সুরুন—জাতিতে মুচি—অদ্য প্রাতে ইহারা মাঠে চাষ করিতে গিয়াছিল, দুই প্রহরের সময় আসিয়া দেখে গৃহ শূন্য; কোথায় তাহারা সমস্ত দিনের পর গৃহে আসিয়া সন্তানগুলিকে দেখিবে, স্নান আহার করিয়া পরিশ্রম দূর করিবে, না কে যেন তাহাদের গৃহ শূন্য করিয়া প্রাণও শূন্য করিয়া ফেলিল, সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া দিল। হায়! হায়! করিয়া কান্দিতে লাগিল। ইহারা কিছুক্ষণ এঘর ওঘর, এবাড়ী ওবাড়ী, পুকুর ঘাট অনুসন্ধান করিল, কোথাও তাহাদের তত্ত্ব পাইল না, অবশেষে নাম ধরিয়া চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, কোথাও হইতে উত্তর আসিল না। কিছুক্ষণ পরে একজন বৃদ্ধ প্রতিবাসী বলিল, "আজ কয়েক দিন ধরিয়া দেখিতেছি দুইজন যাদুকর তোমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করিত, আমার বোধ হয় তাহারাই তোমাদের স্ত্রীদিগকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে। শীঘ্র শীঘ্র রেলওয়ে ষ্টেসনে যাও, হয়ত সেইখানে তাহারা থাকিতে পারে।" এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল, বাড়ী হইতে রেলওয়ে ষ্টেসন অনেক দূর ছিল বলিয়া গাড়ি ছাড়িবার পূর্ব্বে তথায় পৌছিতে পারে নাই। পল্লিগ্রামের লোকেরা (বিশেষতঃ যেখান হইতে অধিকপরিমাণে কুলি চালান হইয়া থাকে) আড়কাটী বা

রিক্রুটারদিগকে যাদুকর বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহার কারণ এই যে আইন অনুসারে যে যত কুলি সংগ্রহ করিবে তাহার লাইসেন্‌স সেই সংগ্রাহকের সঙ্গে রাখিতে হইবে। আড়কাটীরা একটি টিনের চোঙ্গাতে সালু কাপড় জড়াইয়া সেই লাইসেন্‌স খানি গলায় ঝুলাইয়া রাখে। পল্লিবাসীরা ঐ চোঙ্গাকে যাদুকরের চোঙ্গা বলিয়া বিশ্বাস করে। রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র ষ্টেসনে সমস্ত রাত্রি পড়িয়াছিল, পরদিন প্রাতঃকালে ষ্টেসন মাষ্টার বলিলেন "তোমরা কলিকাতায় যাও বা হাবড়া ষ্টেসনে টেলিগ্রাফ কর তাহা হইলে তাহাদের অনুসন্ধান পাইলেও পাইতে পারিবে," ষ্টেসন মাষ্টারের কথা অনুসারে হাবড়াতে টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। অনুসন্ধান পাইবে কি? কুলিডিপোর দৈত্যেরা কি সহজ লোক প্রথমতঃই তাহারা নাম ধাম সতন্তুই গোপন করিতে শিক্ষা দেয়। পরে সুযোগ বুঝিয়া কাহাকে বা সিউড়িতে কাহাকে বা হুগলিতে কাহাকে বা কলিকাতাতে রেজেষ্টরী করে। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে, যে জেলার লোক তাহাকে সেই জেলার কোন উপবিভাগে বা সদরে রেজেষ্টরী করিতে হইবে বর্ত্তমান আইন অনুসারে রিক্রুটারদের ইচ্ছানুসারে কুলি রেজেষ্টরী হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার যে স্থানে সুবিধা সে সেই স্থানেই কুলি রেজেষ্টরী করিতে পারে। সে যাহা হউক রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয় বেলা ২টা পর্য্যন্ত ষ্টেসনে ছিল, তাহার পর নিরাশ মনে ও ভগ্নহৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া গেল, যাইবার সময় এই কথা বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে গেল যে, স্ত্রী যাক্‌ দুঃখ নাই যদি ছেলেগুলোকে পেতাম তবেও কোন প্রকারে সংসারে থাকিতে পারিতাম।

এই গাড়িতে অনেকগুলি কুলি ছিল, তাহার মধ্যে আদরমণি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আদরমণি তাহার ছোট কন্যা ও বড় কন্যা কৃতার্থ সেই রাত্রেই চিরদিনের জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিল ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহাদের সঙ্গে রমুনা ও ঝমুনা অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিল, কিন্তু বর্দ্ধমানে গাড়ি থামিলে পর আদরমণি অতি নিবিষ্ট-চিত্তে লোকজনের ভিড়, ষ্টেসনের শোভা, সাহেব ও বাবুদিগের তড়িৎবৎ গতি দেখিতেছিল আর ছোট মেয়েটিকেও দেখাইতেছিল; এই অবকাশে রমুনা ও ঝমুনা তথা হইতে নামিয়া গেল, গাড়ি বর্দ্ধমান ছাড়িয়া গেলে পর. গোপালপুরের কুলিরা তাহাদের পরম হিতৈষিণী রমুনা

ও ঝমুনার অনুসন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু ছট্টু সিং এই বলিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিল যে, রমুনা ও ঝমুনা তিন দিন পর ফিরিয়া আসিবে, তাহারা তোমাদের ভালর জন্য আমাদের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছে। বেলা ছয়টার সময় রেলওয়ে ট্রেণ হাবড়াতে উপস্থিত হইল। ইতি পূর্ব্বেই কলিকাতা বড় ডিপো হইতে এক জন বাবু ও একজন চাপরাসী কুলিদিগকে ডিপোতে লইয়া যাইবার জন্য তথায় অপেক্ষা করিতেছিল। গাড়ি থামিবার অব্যবহিত পরেই গাড়ির দ্বার উন্মুক্ত হইলে, ছট্টু সিং এক, দুই, তিন, করিয়া পঁচিশটি কুলি বাবু ও চাপরাসীর নিকট বুঝাইয়া দিল, বাবু আনন্দ মনে ছয়খানি ঘোড়ার গাড়ি বোঝাই করিয়া নিজে অগ্রে অগ্রে চলিলেন আর গাড়িগুলি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ৭॥০ টার সময় কুলি বোঝাই গাড়িগুলি মৃদু মন্দ গমনে একটী একতালা বাড়ীর নিকট যাইয়া থামিল। গাড়ি থামিবার শব্দ শুনিবামাত্র বাড়ীর মধ্য হইতে কতকগুলি লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া আরোহীদিগকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। ইহারা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র, বাহিরের দ্বার বন্ধ হইল। এতক্ষণ আদরমণি কলিকাতার মনোহর দৃশ্য দেখিতেছিল, গঙ্গার পোল, দুতালা, তিনতালা বাড়ী, রাস্তা ঘাট,—রাস্তাতে লোক জনের গতিবিধি ;—শত শত সাহেব ও বাঙ্গালি বাবু একে একে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিয়া যাইতেছেন। যাহা দেখিল, যাহা শুনিল তাহাতে আদরমণির মনে এক অভূতপূর্ব্ব চিন্তার উদয় হইয়াছিল। গত রাত্রি হইতে অদ্য বেলা আট্টা পর্য্যন্ত আদরমণির জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যে কখন ঘর হইতে বাহির হয় নাই সে আজ কলিকাতা সহরে—যে কখন বাপের বাড়ী, মামার বাড়ী আর গ্রাম ভিন্ন অন্য দেশের সংবাদ জানে না, সে এক রাত্রির মধ্যে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া সহরে উপস্থিত। যে যানের মধ্যে দেখিয়াছে গরুর গাড়ি আর ডুলি, ভদ্র ও বাবুদের মধ্যে দেখিয়াছে গোমস্তা মহাশয় ও বাড়ুয্যে মহাশয়—হাকিমের মধ্যে কনেষ্টবল আর জমিদারের চাপরাসী ; সে আজ নানা প্রকার যান দেখিতেছে, বড় বড় সাহেব ও বড় বড় বাঙ্গালি বাবু দেখিতেছে, শত শত লাল পাগড়ীওয়ালা ইদিক উদিক ছুটাছুটি করিতেছে, আর যে সাহেবদের নামমাত্রে ভয়ে তাহার প্রাণ শুকাইয়া যাইত আজ সেই সাহব-মূর্ত্তি জীবন্ত প্রত্যক্ষ করিতেছে। আদরমণি এই সব দৃশ্য দেখিয়া যে আশ্চর্য্যান্বিত হইবে তাহাতে ত সন্দেহই নাই, কিন্তু বিশেষ-

ভাবে তাহার মনে, এই প্রশ্নটী উঠিয়াছিল—যে এ কি শত শত লাল পাগড়ী-ওয়ালা যাইতেছে তাহাদিগকে দেখিয়া একটিও লোক পলাইতেছে না, আর ইংরাজ বাঙ্গালি পাশাপাশি হইয়া চলিতেছে, কিন্তু কেহ কাহাকে আদর অভ্যর্থনা করে না। প্রণাম বা দণ্ডবৎ দেয় না, বাবুরা সাহেবকে সেলামও করে না। এই বিষয়টি সে নিজে মীমাংসা করিতে পারিল না, মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল যে রমুনা ও ঝমুনা আসিলে ইহার মীমাংসা হইবে। এতক্ষণ পর আদরমণির চমক ভাঙ্গিল কোন একটী খিড়কির পুকুর দেখিয়া একে একে বাড়ীর সমস্ত বিষয় মনে পড়িল; ছেলে, স্বামী, বাড়ী, ঘর, দুয়ার, গরু বাছুর, জীবন্তবৎ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল, কিন্তু এই সমস্ত বিদ্যুতের মতন আসিয়া চলিয়া গেল। এ অবার নূতন দৃশ্য—কেমন বড় বড় রাস্তা কেমন সুন্দর কোটা বাড়ী, চারিদিকে প্রাচীর সম্মুখে ফুলবাগান খিড়কির পুষ্করিণী, তাহার আবার পাকা ঘাট। এই বাড়ীটি দেখিতে শুনিতে তত মন্দ ছিল না, বাড়ীর চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা ঘেরা তার মধ্যে উত্তর দক্ষিণে ও পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি বড় চড় টিনের ঘর, ইহার একটা ঘরে আদরমণির বাসস্থান। আদরমণি তথায় যাইবামাত্র একজন সাহেব আসিয়া তাহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিল, তাহার কিছু পরেই একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল "খাবার তৈয়ারি হইয়াছে এই তেল লও, তেল মেখে ঐ খিড়কীর পুকুরে গিয়ে স্নান কর।" এই কথা শ্রবণ করিয়া আদরমণি তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আসিল, আসিয়া দেখে জলখাবার প্রস্তুত; জলখাবার খাইয়া মেয়ের সঙ্গে ভারি সৌভাগের বিয়য়ের কথাবার্ত্তা বলিতেছ। এমন সময়ে আহারের ডাক পড়িল কুলির দল আহারে বসিল, ডিপোর কর্ত্তারা বড় অতিথিপরায়ণ। আজ যোড়শোপচারে অতিথি সৎকারে ত্রুটি করিলেন না; এই সব কাণ্ড কারখানা দেখিয়া আদরমণি সত্য সত্যই মনে করিল, আমি একজন হইয়াছি। আর কিছুদিন পর আর একজন হইব! যে কখন চাকরের আনীত তৈলে স্নান করে নাই, যে কখন আহারের পূর্ব্বে জলখাওয়া কি জানে না—আর যে কখন পাচকের প্রস্তুত অন্ন আহার করে নাই তাহার পক্ষে এইরূপ মনে ভাবা অসম্ভব নয়!

এই স্থানের লোকেরা বড় অমাইক, ছোট বড় ভেদ নাই, সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার, অদ্য সামান্য ভৃত্য হইতে উচ্চতম কর্ম্মচারী বড় বাবু ও বড় সাহেব পর্য্যন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন,—ব্যস্ত হইবেন না!

বল কি! আজ ডিপোতে সদাব্রত—নানাজাতীয় লোক আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি লোকও যদি সেবায় অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যায় তবে একশত টাকা লোকশান, এখনও ডাক্তার সাহেব আসিয়া পরীক্ষা করিয়া যান নাই,—এখনও রেজেষ্টরী হয় নাই কাজে কাজেই ইহারা অতিথি সেবায় বড় তৎপরতা দেখাইতেছেন; মদ, গাঁজা, আফিং, যে যাহার অভাব জানাই-তেচে আজ্ঞামাত্র তাহা হাজির হইতেছে অপরাপর আহারীয় দ্রব্যেরত কথাই নাই; নেরে—দেরে—খারে এইরূপ করিয়া অতি সমারোহে দিনটা কটিয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে একজন লোক আসিয়া রাষ্ট্র করিয়া দিল, যে আজ রাত্রি এই বাড়ীতে ঝুমুব নাচ হইবে। ইহা শুনিয়া কুলিদের মধ্যে প্রায় সকলেই আহ্লাদিত হইয়াছিল, বিশেষতঃ আদরমণি ও কৃতার্থ,—ঝুমুর নাচটা কি জন্ত! জানিবাব জন্য বড়ই উৎসুক হইযাছিল, ঝুমুরি নাচ লইয়া কুলি মহলে বড় আন্দোলন উঠিল, নানা জনে নানা প্রকার নাচ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার পরিচয় দিতে লাগিল। এদিকে বড় আন্দোলন হইতেছে অপর দিকে দুইটি বাবু আসিয়া কুলিদেব সঙ্গে নানা প্রকার সৌহৃদ্যতা দেখাইতেছেন, বাবুদ্বয় প্রায় দুই ঘণ্টা কাল এই ডিপোতে ছিলেন। তাহারা কুলিদিগের সঙ্গে বিশেষতঃ আদরমণির সঙ্গে এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন,—দেখ! বাছা! তোমাব নাম কি?

আদরমণি।—বাবু! আমার বাড়ী গোপালপুর আমার দুই ছেলে—দুই মেয়ে ও স্বামী বর্ত্তমান।

বাবু।—বটে বটে সে ভালই তবে একটা কথা কি! আমাদের সাহেবের মেজাজ বড় কড়া। তিনি তোমাদের মন ভুলাইবার জন্য অনেক রকম ভয় দেখাইবেন একবার বলিবেন যেখানে তোমরা যাবে, সেখানে বড় কষ্ট, জঙ্গলদেশ, এখান থেকে প্রায় ১৫।১৬ দিনের রাস্তা, তিন টাকা চাউলের মণ, আর কাজটাও বড় কষ্টের কাজ, চা বাগানে প্রায় আট ঘণ্টা খাটিতে হইবে। সাহেবের এই পরীক্ষায় যদি তুমি উত্তীর্ণ হও, তবে ভাল কাজ পাইতে পারিবে। নতুবা দেশে ফিরে যেতে হবে; আর সাহেব যদি জানেন তোমার বাড়ী গোপালপুর, তোমার স্বামী আছে, নাম আদরমণি, তবেও কাজ পাইবে না।

আদরমণি। (একটুকু থত মত খাইয়া) বাবু! তবে উপায় কি?

বাবু।—কেন, তুমিত আর জলে পড় নি—এই কথা বলিতে হবে

আমার নাম সোণা, বাড়ী উচানল—আমার এই দুই মেয়ে ভিন্ন কেহই নাই।

আদরমণি।—সর্ব্বনাশ? আমি কেমন করে মিথ্যা বল্‌ব।

বাবু।—আজকালকার দিনে কে না মিথ্যা কথা বলে। আমরা ভদ্রলোক, লেখাপড়া জানি, আমরা যখন মিথ্যা কথা বলি তখন তোমরা কোন্ ছার। যদি এইরূপ না বল্‌তে পার, তবে তোমার চাকরিত হবেই না, আর যে সুখের আশা করিয়া আসিয়াছ, তাহাও ঘটিবে না; আর আমি ত তোমার শত্রু নই, তোমার ভালর জন্যই বল্‌ছি।

আদরমণি।—সব ছাড়িয়া যখন আপনাদের কাছে আসিয়াছি, তখন আপনারাইত সব। যা বলেন তাই কর্‌ব।

বাবু।—যা বলিয়াছি সব মনে আছেত?

আদরমণি।—আছে।

বাবু।—তবে আমি এখন যাই। কাল সকাল বেলা ডাক্তার সাহেব আসিবে ও বেলা এগারটার সময় রেজেষ্টরী হইবে। তোমরা প্রস্তুত থেকো।

এই বলিয়া বাবু প্রস্থান করিলেন, ওদিকে ঝুমুর নাচ সুরু হইল। কুলিরা নাচওয়ালিদের চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া নাচ দেখিতে ও গান শুনিতে বসিয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে ডাক্তার সাহেব আসিয়া জিব দেখিয়া ও পেট টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া গেলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে ডাক্তার সাহেবের পরীক্ষায় সকল কুলিই উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ডাক্তার সাহেব প্রত্যেক কুলিই পরিশ্রমক্ষম ও আসামের জল বায়ুর উপযুক্ত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। বেলা ১০টা বাজিতে না বাজিতেই কুলিদের আহার কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। আহারান্তে কয়েক জন লোক আসিয়া প্রত্যেক কুলিকে এক এক খানি কম্বল, একটি ফ্লানেলের হাতকাটা জামা, টিনের থাল ও গ্লাস উপহার দিয়া বলিয়া গেল, "তোমরা যখন বড় সাহেবের নিকট যাইবে, তখন এইগুলি সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে"।

বেলা ১১টা বাজিয়া গেল। কুলিরা দলবদ্ধ হইয়া বড় সাহেবের কাছে যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় ডিপোর সাহেব স্বয়ং দুইটি বাবু ও ছয়জন দরওয়ান আর কতকগুলি চাকর সঙ্গে

করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কুলিরা সাহেব ও বাবুদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, দরওয়ানেরা ও চাকরেরা কুলিদিগের পশ্চাৎ থাকিয়া তাহাদিগকে অতি সতর্কতার সহিত লইয়া চলিল। বেলা ১২টার সময় ইহারা একটি প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাড়ীটি দোতালা, চারিদিকেই ফুলবাগান, কোথাও একটু আবর্জ্জনার চিহ্নমাত্রও নাই বা লোক জনের সাড়া শব্দ কিছুই নাই; চতুর্দ্দিক নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, ইহারা একেবারে বাড়ীর এক তালাতে উপস্থিত হইল। একতালাটি খুব বড়, ঠিক মধ্যস্থানে বিচারাসন, বিচারাসনটি কাষ্ঠ দ্বারা পরিবৃত, চারিদিকে কতকগুলি বেঞ্চি ও চেয়ার। সাহেব যাইয়া একখানি চেয়ারে বসিলেন এবং বাবুরা বেঞ্চিতে আসন গ্রহণ করিলেন। একটা বাজিবার কিছু পূর্ব্বেই বড় সাহেবের কেরাণী বাবু আসিয়া দপ্তর খুলিয়া বসিলেন। একটা বাজিয়া গেল, বড় সাহেবও আসিলেন। এদিকে সাহেবকে দেখিয়া সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া সেলাম করিল। সাহেব সেলাম গ্রহণ করিয়া বিচারাসনে বসিলে অপরাপর লোকেরাও স্বীয় স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন। হয়ত অনেকেই জিজ্ঞাসা করিবেন এই বড় সাহেবটি কে? ইনি কুলি রেজিষ্টার। আসামে যত কুলি চালান হয়, তাহাদের দাসত্ব খত এইখানে লেখা হইয়া থাকে। রেজিষ্টার সাহেব আসিয়াই কেরাণী বাবুকে বলিলেন "কার্য্য আরম্ভ কর।" কেরাণী বাবু একে একে ৬০ জন লোকের দাসত্ব খত লিখিয়া ফেলিলেন। রেজিষ্টার সাহেব ডিপোর সাহেবের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন। ইহাদের কথাবার্ত্তা ফুরায় না; কেরাণী বাবু বড়ই বিপদে পড়িলেন। এদিকে সকল কার্য্যই সমাধা হইল, বাকি কেবল সাহেবের নাম স্বাক্ষর। সাহেব নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলেই বাবু দপ্তর বান্ধিয়া চলিয়া যাইতে পারেন। কি করেন আর লজ্জার খাতির রাখিতে পারিলেন না, করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন:—"হুজুর! আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে, আপনি নাম স্বাক্ষর করুন।" এই বলিয়া এগ্রিমেণ্টের কাগজগুলি সাহেবের টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। এতক্ষণে সাহেবের গল্প ফুরাইল, রেজিষ্টার সাহেব এক খানি পুস্তক লইয়া আধ হিন্দি, আধ বাঙ্গালা আধ ইংরাজিতে আইনের মর্ম্ম কুলিদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, ইহার সঙ্গে এগ্রিমেণ্টের লিখিত বিষয়গুলিও বুঝাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু পল্লিগ্রামের লোকেরা ভাল বাঙ্গালাই বুঝে না, তাহাতে আবার সাহেবি বাঙ্গালা। সে যাহা হউক, সাহেবদের সাতখুন

মাপ, যেন তেন প্রকারেন রেজেষ্টারিটা হইয়া গেলেই হইল; কিন্তু আইনের আখোটটা ত রাখা চাই। এখন রাজিনামা লইতে হইবে, সুতরাং সাহেব উঠিয়া বলিলেন, "আমি পূর্ব্বে মহারাণীর আইনের মর্ম্ম যাহা বুঝাইলাম তাহাতে রাজি আছত? সকলে "রাজি! রাজি!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সাহেব বুঝিলেন ইহারা স্বেচ্ছায় যাইতেছে, কিন্তু এদিকে যে কি কাণ্ড হইল, সাহেব তাহা বুঝিলেন না। ঐ যে রাজিনামা পড়া হইল, তাহার বিন্দু বিসর্গও কুলিরা বুঝে নাই, আর রাজি রাজি বলিয়া যাহারা চীৎকার করিল তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ডিপোর আড়কাটির বরকন্দাজ ও সামান্য চাকর। রেজিষ্ট্রার সাহেব রাজিনামা গ্রহণ করিয়া এগ্রিমেণ্টে নাম স্বাক্ষর করিলেন,* অর্থাৎ কতকগুলি লোক বিক্রয়ের কোলায়া গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিলেন। বেলা ৪টা বাজিয়া গেল আফিস বন্ধ হইল, সাহেব উপরে চলিয়া গেলেন। ডিপোর সাহেব রেজেষ্টরির ফিঃ বুঝাইয়া দিয়া কুলিগণ সহ ডিপোতে চলিয়া আসিলেন। এখন ডিপোর শ্রী স্বতন্ত্র। অধ্যক্ষ মহাশয়েরা বা কোন কর্ম্মচারীরা আর কুলিদের তত্ত্বাবধান করে না, সেরূপ আদর নাই সেরূপ অভ্যর্থনাও নাই, আহারের তত পারিপাট্যও নাই। পূর্ব্ব দিন যাহারা কত যত্ন, কত স্নেহের চিহ্ন দেখাইয়াছিল তাহারা এখন নূতন লোক। আর কি কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে, তাহারা আর কোন আদর করিবে। আমরা জানি এই দিবস রাত্রিতে কোন কোন কুলি প্রহার যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়াছিল, কোন কোন কুলি রমণী—রমণীর প্রধান রত্ন—"সতীত্বধর্ম্ম" হারাইয়াছিল। ইহা দেখিয়া শুনিয়া আদরমণি বড় বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনে নানা প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা হইয়াছিল। আদরমণি! আর কেন—তুমি এখন পরের গোলাম, যাও এখন আসাম চলিয়া যাও—অদৃষ্টের ফল উপভোগ কর, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিন দিন পূজার বাড়ীতে বড় সমারোহ; কত আহ্লাদ কত আমোদজনক দৃশ্য দেখিয়া বোধ হয় মানব-হৃদয় উৎসবের প্রতিমূর্ত্তি আনন্দের লহরী ও সুখের গৃহ, কিন্তু তিন দিন পরেই প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইলেন, কিন্তু তিনি একা বিসর্জ্জিত হইলেন না। পূজা বাড়ীর প্রীতি, উৎসাহ, আশা, আনন্দ সকলই লইয়া গেলেন কিন্তু আশা রহিল সম্বৎসর পর আবার

---

* পূর্ব্বে কলিকাতায় কুলি রেজেষ্টরির প্রধান আড্ডা ছিল। এখন কুলি রেজেষ্টরির প্রধান আড্ডা ধুবড়ী।

সকলই ফিরিয়া আসিবে। কুলিদের সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী চলিয়া গেল, আজ তাদের স্বাধীনতা-প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইল কিন্তু এই প্রতিমা আবার আসিবার জন্য আশা দিয়া গেল না, খৃষ্টান গবর্ণমেণ্টের আইনরূপ জালে মানব-স্বাধীনতা চির নিমজ্জিত হইল।

সপ্তম অধ্যায়।

আদরমণির আসাম যাত্রা।

যাঁহারা ভাল মনিব তাঁহারা ভৃত্যাদিগকে কেবল চাকুরি দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। তাহাদের চাকরিস্থানে পৌঁছিবার বন্দোবস্ত চাই, আর রাস্তাটী যাহাতে নিৰ্ব্বিঘ্নে যাওয়া যায় তাহারও উপায় চাই সুতরাংই ডিপোর মহাজনেরা ভাবিয়াই আকুল. কুলি অনেক জুটিয়াছে ইহাদিগকে যদি বসাইয়া খাওয়াইতে হয় তবে লাভের ধন পিঁপড়ায় খাইবে।

আর একটি কথা—কুলির ডিপো আর আড়ত একই কথা—আড়তে মাল আমদানি রপ্তানি হয়, দালালেরা বাজার বুঝিয়া ঐ মাল ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকেন, তবে আড়তদারের লাভটা চাই যতক্ষণ লাভের অংশ ১ গণ্ডা কম হইবে ততক্ষণ আড়তদার মাল ছাড়িবে না। আজ এই ডিপোতে অনেক মাল আমদানি হইয়াছে কিন্তু এখন পর্য্যন্তও রপ্তানি হয় নাই, কাল বিকালে দালাল অর্থাৎ চা-বাগানের কলিকাতাস্থ কুলি-এজেণ্ট আসিয়াছিল। কিন্তু দামে তাঁহার সঙ্গে বনিল না, তিনি কি কুলি জোড়ার দাম ১৭৫৲ টাকা বলিয়াছেন কিন্তু বাজার দর ২০০৲ টাকা, ডিপোওয়ালারা ২০০৲ টাকার কমে মাল ছাড়িবে না বলিয়া পণ করিয়াছে। এদিকে লোকসানেরও খুব আশঙ্কা। কারণ ইহারা মিঠা জায়গার লোক, কলিকাতা লোনা জায়গা, কি জানি যদি ওলাউঠা বা জ্বর বিকারে ২।১ টা কুলি মরিয়া যায় তবে ব্যবসার বড় ক্ষতি। অদ্য অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ডিপোর প্রধান কর্ত্তা তাঁহার কর্ম্মচারীদের সঙ্গে এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছেন আর পূর্ব্বোক্ত দামে কুলি ছাড়া যায় কিনা তাহারই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পরামর্শ হইলে ডিপোর প্রধান কর্ম্মচারী বলিলেন "আমাদের এক শত বই

মাল নাই, কল্য ৬০ জন ও পরশ্ব ৪০ জন একুনে এক শত কুলি উপস্থিত, আর এই সব কুলির মধ্যে অধিকাংশই সবল ও সুস্থ শরীর, আর অল্প বয়সের দেখিতে শুনিতে ও সুন্দর, অনেকগুলি মেয়ে কুলিও আছে সুতরাংই বাজার দর ভিন্ন আমরা এই মাল ছাড়িতে পারি না।" ইহাদের মধ্যে এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় এজেণ্ট সাহেব আসিয়া বলিলেন "আমি বাজার দরেই ৫০টী কুলি লইব" এই কথা শ্রবণ করিয়া ডিপোর প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া উঠিল, "ভালই হইল আমাদেরও ৫০ টীর অধিক কুলি নাই, পূর্ব্বেই বেত সাহেব লিখিয়াছিলেন বাজারদরে তাঁহাকে ৫০টী কুলি পাঠাইতে হইবে আমরা কল্যই সমস্ত কুলিদিগকে চালান দিব," এই কথা শুনিয়া এজেণ্ট সাহেব বলিলেন আমারও তাহাই ইচ্ছা। আমার ৫০টী কুলি নিশ্চয় বাগিচায় যাইবে, তবে ইহাদের যাতায়াতের জন্য বায়নার স্বরূপ কিছু টাকা দিতেছি, বাকি টাকা ইহাদের বাগিচায় পোঁছাব সংবাদ পাইলেই দিব। এই বলিয়া ৫০০ শত টাকা নগদ বায়না দিয়া এজেণ্ট সাহেব চলিয়া গেলেন, ডিপোর বড় সাহেব কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন, তোমরা প্রস্তুত হও, কে কে কুলি-দিগের সঙ্গে যাইবে তাহার বন্দোবস্ত কর, আর ইহাদের ষ্টিমারে আহারাদির সমস্ত যোগাড় কর, বুড় সাহেব এই হুকুম দিয়া চলিয়া গেলেন, এদিকে কর্ম্ম চারীরা সমস্ত ঠিক করিলেন।

এই ব্যবসাতে সকলেরই লাভ আছে, যাহারা কুলি সংগ্রহ করিয়া প্রধান রিক্রুটারের হস্তে দেয় তাহারা জন প্রতি ২৲ হইতে ৪৲ টাকা পাইয়া থাকে। রিক্রুটারেরা প্রতি কুলিতে ১২৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত পায়, গবর্ণমেণ্টের লাভ জন প্রতি পাঁচসিকা; যে ডাক্তার পরীক্ষা করেন তাঁহার ফি দুই আনা আর রেজিষ্ট্রারের কেরানি বাবুর দক্ষিণা দুই আনা, এত টাকা ব্যয় করিয়া এক একটী কুলি সংগ্রহ হইয়া থাকে, তবে সমস্তই যে লাভ তাহা নহে। প্রথমতঃ সংগ্রাহক ও আড়কাটীদিগকে অনেক বাজে খরচ করিতে হয়। ডিপোর মহাজনকে বাগানে পৌঁছিয়া দিবার ও দেশ হইতে কলিকাতায় আনিবার খরচটা বহন করিতে হয়। কেবল গবর্ণমেণ্ট বিনা লোকসানে ১।০ পাঁচসিকা পাইয়া থাকেন। যেমন গোস্বামী মহাশয়েরা যে কোন জাতের লোক হউক না কেন, পাঁচসিকা পাইলেই বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে বৈষ্ণব করেন, গবর্ণমেণ্টও যে কোন জাতির লোক হউক না কেন আইনের ভেক দিয়া কুলি করিয়া দেন। ভেক লইলেই

জাতিভেদ থাকেনা সে বর্দ্ধমান বৈষ্ণব নিয়মের ভেকই হউক আর খৃষ্টান গবর্ণমেণ্টের আইনের ভেকই হউক।

পূর্ব্বে কেবল গোয়ালন্দ হইয়াই আসাম যাইবার সুবিধা ছিল এখন উত্তর বঙ্গ রেলওয়ে হওয়াতে আসাম যাত্রি কুলিরা উত্তর বঙ্গ রেলওয়ে দিয়া ধুবড়ী জায় এবং ধুবড়ি হইতে ডাক জাহাজে আসামাভিমুখে যাত্রা করে। এখন ধুবড়ী হইতে প্রত্যহ অপরাহ্নে ডাক জাহাজ ছাড়িয়া থাকে। এই সকল ডাক জাহাজে কুলি চালান হইয়া থাকে।

অদ্য যাত্রার দিন, রাত্রি তিনটার সময়ই সমস্ত কুলিরা গাত্রোত্থান করিয়া যাত্রার আয়োজন করিতেছে। কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ বিষণ্ণভাবে আপনার ভবিষ্যৎ চিন্তা করতঃ জগৎ অন্ধকারময়, ভবিষ্যজ্জীবন যাতনাময় দেখিতেছে। আদরমণি সমস্ত রাত্রির মধ্যে একটীবারও চোখ বুজে নাই, একে অনিদ্রা তাহাতে আবার নানা প্রকার অমঙ্গলের চিন্তাতে তাহার শরীর শীর্ণ, বদন মলিন, একবার ইচ্ছা করিল পলায়ন করে, কিন্তু তাহার ইচ্ছা সফল হইল না; চারিদিকেই প্রহরি। বিদেশ কোথায় যায় আর কেমন করিয়াই বা যায়, আবার ভাবিতেছে রমুনা ঝমুনার কথা কি মিথ্যা হইবে? আবার নিজে নিজেই তাহার উত্তর করিতেছে, তাহারা যখন আজও আসিল না তখন তাহাদের উপর বিশ্বাস কি? আমিত গিয়াছি আমার দোষে মেয়ে দুটীও গেল, স্বামী যে আমাদিগকে হারাইয়া কি করিবেন তাহারও স্থিরতা নাই, হা হরি! আমার দোষে আমার সকলই গেল।

এদিকে ঠং ঠং করিয়া পাঁচটা বাজিয়া গেল, ডিপোর কর্ম্মচারীরা চাবি খুলিয়া ডিপোর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কুলিদিগকে বাহিরে যাইবার জন্য আদেশ করিয়া তাহারা অগ্রে অগ্রে চলিল। কুলিরা ডিপোর দরওয়ান ও চাপরাসি দ্বারা রক্ষিত হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই ইহারা সিয়ালদহ ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব হইতেই কুলিদের যাইবার জন্য দুইখানি স্বতন্ত্র গাড়ি নির্দ্দিষ্ট ছিল। কুলিরা তথায় যাইয়া বাবুদিগের নির্দ্দেশ অনুসারে ঐ দুইখানি গাড়িতে উঠিয়া বসিল, এবং তাহাদের তত্বাবধানের জন্য আরও দশজন লোক সেই গাড়িতে উঠিল। ইহারা গাড়িতে উঠিবামাত্র গাড়ির চাবি বন্ধ হইল, কয়েদিদিগকে স্থানান্তরিত করিবার সময় রেলওয়ে কোম্পানি কয়েদি দিগকে পৃথক গাড়িতে

চাবি বন্ধ করিয়া দেয়, অন্য কেহই সেই গাড়িতে উঠিতে পারে না, কেবল কয়েদিদিগের রক্ষকেরা তাহাদের সঙ্গে যাইতে পারে, এগ্রিমেণ্টের কুলিদিগের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ।

বেলা ৭॥ টার সময় শিয়ালদহ হইতে গাড়ি ছাড়িল এবং বেলা ৫টার সময় গোয়ালন্দ যাইয়া পৌঁছিল, গোয়ালন্দে কুলিদিগের থাকিবার জন্য ডিপো আছে এবং সেই ডিপোর তত্ত্বাবধায়ক রূপে একজন ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। কুলিরা গোয়ালন্দ উপস্থিত হইয়া যদি দেখে ষ্টিমার ছাড়িবার বিলম্বআছে, তবে তাহাদিগকে উপযুক্ত রক্ষক দ্বারা রক্ষিত হইয়া ২।১ দিন ডিপোতে বাস কবিতে হয়; ইহাদিগকে আর সেইরূপ করিতে হইল না, ইহারা গোয়ালন্দ পৌছিয়াই সংবাদ পাইল * * নামক ষ্টিমার তাহাদের জন্য তথায় অপেক্ষা করিতেছে, সুতরাং কুলির দল তথায় বিলম্ব না করিয়া একেবারে ষ্টিমারে উঠিল, পরদিবস প্রত্যূষে ষ্টিমার ছাড়িয়া দিল, ষ্টিমার যখন ছাড়ে, তখন কুলিদের অধিকাংশই নিদ্রিত ছিল, সুতরাং নিরাপদে * * ষ্টিমার কতকগুলি দাস জীবন বক্ষে করিয়া হুস হুস শব্দে আসাম যাত্রা করিল। গোয়ালন্দ ছাড়িবার ৪ দিন পর * * ষ্টিমার ধুবড়িতে উপস্থিত হইল।

কুলি বোঝাই ষ্টিমার কোন জেলার নিকটবর্ত্তী ঘাটে নঙ্গর করিলেই মাজিষ্ট্রেট ও সিবিল সার্জ্জনকে কুলিদের তত্ত্বাবধান করিতে আসিতে হয়, প্রত্যেক জাহাজে এক একজন ডাক্তার নিযুক্ত থাকেন; সেই ডাক্তারদের উপরেই কুলিদিগের তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার, প্রতিদিন আহারের সময় ডাক্তারকে উপস্থিত থাকিয়া স্বাস্থ্যজনক আহারের বিধান করিতে হইবে এবং কুলিদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে, অদ্য * * ষ্টিমার ধুবড়িতে উপস্থিত হইবার ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে, ষ্টিমারের উপরের ডেক্ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইল, কুলিদের মাথায় তেল দিবার হুকুম হইল, এবং অদ্যকার বিকালের আহারটারও সুন্দর ব্যবস্থা হইল, কারণ মাজিষ্ট্রেট ও সিভিল সার্জ্জন ষ্টিমার দেখিতে আসিবেন। ষ্টিমার ধুবড়ির ঘাটে থামিবামাত্র ফুৎকার শব্দে সিভিল সার্জ্জন ও মাজিষ্ট্রেটকে খবর দেওয়া হইল, প্রায় আধ ঘণ্টা পর মাজিষ্ট্রেট ও সিবিল সার্জ্জন আসিয়া কুলিদিগকে পরীক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। গবর্ণমেণ্টের নিয়ম এই যে ষ্টিমারস্থ কুলিদিগের মধ্যে ওলাউঠা বা বসন্ত প্রভৃতি

কোন সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে ষ্টিমার নদীর মধ্যস্থলে নঙ্গর করিতে হইবে, পাছে ঐ সংক্রামক রোগ দ্বারা স্থানীয় লোকের অনিষ্ট হয় কিন্তু ডাক্তার বাবু বা সাহেবের অনুগ্রহে প্রায় কোন ষ্টিমারেই সংক্রামক রোগী দেখিতে পাওয়া যায় না।

ধুবড়ি ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতটে স্থিত, রাজকীয় কার্য্যালয় ও বিচারালয় গুলি ব্রহ্মপুত্রের তীরদেশকে আলিঙ্গন করিয়া শোভা পাইতেছে। যখন ষ্টিমার নঙ্গর করিল তখনও কাছারি ভাঙ্গে নাই, বিচারকেরা বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিতেছেন, এমন সময় * * ষ্টিমারের ক্যাপ্তেন ও ডাক্তার বাবু যাইয়া ডেপুটী কমিশনার সাহেবকে বলিলেন "দুইটী কুলি স্ত্রীলোক আমাদের বিনানুমতিতে ষ্টিমার পরিত্যাগ করিয়া ঐ দেখুন আপনার কাছারির সম্মুখে রাস্তার উপর বসিয়া আছে, আমরা কত সাধ্য সাধনা করিলাম, কিছুতেই তাহারা ষ্টিমারে ফিরিয়া গেল না, আপনি যদি পুলিস দ্বারা তাহাদিগকে ষ্টিমারে পাঠাইয়া দেন." ডেপুটী কমিশনার ইহাদের কথা শ্রবণ করিয়া দুই-জন কনষ্টবলকে হুকুম দিলেন ঐ দুইজন কুলিকে জাহাজে পৌঁছিয়া দিয়া আইস। কনষ্টবলেরা কুলিদ্বয়ের সম্মুখে যাইবামাত্র, তাহারা বিকট স্বরে চিৎকার করিয়া কনষ্টবলদ্বয়কে আক্রমণ করিতে গিয়া সম্মুখে ইটপাটকেল যাহা পাইল কনষ্টবলদ্বয়ের উপর নিক্ষেপ করিল। বার বার 'মহারাণীর দোহাই', 'মহারাণীর দোহাই', 'সাহেব বিচার কর বিচার কর,' আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া আসামে লইয়া যাইতেছে" বলিতে লাগিল। এই সময় ঐ রমণীদ্বয়ের দৃশ্য অতি ভয়ানক! চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ, আলুলায়িত কেশ সর্ব্বাঙ্গ ধূলি ধুসরিত, জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া কনষ্টেবলদিগের সহিত সংগ্রাম করিতেছে। রাস্তার উপর এ প্রকার গোলযোগ দেখিয়া অনেক লোক তথায় জমিয়াছিল, ডেপুটী কমিশনার সাহেব স্বয়ং আসিয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন, নানা প্রকার ভয় দেখাইতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই তাহারা ভীত হইল না, তাহাদের বিশ্বাস ছিল 'মহারাণীর রাস্তার উপর বসিয়া থাকিলে গবর্ণমেন্টের কোন কর্ম্মচারী তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে না। সুতরাং সমস্ত রাত্রি এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কাছারির সম্মুখে রাস্তার উপর বসিয়া রহিল। তাহারা তখন এই কথা বলিয়াছিল যে, আমরা কি সহজে কুলি হইয়াছি, 'আমাদের বাড়ী বর্দ্ধমানের উদিকে, গঙ্গাস্নান করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া ছিলাম.

'আমরা নূতন লোক, কলিকাতার কিছুই জানি না। বড় বাজারের ঘাটে স্নান করিয়া খাবার দোকানের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, সেই ঘাটে একটী হিন্দুস্থানী লোক বসিয়াছিল। সে আমাদিগকে বলিল "তোমরা নূতন লোক, খাবার দোকান অনেক দূরে, চিনিয়া যাইতে পারিবে না; আমাকে পয়সা দাও, আমি খাবার আনিয়া দিতেছি।" আমরা তাহার হাতে পয়সা দিলাম, সে আমাদিগকে এক ঠোঙ্গা খাবার আনিয়া দিল। তারপর আর আমরা কিছুই জানি না। কখন রেজিষ্টরী হইয়াছে, কখন কুলি ডিপোতে আসিয়াছি, কিছুই স্মরণ নাই; ষ্টীমারে আসিয়া আমাদের জ্ঞান হইয়াছে; তখন জানিতে পারিলাম, আমরা কুলি হইয়া যাইতেছি। আমরা কিছুতেই চা বাগানে যাইব না; তোমরা মেয়াদ দাও, আর ফাঁসি দাও, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।" ইহারা সমস্ত রাত্রি সেই রাস্তায় পড়িয়াছিল, পরদিন তাহাদের নামে রীতিমত নালিস রুজু হইয়াছিল, বিচারক এগ্রিমেণ্টের চুক্তি ভঙ্গ অপরাধে তিন মাস ফাটক দিয়া ছিলেন। এই তিন মাসের পর তাহাদিগকে বাগানে যাইবার জন্য আবার বলা হয়, তাহাতেও তাহারা রাজি হয় নাই, আবার মেয়াদ; এইরূপ তিনবার মেয়াদ খাটিয়া তাহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, তাহা আমরা জানি না।

পরদিন প্রাতঃকালে এখান হইতেও প্রায় ২০০ শত কুলি লইয়া জাহাজ খানি ছাড়িয়া দিল। কুলি বোঝাই জাহাজ গুলির দুই তালা; উপর তালাতে কুলিদের বাস, নীচের তালাতে মাল বোঝাই ও অপর যাত্রীদিগের স্থান। ষ্টিমারের দুই পার্শ্বে দুইখানি বড় বড় ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট গুলিও মালে পরিপূর্ণ। ষ্টিমারে অধিক কুলি হইলে ফ্ল্যাটেও যাত্রী ও কুলিদিগের স্থান নির্ণীত হইয়া থাকে; সাধারণ যাত্রী ও কুলিরা এক ক্লাশেই যায়। যাত্রীরা জাহাজের মধ্যে যথায় তথায় যাইতে পারে, কিন্তু কুলিরা নির্ণীত স্থান ছাড়িয়া এক পাও এদিক ওদিক যাইতে পারে না; ২৪ ঘণ্টাই প্রহরী দ্বারা রক্ষিত থাকে। ডাক্তার বাবু ও জাহাজের কাপ্তেন সাহেব সর্ব্বদাই কুলিদিগের তত্ত্বাবধান করেন। জাহাজ খানি ব্রহ্মপুত্রের বক্ষ আন্দোলিত করিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বদিকে চলিয়া যাইতেছে; দুই দিকেই শ্রেণীবদ্ধ পর্ব্বতরাজি মস্তক উচ্চ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের বক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে; জাহাজ উজান চলিতেছে, ব্রহ্মপুত্রের প্রখর স্রোত প্রতিকূল হওয়ায় জাহাজের গতিরোধ করিতেছে। জাহাজ সেই বাধা না মানিয়া গম্ভীর ধ্বনিতে

ব্রহ্মপুত্র বক্ষ আলোড়িত করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে, জাহাজের মধ্য হইতে শত শত কুলি অবাক্ হইয়া একবার পর্ব্বতের দিকে একবার ব্রহ্মপুত্রের বিক্ষিপ্ত হৃদয়ের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে!

আজ আদরমণি বুঝিয়াছে সে বন্দী, সে নির্ব্বাসিত; তাই ছোট মেয়েটীকে কোলে লইয়া পাগলের মত একবার পর্ব্বত গুলি দেখিতেছে, আর বার জাহাজের শব্দ শুনিতেছে। কিছুক্ষণ এই প্রকারে গত হইলে, সে আপনি আপনাকে হারাইয়া ফেলিল, মনে মনে স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, স্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল, ছেলে দুইটীকে কোলে লইয়া কত আদর, কত যত্ন করিল, অপরিস্কৃত গৃহ গুলিকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিল! এমন সময় জাহাজের চাকার শব্দে আবার তাহার চেতনা হইল, মেয়েটী কেন্দে বলিল "মা বাড়ী চল, আমি বাবার কোলে উঠ্‌ব।" এই কথা শ্রবণ করিয়া আদরমণির চক্ষে জল আসিল। আদরমণির ছোট মেয়েটী বলিল "মা! কান্দচিস্ কেন, বল্ না বাড়ী যাব কবে? আদরমণি বলিল "আর বাড়ী গিয়েছ বাছা! এখন নরকেই আমাদের বাড়ী। উঃ! কি প্রবঞ্চক—এক একটা আড়কাটী না এক একটা যমদূত! ওদের দেখলে এখনও আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়, ওদের হাতে আমার জাত ত গেল, এখন অদৃষ্টে আরও কি আছে তাহা বিধাতাই জানেন।" আদরমণি এই কয়েকটী কথা বলিয়া চুপ করিল। এমন সময় খাওয়ার ডাক পড়িল, আদরমণি আহারার্থ চলিয়া গেল।

ঐ দেখ জাহাজের ওদিকে বসিয়া একটী লোক কি ভাবিতেছে; এ চিন্তা সামান্য চিন্তা নহে, ঘন বিষাদের চিন্তা, নিরাশ উদাসীনের চিন্তা, ভগ্ন হৃদয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা! নয়ন চঞ্চল, মুখ নিরাশায় পরিপূর্ণ, মুখে কথাটী নাই। তাহার আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হয়, সে জীবনের আশায় নিরাশ হইয়া শেষদিনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। ইহার পদদ্বয় লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। দুই দিকে দুই কনেষ্টবল। ইহার এরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া অপর একজন আরোহী কনষ্টেবলকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো, ইহাকে এরূপ অবস্থায় বান্ধিয়া রাখিয়াছ কেন? এ বুঝি খুনী আসামী?" কনেষ্টবল বলিল "না মহাশয়! এ খুনী আসামী নহে, চা বাগিচার কুলি—এগ্রিমেণ্টের কুলি।"

আরোহী—তবে এ বন্ধন দশায় কেন?" কনেষ্টবল—"আপনাকে

দেখিতে ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হয় : কিন্তু দেখিতেছি, আপনি মহারাণীর আইন কানুন কিছুই জানেন না। যে সকল কুলি এগ্রিমেণ্টে নাম লেখাইয়া আসামে আসে, তাহারা যদি ঐ এগ্রিমেণ্টের সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পলায়ন করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে খুনি আসামীর ন্যায় গ্রেপ্তার করিয়া মেজেষ্ট্রেটের নিকট চালান দিতে হয়।"

আরোহী।—মেজিষ্ট্রেট্ ইহাকে কি শাস্তি দিবেন?

কনেষ্টবল।—আইন অনুসারে কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস দিবেন।

আরোহী।—তার পর?

কনেষ্টবল—তার পর এ যে বাগিচার কুলি, সেই বাগিচায় ইহাকে পাঠাইয়া দিবেন।

আরোহী।—কে বলে খ্রীষ্টান্ গবর্ণমেণ্ট দাসত্ব প্রথার বিরোধী। এই যে দাসত্ব প্রথা; এত দিন অন্ধ ছিলাম, এখন আমার চক্ষু ফুটিল। আমি বুঝিলাম বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সভ্য ও ধাম্মিক কথায়, কিন্তু কার্য্যে নহে। এই কথা বলিয়া আরোহী ঐ শৃঙ্খলাবদ্ধ কুলিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তুমি কত দিনের এগ্রিমেণ্ট দিয়াছিলে? আর কেনই বা বাগিচা হইতে পলায়ন করিয়াছিলে? তুমি কি পূর্ব্বে জানিতে না যে চা-বাগান কষ্ট ও যন্ত্রণার স্থান?

কুলি।—মহাশয়! কষ্ট ও যন্ত্রণা যে ভাল কথা, কিন্তু অনেক চা বাগান নরক। অনেক চা-কর প্রেত পিশাচ। আর ঐ যে দেখিতেছেন লাল পাগড়ী বান্ধা হিন্দুস্থানী লোকটা কুলিদের মধ্যে বেড়াচ্ছে, সে একটি যমদূত স্বরূপ। বাপরে—বাপ্! উহাকে দেখিয়া আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। এই বলিয়া সেই কুলি কাঁদিয়া ফেলিল। আরোহী বলিলেন "এখন আর কাঁদিয়া কি হইবে। কর্ম্ম ফল ভোগ করিতেই হইবে।"

কুলি।—আর কাঁদিয়া কি করি। যার আশা আছে সে কাঁদে, হাসে। আমার আর কোন আশা নাই। আমি কাঁদিও না হাসিও না। অনেকদিন কাঁদিয়াছি আর অনেক দিন হাসিয়াছি, এখন আর তাহা করি না। মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া আছি। এই বিষাদ পূর্ণ জীবনে মৃত্যুই এক মাত্র প্রার্থনীয়। এই বলিয়া কুলি নীরব হইল।

আরোহী কথা বার্ত্তাতে বুঝিলেন, যে এ লোকটী সাধারণ কুলি নহে, সুতরাং কৌতূহল পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কোথায়, তোমার নাম কি?"

কুলি।—ও সব কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমার নাম ও ধাম গোপন থাকাই ভাল।

আরোহী।—আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে যে, তোমার পরিচয় লই; ইহাতে ত তোমার কোন অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই।

কুলি।—(হাস্য করিয়া) আমার আবার অপকার! নিতান্তই যদি আমার বাড়ী ও পরিচয় জানিতে ইচ্ছা হয়, তবে শুনুন্। আমার বাড়ী বাঁকুড়া, আমার নাম কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আরোহী।—চমকিত হইয়া বলিলেন "তবে তুমি কুলি হইলে কেন?"

কৈলাস।—"অদৃষ্ট!"

আরোহী।—তাহাত বুঝিয়াছি, এখন সেই অদৃষ্ট চক্রের গতি জানিতে ইচ্ছা করি। তুমি কি লেখা পড়া কিছুই জান না?

কৈলাস।—বাঙ্গলা লিখিতে ও পড়িতে পারি।

আরোহী।—সে কি? আমি ত জানি যে যাহারা ব্রাহ্মণ ও লেখা পড়া জানে, তাহারা আইন অনুসারে কুলিশ্রেণী ভুক্ত হইতে পারে না। তবে তুমি কেমন করিয়া এই দুর্দ্দশাকে আলিঙ্গন করিলে? তুমি ত বড় বোকা!

কৈলাস।—আমি নিজে বোকা নহি, আমার অবস্থা আমাকে বোকা করিয়াছে। আর কুলি ডিপোর চক্রান্ত!

আরোহী।—তোমার কুলি হইবার আমূল বিবরণ শুনিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।

কৈলাস।—ইচ্ছা হইয়াছে শুনুন্। আমার বয়স যখন ২০ বৎসর, তখন আমার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার যাহা অর্থ ছিল, তাহা দ্বারা কোন প্রকারে তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম। শ্রাদ্ধের কিছুদিন পরই একেবারে অর্থশূন্য হইলাম, সুতরাং দিন আর চলে না। ছোট ভাইটী ও মা কি খান, ইহা ভাবিয়া অস্থির হইলাম। ভাবনায় চিন্তায় আর ত পেট ভরে না, কাজেই আমাকে বাধ্য হইয়া চাকরীর অন্বেষণে বাহির হইতে হইল।

আরোহী।—তার পর?

কৈলাস।—তার পর আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। পথ চিনি না, ঘাট চিনি না, যাই কোথায়? যাত্রা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছি, আর ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না, কাজে কাজেই পথ চলিতে লাগিলাম। এই-রূপে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া একজন হিন্দুস্থানী লোকের সহিত সাক্ষাৎ

হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ভাই! কলিকাতা কত দূর? সে বলিল "কেন, তুমি কি কলিকাতায় যাবে?" আমি বলিলাম, "হাঁ"।

হিন্দুস্থানী।—তবে ভালই হল, আমিও কলিকাতায় যাব। দু'জনে কথায় বার্ত্তায় বেশ যা'ব এখন, তোমার বাড়ী কোথায়?—"বাঁকুড়া।"

হিন্দুস্থানী।—তোমার নাম কি?

"কৈলাস।"

হিন্দু।—আচ্ছা কৈলাস বাবু, তোমার বয়স দেখ্‌ছি অতি অল্প, আর তোমার কথা বর্ত্তায় বুঝ্‌তে পার্‌ছি আর কখনও বিদেশে যাও নাই। তুমি কি বাড়ী হ'তে রাগ করে এসেছ?

কৈলাস—না, ভাই! আমি চাকরী করতে যাচ্ছি।

হিন্দু।—আজ কাল চাকরী পাওয়া ভার।

কৈলাস।—ভাই! কি কবি, উদর ত আর তা বোঝে না।

হিন্দু।—তুমি কি ইংরেজী জান? কৈলাস—জানি, অল্প।

হিন্দু।—তবে এস, আমি তোমাকে একটী চাকরী দিয়ে দিব।

কৈলাস।—"আচ্ছা ভাই! তা হলে বেঁচে যাই।"

এই প্রকার কথা বার্ত্তা বলিতে বলিতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা একটী আড্ডায় পঁহুছিলাম। আড্‌ডাটী বেশ জমকাল গোছের। চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ গৃহ, মধ্যে একটী পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর চতুঃপার্শ্বেই পুষ্পোদ্যান। আমরা যখন এই আড্‌ডায় পঁহুছিলাম, তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। একজন ব্রাহ্মণ পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া স্তব পাঠ করিতেছেন। তাঁহার বাহ্যিক আকৃতি দেখিয়া আমার মনে ভক্তির উদয় হইল। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনিও আমাকে দেখিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় বলিলেন, "কেহে বাপু! ভাল আছ ত? বাটীর ত মঙ্গল?" আমি তাঁহার এই ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম, আব কিছুই বলিতে পারিলাম না। কিন্তু তিনিও বিস্মিত হইয়া আবার বলিলেন "কি, তুমি আমাকে চিনিলে না, আমি যে তোমার কাকা। কি আশ্চর্য্য—'কালস্ত কুটিলা গতিঃ' ক্রমে খুড়ো ভাইপোর সম্বন্ধও যে উঠিয়া গেল! না হবে কেন এ যে কলিকাল।" আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "বোধ হয় অনেক দিন আমাদের ওদিকে আপনার যাতায়াত নাই।"

ব্রাহ্মণ।—"হাঁ এ কথা সত্য। প্রায় ১০।১৫ বৎসর হইল আমি

তোমাদের ওদিকে যাইতে পারি নাই। তবে মধ্যে একবার তোমার পিতার সহিত দেখা হইয়াছিল। "তিনি ভাল আছেন ত?" আমি বলিলাম, "তিনি আর ইহলোকে নাই।

"কি সর্ব্বনাশ! কবে তাঁহার মৃত্যু হ'ল?"—"প্রায় দুইমাস।"

"এখন তোমাদের চলিবার আর উপায় নাই।"

"ঈশ্বর যদি আমাকে কোন কাজ কর্ম্ম মিলাইয়া দেন, তবেই রক্ষা; নতুবা আর উপায় নাই।"

"এখন তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ, বিশ্রাম করে জল খাও; পরে কথা বার্ত্তা হ'বে।" আমি ইহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া মনে করিলাম যে বিধি বুঝি কূল দিলেন।

আরোহী।—"বোধ হয় কূল দিলেন কি? ইহার বিষয় তুমি যে প্রকার বলিতেছ, তাহাতে ইহাকে মন্দ লোক বলিয়া বোধ হয় না।"

কৈলাস।—"ইহাদিগকে চেনা ভার। ইহারা তুলসী বনের বাঘ। এ ব্যক্তিই আমার এই দুর্গতির মূল।'

আরোহী।—"কেন, তোমার খুড়ো কি অসৎ লোক?"

"সুধু তাও নয়, বদমায়েশের ঠাকুরদাদা।"

"তার পর?"

কৈলাস।—"তার পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া খুড়োর নিকট গেলাম! আমাকে দেখিয়া খুড়ো কহিলেন "তোমার নামটা কি বলত বাপু! অনেক দিনের কথা, তাই ভুলে গিয়েছি।" "আজ্ঞে, আমার নাম কৈলাস।

"কৈলাস! আমার নিকট একটা কর্ম্ম খালি আছে। তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে তোমাকেই দিব; কিন্তু আজই যেতে হবে।'

"আচ্ছা যাব, সে কোথায়, কার সঙ্গে যাব?" "আমার লোকেরাই তোমাকে রেখে আস্‌বে।"

সেখানে গিয়ে কি কত্তে হবে?

"বাগানের কাজ কত্তে হবে।"

"আমি সেই কাজ কর্ত্তে পারব কি? লেখা পড়া যা জানি, তা এক প্রকার ভুলে গিয়েছি।"

খুড়ো।—"সেই সব কাজে লেখা পড়া না জান্‌লেও চলে। তবে বাপু

একটা কথা এই যে, এখানকার সাহেবেরা ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থদিগকে কাজ দিতে নারাজ।”

কৈলাস—“তবে কি হবে?”

খুড়ো।—পৈতা গাছটা লুকিয়ে রাখ্‌তে হবে।”

কৈলাস। তা হলেই কি চল্‌বে?”

খুড়ো।—আরো কিছু চাই।”

কৈলাস।—সে কি?

“সে আর কিছুই নয়, সাহেব তোমাকে প্রথমতঃ পরীক্ষা করবার জন্য বলবেন, সে স্থানে কোদালের কাজ কত্তে হবে। তিন বৎসরের মধ্যে আস্‌তে পারবে না। ৫্ টাকা মাইনা পাবে। কিন্তু ইহা শুনে যদি ভয় পাও, তবে আর কাজ পাবে না। তোমায় বল্‌তে হবে যে, আমি ওসবে রাজি আছি। তারপর মাইনা ও কার্জ কর্ম্মের ভার আমার হাতে। আমি যা করব, সাহেবের সাধ্য কি যে তার অন্যথা করেন। এই বিষয়ে তোমার মত কি?”

কৈলাস—“কোন্ বিষয়ে?”

খুড়ো—“এখন যা আমি বল্লেম।”

কৈলাস।—“আমি বালক, আমা অপেক্ষা আপনি এ সব বিষয় ভাল বোঝেন। আপনি যা বল্লেন তাই করব।”

আরোহী।—কি আশ্চর্য্য! এখনও কি তুমি ইহার ভণ্ডামী বুঝতে পারলে না! এখনও কি গুণবান্ খুড়োকে চিন্তে পারলে না?”

কৈলাস।—যদি চিন্তেই পারব, তবে আর এত বিপদ হবে কেন?

আরোহী।—“তার পর কি হল?”

কৈলাস।—‘তার পর আমি সাহেবের নিকট গেলাম। খুড়োর কথা মতই কার্য্য হলী অর্থাৎ রেজেষ্টারি হল। তৎপরেই আমি বন্দী। পর দিবস প্রাতঃকালে কজন লালপাগড়ীয়ালা ও কতক গুলি ইতর লোকের সঙ্গে আমাকে রেলওয়ের গাড়িতে তুলে দিল। আমি তাদের সঙ্গে কলিকাতা হইয়া একেবারে গোয়ালন্দে পঁহুছিলাম। এখানে আসিয়াও আমার বিশ্বাস হয় নাই যে, আমি চা বাগানের কুলি হইয়া যাইতেছি; কিন্তু পর দিবস প্রতঃকালে যখন জাহাজে উঠিলাম, তাহার

কিছু পরেই জানিতে পারিলাম যে আমি বাস্তবিকই কুলি, আমার স্বাধীনতা নাই, আর জীবনের মূল্যও নাই।

আরোহী।—কেমন করে জানতে পারলে?

"প্রাতঃকালে আমরা সকলেই নিদ্রায় আছি, এর মধ্যে একজন সর্দ্দার আসিয়া বলিল যে তোমারা শীঘ্র উঠ, এখনই জাহাজ ছাড়িয়া যাইবে।" আমরা সকলে তাড়াতাড়ি উঠিলাম। এমন সময়ে অপর একজন লোক আসিয়া আমাদের সকলকেই টিনের একখানি থালা, একটী গ্লাস, একখানি কম্বল আর এক একটী করিয়া ফ্লানেলের পিরণ দিয়া গেল। আমি বলিলাম, "এগুলি লইয়া আমি কি করিব?" সে লোকটী বলিল, "এ থালাতে ভাত খাইবে. গ্লাসে জল খাইবে, পিরাণটী গায়ে দিবে, আব কম্বল পাতিয়া মজা করিয়া ঘুমাইবে।" আমি বলিলাম "আমি বামনের ছেলে, টিনের বাসনে ভাত খাব কি?" সে উত্তর করিল"চল, জাহাজে চল, বামুন টামুন বুঝা যাবে এখন।" এই বলিয়া ভেড়ার পালের ন্যায় আমাদিগকে জাহাজে লইয়া চলিল, আমরাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জাহাজে যাইয়া চড়িলাম। জাহাজ গোয়ালন্দের ঘাট হইতে ছাড়িয়া দিল। এই জাহাজের নীচের তলায় কতকগুলি ভদ্র যাত্রী, আর উপর তালায় আমরা। আমার ইচ্ছা হইল একবার নীচের তালায় যাইয়া ভদ্রলোকদিগের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলি। এই মনে করিয়া যাই নীচে নাবচি,আর অমনি একজন সর্দ্দার আমাকে গলাধাক্কা দিয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছিস্?" আমি বলিলাম, "একবার নীচে যাব।" "আর নীচে যেতে হবে না. এখানে বস।" আমি তার কথায় সেইখানে বসে পড়লেম, আর জিজ্ঞাসা কর্লেম, "কেন ভাই! আমি নীচে যেতে পারব না?" সে বল্লে "তুমি কুলি তোমাকে নীচে যেতে দিবার হুকুম নাই।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা আমি ত কুলি, এখন যাব কোথা?" সে বলিল "আসাম, শিবসাগর।"

"সে কতদূর?"

"এ স্থান হইতে প্রায় ১০।১১ দিন লাগিবে

"সে স্থান কেমন?"

"গেলেই বুঝবে।"

"সেখানে যাইয়া কি কাজ করতে হবে?"

"কোদাল মারতে হবে।"

"আমি যে কখন ওকাজ করিনাই। এখন কেমন করিয়া কোদাল মার্‌ব"।

"যখন এসেছ, তখন কর্ত্তেই হবে"।

"সেখানে কতদিন থাক্‌তে হবে"?

"৫ বৎসর। তুমি কি নেকা নাকি? যখন এগ্রিমেণ্ট দিয়া এসেছ, তখন কি তোমাকে কেহ এ কথা বলে নাই"?

"কি কর্‌ব অদৃষ্টের ভোগ। আমাকে যদি ঠিক এই সব কথা কেহ বলত, তবে কি আর মরতে আসি। আচ্ছা ভাই, এখানে আমি খাব কি"?

"ভাত খাবে।"

"কোথা খাব"?

"আর দশজন কুলি যেখানে খায়, তুমিও সেখানে খাবে"।

"কি! আমি যে ব্রাহ্মণ, তাহাতে জাত যাবে"।

"কুলির আবার জাত কি"?

"মহাশয়! এতক্ষণ আমি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াছিলাম, এখন আর পারিলাম না, আমার চক্ষে জলআসিল, মাথাটা ঘুরিয়া গেল, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভাবিয়া প্রাণ অস্থির হইল। আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—মা ত আমার আশা করিয়া বসিয়া আছেন, যে আমি চাকরী করিয়া টাকা পাঠাইব, তিনি খাবেন, আর ভাইকে খাওয়াইবেন। তাঁর আশায় ছাই পড়িল। আমার মায়ের আর কেহই নাই, এক মুঠো চাল দিয়াও জিজ্ঞাসা করিবার লোক নাই। তাও যদি জান্‌তে পারতেন যে আমার এ দুর্দ্দশা হইয়াছে, তা হলে তিনি ভাইকে নিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কর্‌তে পারতেন। তা ত কর্‌বেন না। তিনি যে আমার আশায় বসে আছেন। হায়! মায়ের ও ভাইয়ের কি গতি হইবে? আমার জীবনের সুখের আশায় ত বাজ পড়িয়াছেই, পরকালটাও গেল। আমার একূল ওকূল দুকূলই পাথার। ভগবান্! তোমার মনে কি এই ছিল। এই ভাবে আমি কতক্ষণ ছিলাম, জানি না। যখন খাওয়ার জন্য ডাক পড়িল, তখন আমার চেতনা হইল। আর সকল কুলিরা আমাকে খাওয়ার জন্য ডাকিল, আমি গেলাম না; কিন্তু ডাক্তর বাবু আসিয়া আমাকে মার্‌তে মার্‌তে খাওয়ার স্থানে লইয়া গেলেন। কি করি, ঠেঙ্গার ভয়ে

জাত ও ধর্ম্ম খোয়ালেম। তার পর মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলাম, কুলির আবার জাতই বা কি ধর্ম্মই বা কি” ?

আরোহী—“আচ্ছা, পেট ভরত ত” ?

“না মহাশয়! তাতেও বড় কষ্ট। কেবল ডাল ভাত খেতে খেতে পেটের অসুখ হয়েছিল”।

আরোহী—“কেন, ডিপোর মহাজনেরা কি খাওয়ার দ্রব্য সামগ্রী দেয় না” ?

“ইহাতে তাহাদের দোষ নাই”।

“তবে কার দোষ” ?

জাহাজের যিনি ডাক্তর, তিনি কুলিদিগের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। সেই ডাক্তরই কুলিদিগের আহার কম দিয়া প্রায় সমস্ত জিনিষই আত্মসাৎ করেন। এমন কি, আমরা যে জাহাজে যাই, তাহাতে আমাদের খাওয়ার জন্য ৭টী ভেড়া ছিল, তাহার মধ্যে দুটী দুইদিন কাটা হয়েছিল। আর পাঁচটী মরে গেল, না কর্পূর হয়ে উড়ে গেল, সে বিষয় আমি কিছুই জানি না। মহাশয়! বলব কি, চা-করদের সংস্রবে যাহারা থাকে, তাহাদের মধ্যে একটীও ভাল লোক আছে কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।

“তার পর কি হল ?”

এই প্রকারে কষ্টে সৃষ্টে ১৩ দিনে ডিকোমুখের ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে আমরা জাহাজ হইতে নামিলাম। জাহাজ থামিলেই দুইজন চাপরাসী ও একজন ডাক্তার আমাদিগকে লইতে আসিলেন। আমাদের জাহাজের ডাক্তার আমাদিগকে ঐ ডাক্তারের হাতে দিলেন, আমরা ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া একটা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই জঙ্গলটা অতি ভয়ানক; দেখিলে গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়, জোঁক কিল কিল করিতেছে, মশা ও ডাঁস পোকা ডাক ছেড়ে আমাদের চারিদিকে আসিয়া ঘেরিয়া ফেলিল। কি করি, আর দশজনের সঙ্গে কতকদূর গেলাম, কতকদূর যাইয়া দেখি ১০। ১২ খানি ঘর, ইহার মধ্যে যে ঘরখানি অপরিষ্কার সেই খানি কুলি ডিপো।

এই জঙ্গলে আবার কুলি ডিপো কি ?

আসামের অনেক স্থানেই জাহাজের ঘাটের নিকটে এক একটা কুলি ডিপো থাকে, নবাগত কুলিরা ঐ স্থানে একদিন কি দুইদিন

বিশ্রাম করিয়া বাগানে চলিয়া যায়; আমাদিগকেও ঐ ডিপোতে দুই দিন থাকিতে হইল, তৃতীয় দিন আমরা কর্ম্মস্থানে অর্থাৎ চা-বাগানে পৌঁছিলাম। বাগিচা দেখিয়াই ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। চারিদিকে ভয়ানক জঙ্গল, মধ্যে বাগিচা, বাগিচার ঠিক মধ্যস্থলে সাহেবের বাঙ্গালা, এক কোণে কুলি লাইন অর্থাৎ কুলিদিগের থাকিবার কুড়ে ঘর, কুলি লাইনের পশ্চাতে একটী খাল। আমরা চাবাগানে পৌঁছিলেই বাগানের সর্দ্দার আসিয়া আমাদিগকে কুলি লাইনে দিয়া আসিল; সেই দিন আমাদিগকে কোন কাজকর্ম্ম করিতে হইল না, পরদিন প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই ঘণ্টা বাজিল, আর কুলি লাইনের মধ্যে বাগানের সর্দ্দারেরা আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, ঘণ্টা বাজিয়াছে, কাজের বেলা হইয়াছে, উঠ, উঠ। এই চীৎকারে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলাম, আমি যেই বাহিরে আসিয়াছি, অমনি একজন সর্দ্দার আমার হাতে একখানা কোদালি দিয়া বলিল আমার সঙ্গে এস, কাজ দেখাইয়া দিতেছি। আমি তাহার হস্ত হইতে কোদালি খানি কান্ধে করিয়া তাহার পিছনে পিছনে গেলাম। মহাশয় দেখুন, ভদ্র ব্রাহ্মণের ছেলের কেমন উপযুক্ত চাকুরী! আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, আমাকে এইরূপ অবস্থায় পড়িতে হইবে। হায়, জাতি, কুল, মান সকলই গেল, অবশেষে হয়ত এই জঙ্গলেই প্রাণটা যাবে। আর কি কবি সর্দ্দারের পিছনে পিছনে কতকদূর গেলাম, তারপর সর্দ্দার আমাকে একটা জমি দেখাইয়া বলিল, দেখ এই জমিটুকু আজ তোমাকে বেশ করিয়া কোপাইতে হবে, এই কাজটী করিতে পারিলেই তোমার এক রোজ কাজ হইবে, যদি দুই প্রহরের মধ্যে এই কাজটুকু নিকাস করিয়া ফেলিতে পার, তাহা হইলে তোমার এক হাজিরা অর্থাৎ এক দিনের পূরা কাজ হইল, যদি বেশি কাজ করিতে পার তবে ডবল হাজিরা পাইবে।

আরোহী—এত বড় ভাল নিয়ম।

কৈলাস—আঠার হাতে এক নল, ইহার বিশ নল জমি না কোপাইলে এই বাগিচার নিয়মানুসারে এক রোজের কাজ হইবে না। এত জমি কোপাইয়া তারপর কি আর কাজ করা যায়, এমন কি, আমি যতদিন কোদালের কাজ করিয়াছি, তার মধ্যে এক দিনও পূরা হাজিরা খাটিতে পারি নাই। তাহাতে আবার আমার এই হাতে খড়ি, আমি অতি অল্প

কাজ করেই কাতর হইয়া পড়িলাম, আর খাটিতে পারিলাম না, সমস্ত গায় ব্যথা হইল। আর কি করি, কিন্তু মনিব ছাড়ে কৈ, কষ্টে, সৃষ্টে, কাজ করিতে লাগিলাম, এমন সময় খাওয়ার ঘণ্টা বাজিল, অর্থাৎ বারটা বাজিল, তখন সিকি হাজিরা করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আর বিকালে যাইয়া সিকি হাজিরা কাজ করিলাম, সমস্ত দিনে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আর হাজিরা কাজ করিলাম, অর্থাৎ সমস্ত দিন কাজ করিয়া মাসিক পাঁচ টাকা মাহিনার হিসাবে পাঁচ পয়সা উপার্জ্জন করিলাম। আসামে দ্রব্য সামগ্রীর যেরূপ মূল্য তাহাতে দশ পয়সার কমে দিন চলে না,—সুতরাং প্রথম দিন আমাকে উদরান্নের জন্য পাঁচ পয়সা ঋণী হইতে হইল। এইরূপে দিন দিনই ঋণ বৃদ্ধি হইয়া এগ্রিমেণ্টের সময় পূর্ণ হইলে, সাহেবের হিসাব পত্রে দেখা যায়, যে তাহার নিকট ত্রিশ বা চল্লিশ টাকা দেনা আছে। কাজে কাজেই এগ্রিমেণ্টের সময় পূর্ণ হইলেই যে কুলিরা দেশে ফিরিয়া আসিতে পারিবে, তাহার কোন পথ নাই। একদিকে দেনা, তারপর রাহা খরচ। বুঝুন কুলির জীবন কি কষ্টের। এগ্রিমেণ্ট পূর্ণ হইলে, মনে মনে আশা হয়, যে এবার দেশে ফিরিয়া যাইব; কিন্তু এগ্রিমেণ্ট পূর্ণ হইবার দুই এক দিন পূর্ব্বেই সাহেবের লোকেরা বলে, তোমার নিকট এত টাকা সাহেবের পাওনা আছে, হয় আবার এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দেও, না হয় দেনা শোধ করিয়া দেশে চলিয়া যাও। গরিব কুলি টাকা কোথায় পাইবে, সুতরাং আবার দাসখত লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়, মোদ্দা কথাটা এই যে, একবার কুলি হইয়া আসামে আসিলে, অনেকের ভাগ্যে দেশে ফিরিয়া যাওয়া বড় মুস্কিল। এখন বুঝ্‌লেন ত, একরূপ হাজিরা প্রথা কতদূর অন্যায়।

আরোহী।—হাঁ, বুঝিয়াছি, যেমন নীলের দাদন লইলে তিন পুরুষেও দাদনের টাকা শোধ হইত না, ইহাও সেইরূপ।

কৈলাস।—না মহাশয়, তা হতেও বাড়া। ডবল হাজিরা কোন কুলিই খাট্‌তে পারে না। বৎসরের পর হাজারের মধ্যে এক আধ জন হাজারি-বাগের কুলি ডবল পাইয়া থাকে।

"আচ্ছা কৈলাস, তুমি ত অনেক দিন চা বাগানে কাজ করিয়াছ, চা বাগানে কি অন্নকষ্ট আছে" ?

আইনে লেখা আছে, তিন টাকা হিসাবে কুলিরা বাগান হইতে ভাত খোরাকী পাইবে, কিন্তু সে কেবল আইনের কথা মাত্র। আমাদের বাগানের

চাল ঘোড়ার দানা হতেও খারাপ। সপ্তাহে সপ্তাহে কুলিদের জন্য চাল বাঁটা হয়। যাহারা চাল ওজন করে, তাহারা এত চুরি করে যে, পাঁচ সেরের মধ্যে চার সের দেয় কি না সন্দেহ। চার সের চালে কি আমাদের মত লোকের এক সপ্তাহ চলিতে পারে? সুতরাং আধপেটা খাইতে হয়, কিন্তু ও দিকে আবার দামটী পোরপুরি। তারপর প্রথম দিন ত চলে গেল, দুই প্রহর পর্য্যন্ত কাজ করিয়াই ত অচেতন হইয়া পড়লাম। আর কয়েকজন কুলি ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে আমি চেতনা পেয়ে দেখি ডাক্তার বাবু ও সাহেব আমার সম্মুখে উপস্থিত, ডাক্তার বাবু আমার হাত ধরে বললেন এর কোন রোগ হয় নাই, এ বদ্‌মায়েসী করিতেছে। এই কথা শুনিয়া সাহেব রাগে টং হইয়া আমাকে যে মারটা মারলেন, তা আমি কথায় প্রকাশ করিতে পারি না। মহাশয় গরিবের মা বাপ নাই, এই রাক্ষসের পুরীতে আমাকে যে ধরে, এমন একটী লোকও নাই। কি করি, চোরের মত মার খেয়ে আবার অচেতন হলেম! সাহেব ও ডাক্তর বাবু চলিয়া গেলেন।

আরোহী।—ডাক্তর বাবুরাও কি বড় নির্দ্দয়, তারা ত বাঙ্গালি।

কৈলাস।—ডাক্তার বাবুরা নির্দ্দয় কি সাধে। এক দিন আমি শুনিয়াছি যে সাহেব ডাক্তর বাবুকে বাঙ্গালা ভাষায় এই কয়টী কথা বলিয়াছিলেন- "দেখ বাবু, তুমি কুলিদিগকে পীড়া হইলেই ছুটী দেও, ফের যদি এরূপ কার্য্য কর, তাহা হইলে তোমাকেও শাস্তি দিব। আর তুমি মনে করিও না ইহারা মানুষ। ইহাদের প্রতি দয়া করিলে কি আর বাগানের কাজ চলে?" কাজে কাজেই প্রাণের দায়ে ডাক্তর বাবু নির্দ্দয় হইয়াছেন।

"তোমাদের বাগানে কত কুলি?"

চার শতের উপর।

আচ্ছা এত গুলি লোকের মধ্যে তোমার খবর লইবার লোক ছিল না? কুলিদিগের মধ্যে কি কাহারও সঙ্গে কাহার সদ্ভাব নাই? —

তা না থাকিবে কেন।

—তবে তোমার ওরূপ অবস্থা হইল কেন? তবে শুনুন; কুলিদের সদ্ভাবের অর্থ বিয়ে! চাবাগানে যদি অবিবাহিতা না বিধবা থাকে, আর নূতন কুলিদিগের মধ্যে, যে কোন জাতিই হউক না কেন, যদি অবিবাহিত থাকে তবে সাহেব যেন তেন প্রকারেণ ইহাদের মধ্যে ঘটকালী করিয়া

একটা বিবাহ দেন। আর নূতন কুলিদের মধ্যে যদি সুশ্রী স্ত্রীকুলি থাকে, তবে তাহারা আর কুলিদের স্ত্রী হইতে পারে না। সাহেব বা বাবুরা তাহাদিগকে আত্মসাৎ করেন, এই বিবাহের স্থায়ীত্ব আবার সহেবের অনুগ্রহের উপর। সাহেব যদি কোন কুলির উপর বিরক্ত হন, তাহা হইলে রামের স্ত্রী শ্যামকে দিয়া সেই বিরক্তির ঝাল উঠাইয়া লন।

আরোহী।—ইহাকে বিবাহ না বলিয়া আর কিছু বলিলেও চলে।

কৈলাস।—আচ্ছা, যা ইচ্ছা হয় বলুন, কিন্তু মোদ্দা ঘটনাটা এই, এমনও শুনা গিয়াছে, কুলির প্রকৃত বিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রীকেও সাহেব কাড়িয়া লইয়া গিয়াছেন।

উঃ কি সর্ব্বনাশ, এই যে দাসত্ব-প্রথা, এখানে যে দয়া ধর্ম্ম কিছুই নাই।

তার পর—এইরূপে কিছুকাল চলিয়া গেল, আমি আর কোদালের কাজ করিতে পারিলাম না, সুতরাং আমাকে চা-পাতা তুলিতে দিল, এখানেও ছয় সের পাতা না তুলিলে একরোজ হয় না, আমি একদিনও ছয় সের পাতা তুলিতে পারি নাই। আবার সাহেব চটিয়া আমাকে মার দিলেন, আমি কি করিব স্থির করিতে পারিলাম না। একে আধপেটা খাওয়া, তার পর উদরের পীড়ায় অস্থির; ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তারও রোগী বলিয়া ছুটী দেন না, এদিকে সাহেবের ঠেঙ্গানি; ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতে পারিয়া আর কয়েকজন কুলির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পলায়ন করিলাম।

আরোহী।—কোথা গেলে?

একেবারে দেশে।

কেমন করে গেলে?

—বড় আশা করিয়া দেশে গিয়াছিলাম, মনে ছিল দেশে গিয়া মা ও ভাইকে দেখিব, কিন্তু আমার অদৃষ্টে তাহা হইল না।

কেন? তোমার মা ও ভাই কি নাই?

তার কিছুই জানি না।

তবে বাড়ী গিয়া কি করিলে?

আমার আর কি করিবার সাধ্য আছে, আর আমি কিবা করিব, আমি যে চা-কর সাহেবের কেনা গোলাম! পথের পরিশ্রমে বড় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, আহার নিদ্রা ছিল না বলিলেই চলে, কেবল দিন রাত পরিশ্রম করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপ চলিয়া বাইস দিনের

দিন আমাদের গ্রামের নিকট আসিয়া পৌঁছছিলাম। এখন মনে আশা হইল, মা ও ভাইকে দেখিয়া সকল কষ্ট ভুলিয়া যাইব। আমার দুঃখ কাঙ্গালিনী মাকে শুনাইব, মা কাঁদিবেন, আমি কাঁদিব, মা আমার কষ্ট বুঝিবেন, আমিও মার কষ্ট বুঝিব। কিন্তু মহাশয়, আমি বাড়ী যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার এই যন্ত্রণা দ্বিগুণ হইল। আমি বড়ী যাইয়া দেখি বাড়ী খালি। ঘর কয় খানি ভাঙ্গিয়া পাড়িয়াছে। মা ভাইটীকে লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, আমি খালি ঘরে প্রবেশ করিয়া মা মা বলিয়া ডাকিলাম। পাগলের মত হইয়া, ভাইএর নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, কেহ সাড়াও দিল না। পরে মেয়ে মানুষের মত চীৎকার করিয়া মা, মা, বলিয়া কঁদিতে লাগিলাম; আমার কান্না শুনিয়া পাড়া প্রতিবাসীরা আসিয়া জুটিল। আমি তাহাদিগকে আমার মা ভাইর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা বলিল, "তোমার মা এত দিন তোমার পথ পানে চাহিয়া ছিলেন। ভিক্ষা কবিয়া নিজে খাইতেন। আর তোমাব ভাইকে খাওয়াইতেন। আজ প্রায় মাস দুই হইল, তাহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। শুনিতে পাই, তোমাব মা নাকি কলিকাতা কোন বড় মানুষের বাড়ীতে রাধুঁনিব কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।" আমি এই কথা শুনিয়া আরও চীৎকার করিয়া মা, মা, বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, প্রতিবেশীবা আপন আপন কাজে চলিয়া গেল, আমার সান্ত্বনাব জন্য কেহই রহিল না। আমি আর কত কাঁদিব, আর কাঁদিলেই বা কি হইবে, অথবা কাঁদিবাব জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়া যাইব।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল প্রতিবেশীদের আর কেহই আমার খবর লইল না। কি করি সন্ধ্যার পবে, মায়েব উদ্দেশ্যে কলিকাতার দিকে চলিলাম। রাত্রিতে একটা আড্ডায় বিশ্রাম করিলাম, পর দিন আড্ডা হইতে বাহির হইয়াছি, এমন সময় কে যেন আমকে ধরিয়া আনিল। এই বলিয়া সে অনবরত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, আরোহী স্থানান্তরে চলিয়া গেলেম।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে আদঃমণি চা বাগিচাতে না যাইয়াই বাগিচাকে নরক বলিল কেন? তাহাব কারণ এই, তাহাতেও নরক অপেক্ষা বীভৎস কাণ্ড সব হইয়া থাকে, সন্ধ্যার পরই কুলি রমণীদিগের

উপর পাশব অত্যাচার হইতে আরম্ভ হয়, ইহাতে ষ্টীমারের সারং হইতে নিম্ন খালাসি পর্য্যন্ত লিপ্ত, অনেক জাহাজে আবার ডাক্তার পর্য্যন্ত ফাঁক যায় না। উঃ! কি পাশব অত্যাচার। লিখিতে লজ্জা হয়, আর না। এই নারকীয় দৃশ্য আদরমণি দেখিয়াছিল, তাই চা বাগানকে নরক বলিয়া উল্লেখ করিল।

এই জাহাজে ৫০০শত কুলি ছিল। কুলি বোঝাই জাহাজ গুলি অপরা-পর মালের ন্যায় প্রায় প্রতি ষ্টেসনেই ১০।১৫, ৫০।৬০ করিয়া কুলি নাবাইয়া আসে। কুলি নাবাইবার নিয়ম এই যে প্রত্যেক জেলাতে অথবা প্রধান প্রধান ঘাটে এক একজন গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত ডাক্তার আছেন, ষ্টিমারের কর্ত্তা ঐ ডাক্তারের হস্তে কুলিদিগকে বুঝাইয়া দেন, ঐ ডাক্তার কুলিদিগকে বাগিচায় পাঠাইয়া দেন। যেখানে গবর্ণমেণ্ট হইতে ডাক্তার নিযুক্ত না থাকে, ষ্টিমার এজেণ্টেরা কলিদিগকে বুঝিয়া লয়।

অনেক ঘাট অতিক্রম করিয়া আজ সন্ধ্যার সময় ষ্টিমার শোণিত-পুরের ঘাটে পৌঁছিল, আজ এখানে বেত ও কলির ১০০ শত কুলি নাবিবে; সুতরাং বড় ভিড়, উভয় বাগিচা হইতেই দুই জন চাপরাশি ও এক একজন মুহুরি আসিয়াছে, ডাক্তার বাবু বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। জাহাজের ডাক্তার ১০০ শত কুলি ও তাহাদেব এগ্রিমেণ্টের কাগজগুলি শোণিতপুরের ডাক্তারের হাতে বুঝাইয়া দিলেন, ডাক্তাব বাবুও কুলিগুলিকে গণিয়া আপনার ডিপোতে লইয়া গেলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

পাঠজুড়ি কুক সাহেবের বাগান।

আজ বড় আনন্দের দিন, স সাহেব অনেক দিনের পর বাগানে আসিয়াছেন, দুর্গোৎসবের সময়ে বিদেশস্থ পিতার আগমনে পুত্র কন্যাগণ যেরূপ আনন্দিত হইয়া পিতার চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া বসে এবং ভালমন্দ নানা-প্রকার সংবাদ বাবাকে বলে, আজ কুলিরাও সেইরূপ স সাহেবকে ঘেরিয়া বসিল ও আপনাদিগের সুখ দুঃখ কাহিনী বলিতে লাগিল। সাহেব কুলি বালক বালিকাদিগকে মিষ্টান্ন বিতরণ করিলেন; কাহাকে খেলনা, কাহাকে

ঘুমুসি, কাহাকে বা ২।১ টী পয়সা দিয়া ভালবাসা জানাইয়া বিদায় দিলেন; কুলিরা আনন্দমনে আপন আপন কার্য্যে চলিয়া গেল। এই বাগানটী বড় বৃহৎ, ৩০০০ হাজার কুলি অনবরত কার্য্য করিয়াও কার্য্য শেষ করিতে পারে না। বাগান বৃহৎ হইলে কি হইবে, কুলির সংখ্যা অল্প হইলেও কিছু আসে যায় না; কিন্তু কার্য্যে মনোযোগী হওয়া চাই। মনিবের প্রতি পিতৃবৎ শ্রদ্ধা ভক্তি থাকা চাই, এই বাগানে তাহাই ছিল, কোন কুলি কাজে গাফ্‌লতি করিত না, সকলেই আপনার মনে করিয়া অনবরত পরিশ্রম করিত, ইহার জন্যই স সাহেব এত অল্প কুলি দিয়া এই বৃহৎ বাগান চালাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই বাগিচার আর একটী বিশেষ গুণ এই ছিল যে, তিনি এগ্রিমেণ্টের কুলি বড় আনিতেন না, অর্থাৎ কলিকাতা হইতে ৩ বা ৫ বৎসরের এগ্রিমেণ্ট করিয়া কুলি আনা তাঁহার অভ্যাস ছিল না, তাঁহার বাগানের পার্শ্ববর্ত্তী বাগান সমূহ হইতে এগ্রিমেণ্টের উত্তীর্ণ কুলিরা ১ বৎসর এগ্রিমেণ্ট দিয়া কুলি শ্রেণীভুক্ত হইত, তারপর সাহেবের সদ্ব্যবহারে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ চিরজীবনও এই বাগানে থাকিয়া যাইত, আর কেহ কেহ ১০।১২ বৎসর পরে বাড়ী যাইত, আবার ফিরিয়া আসিত। এইরূপ সদ্ব্যবহার করিলে বাগিচারও লাভ, কুলিদিগেরও লাভ, কারণ অল্প পয়সাতে কুলি সংগ্রহ হইতে পারে, সংগৃহীত কুলিরা কার্য্যে অবহেলা করে না ও পলাইয়া যায় না। তবে যে কেন সাহেব মহাত্মারা কুলিদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

সাহেব স্নান আহার করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রিয়তম রাম সর্দ্দার তথায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সাহেব রাম সর্দ্দারকে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন "বস, ভাল আছত! তোমার অধীনস্থ কুলিরা ভাল আছে?" বাগানের অপরাপর সাহেবেরা কুলির সর্দ্দারদিগকে নিকটে আসিতে দিতেন না। ইঁহার প্রকৃতি সেরূপ ছিল না, ইঁহার অবারিত দ্বার। আহার ও শয়নের সময় ব্যতীত, কি কুলি, কি সর্দ্দার, কি বাবু সকলেই ইঁহার কাছে যাইতে পারিত; তাই আজ রাম সর্দ্দার সাহেবের কাছে উপস্থিত।

সাহেব।—রাম! আজ অসময়ে এখানে কেন?

রাম।—কিছু কথা আছে—কি কথা বলব! বল্‌তে লজ্জা করে,—তবে কি কর্‌ব আপনি বাপ্, আপনাকে বল্‌তেই হবে, আমাদের নূতন কেরাণী বাবু আমার লাইনের রামণিকে বিগ্‌ড়াইয়াছেন; এখন তাহার গর্ভ হইয়াছে, সে

বেচারী বল্‌তেও পারে না আর বাগানের কাজও করতে পারে না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আজ ১৫ দিন হইল আমি তাহার আহার যোগাইতেছি, আমি গরিব, আমি আর কত দিন চালাইব, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার প্রসব হওয়া পর্য্যন্ত মাসিক ৩ তিনটি করিয়া টাকা দিন। আমার এই কথা শুনিয়া বাবু আমাকে জুতা লইয়া মারিতে আসিয়াছিলেন, আমি সব কথা চাপিয়া গেলাম, মনে করিলাম আপনি আসিলে সব বলিব, তার পর আপনি যা করিবেন তাহাই হইবে। এখন আপনি আসিয়াছেন, ইহার একটী বিলি ব্যবস্থা না করিলে সে বেচারী মারা যায়। রাম সর্দ্দারের কথা শুনিয়া স সাহেব তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, একেবারে চেয়ার হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ঘরের ভিতরে বেড়াইতে লাগিলেন, এবং রাম সর্দ্দারকে বলিলেন "তুমি বাবুকে শীঘ্র ডাকিয়া আন।" রাম তখনি বাবুর বাসায় যাইয়া বাবুকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। স সাহেব আজ আর বাবুকে বসিতেও বলিলেন না এবং তাহার সহিত কোন প্রকার সম্ভাষণও করিলেন না। বাবু সেলাম করিলেন, সাহেব তাহা গ্রহণ না করিয়াই বলিলেন "দেখ কেরাণী বাবু, আমি তোমাকে ভদ্র সন্তান মনে করিয়া আমার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম; তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, আমি ইতি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগকে আমাদের দেশীয় লর্ড ফ্যামিলির লোকের ন্যায় মনে করিতাম, আজ আমার সেই ভ্রম দূর হইল, আজ বুঝিলাম তুমি ইতর জন্তু বিশেষ, বিশ্বাসঘাতক! আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস করিয়া আমার পুত্র কন্যা সদৃশ কুলিদিগকে তোমার হাতে রাখিয়া যাই। তুমি একবার ভাবিলে না যে, তুমি তোমার মনিবের অসাক্ষাতে কি করিতেছ! ইহারা কুলিই হউক আর ইতর জাতিই হউক, ইহারা আমার পুত্রকন্যা, আমার এত টাকা কড়ি, এত ধন দৌলত ইহাদের পরিশ্রম দ্বারাই হইয়াছে; নতুবা আমি যে কড়ার ভিখারী ছিলাম, সেই কড়ার ভিখারীই থাকিতাম। যাহারা বিন্দু বিন্দু রক্ত ক্ষয় করিয়া আমার বাগিচার উন্নতি করিয়াছে, আর সেই দৌলতেই আমি বড় লোক, ধনী ও মান্যগণ্য, তাহারা কি আমার পুত্রকন্যা নয়? তোমার যদি ভদ্রতা থাকিত ও মনুষ্যত্ব থাকিত, তবে তুমি বুঝিতে পারিতে, তুমি কি পাপ কার্য্য করিয়াছ। এখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে অবশ্যই করিতে হইবে। তুমি রামমণিকে লইয়া একত্র বাস কর, তাহার সন্তান হইয়া বড় হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিপালন কর, নতুবা তোমার সমূহ বিপদ"। ইহা

শুনিয়া কেরাণী বাবু অবতার মুখোপাধ্যায় বলিলেন "আপনার কথা অনুসারে চলিলে আমার কৌলিন্য গৌরব ও বংশ মর্য্যাদা যায়।

সাহেব।—(সক্রোধে)! "নরাধম তুই একজন অবলার সতীত্বনাশ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিলি, তাহাতে তোর জাতি ও কুল গৌরব গেল না! আর যত কুলের গৌরব তাহাকে অন্নবস্ত্র দিতে? এখন তোমার কুলই যাক্ আর মানই যাক্, আমি তোমাকে ছাড়িব না, ইহার শাস্তি অবশ্যই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে।" বাবু।—মান বেশি না চাকরি বেশি। আমি আপনার চাকুরী ছাড়িয়া আজই চলিয়া যাইব, আমার গত মাসের মাহিনা ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দিন, আর আমার জিনিস পত্র। সাহেব।—"হাঁ মাহিনা ও জিনিস পত্রত নগদ নগদই পাবে। এখনি তোমাকে আমার বাগানের নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে, আমার বাগানের নিয়ম এই যে, স্ত্রী অপারগ হইলে স্বামী স্ত্রীর হইয়া খাটিয়া দিবে, এবং তোমার স্ত্রী অপারগ, তুমি তাহার হইয়া কার্য্য কর; সে পাতা তুলিত, তুমি কোদাল মার। আজই তোমাকে কোদালের কাজ করিতে হইবে, নতুবা সে খাবে কি?" বাবু।—"আমি ভদ্র সন্তান, আমি কখনই সামান্য কুলিদের ন্যায় কোদাল মারিতে পারিব না।" সাহেব।—আবে কুলিরা ভদ্র সন্তান কি নয়? ভদ্রতা কি কাহার গায়ে লেখা আছে? ব্যবহারই ভদ্রাভদ্রের চিহ্ন; তুমি সামান্য কুলির মত ব্যবহার করিয়াছ, সুতরাং সামান্য কুলি বই আর কিছুই নও।" এই কথা শুনিয়া অবতার বাবু বলিলেন, "এত অপমান্ সহ্য করিয়া আমি আর আপনার কার্য্য করিতে পারি না, চলিলাম," এই বলিয়া বাবু যেই সাহেবের বাঙ্গালা হইতে বাহিরে গেলেন, অমনি সাহেব হুকুম দিলেন, "কে আছ, কেরাণী বাবুকে ধর আর একখানা কোদাল আনিয়া ইহার হাতে দাও, আর আমার বাঙ্গালার নিকটবার নল জমি মাপিয়া ইহাকে কোপাইতে দাও।" সাহেবের হুকুম শুনিবা মাত্র ৪। ৫ জন লোক বাবুকে ধরিয়া ফেলিল এবং কোদাল হাতে দিয়া কুলির কার্য্যে নিযুক্ত করিল। এদিকে সাহেব এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখাবার জন্য সকল কর্ম্মচারী ও কুলিদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তাহারা আসিয়া নূতন সংএর মতন বাবুর কার্য্য দেখিতে লাগিল। অবতার বাবু ২। ৪ কোদাল মাটি কোপাইয়াই পরিশ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইলেন; ইহা দেখিয়া সাহেবের দয়া হইল, তিনি সর্দ্দারদিগকে হুকুম দিলেন "ইহাকে আমার বাগান হইতে বাহির করিয়া দাও, আর ইহার

প্রাপ্য টাকা হিসাব করিয়া অর্দ্ধেক রামমণিকে দাও। ইহার জিনিসপত্র যা কিছু আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া যা কিছু হইবে, তাহা রামমণির ভাবী সন্তানের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় হইবে। সাহেবের এই হুকুম কার্য্যেতে পরিণত হইল। অবতার বাবুকে সেই মুহূর্ত্তেই চিকা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অবতার বাবু যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, কি অরাজক! কুলির মুল্লুকে বিচার নাই, এই কস্মত চা বাগানের প্রত্যেক সাহেব ও বাবুই করিয়া থাকেন। আমি অপরাধী হইলে আইন আদালতের আশ্রয় লওয়া উচিত ছিল, কি অবিচার।—কি অবিচার! ইহার উত্তরে সাহেব বলিয়াছিলেন, আমার বাগানের আইন আদালত আমি নিজে, আমার বাগানে এরূপ কুৎসিত ঘটনা হয়, ইহাই লজ্জার বিষয়, এর আর আইন আদালত করিব কি?

নবম অধ্যায়।

কেনারামের পলায়ন।

পাঠক! চলুন এখন আবার শোণিতপ্লবস্থ কিনু সর্দ্দারের একবার সংবাদ লইয়া আসি, বেত সাহেবের পদাঘাতে কিনুর মাথায় ও পেটে বড় চোট লাগিয়াছিল,, প্রহারের চোটে তাহার যত না যন্ত্রণা হইয়াছিল, কথার চোটে তাহার অনেক অধিক যন্ত্রণা হইয়াছিল। বেত সাহেব বলিয়াছিলেন, "তোর স্ত্রীকে নিধি সর্দ্দারের সঙ্গে বিয়ে দিব;" এ কথাতে কিনুর হৃদয়ের মর্ম্ম পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল। বেত সাহেবের নিকট প্রহার খাইয়া কিনু নিজের পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল।

এদিকে কিনুর স্ত্রী তাহার আসিবার বিলম্ব দেখিয়া "ঘর বাহির" করিতেছে, দেখিলে বোধ হয় বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় তাহার অন্তর ছট ফট করিতেছে। ঘরেও সুখ নাই, বাহিরেও সুখ নাই, কেবল আশঙ্কা—স্বামীর প্রাণবিনাশের আশঙ্কা, এইরূপ অবস্থায় কিনুর স্ত্রীকে ১ ঘণ্টা কাল কাটাইতে হইয়াছিল। তার পরই কিনু আসিয়া উপস্থিত।

কিনুর স্ত্রী কিনুকে দেখিয়া বলিল "ধড়ে প্রাণ এল, ভাবিতেছিলাম, না জানি বিধাতা আজ আমার কপালে কি লিখেছেন? আমার বাবা তুমোর

শিকারী ছিলেন, যদি কোন দিন বাবার আসিতে বিলম্ব হইত, মা ভাবিতে ভাবিতে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বলিতেন, 'কথায় বলে বাঘ শিকারীর ভাত রেঁদ, শুয়োর শিকারীর ভাত রেঁদ না'। তুমিত মাঝে মাঝে জঙ্গলে যাওই, জঙ্গল হইতে ফিরে আস্‌বার বিলম্ব হইলে আমার তত ভয় হয় না, কারণ আমাদের এ জঙ্গলে বাঘই অধিক, কিন্তু সাহেবের বাঙ্গালা হইতে আসিতে বিলম্ব হইলে আমার বড় ভয় হয়। আমাদের সাহেবটা না যেন শুয়োরটা, সর্ব্বদাই শুয়োরের মত গোঁ ধরিয়া থাকে, কখন কাহাকে কামড়ায় তার ঠিক নাই, এখন ভালোয় ভালোয় আসিয়াছ ত? তোমার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া ভয়ে ভাবনায় আমার বুকটা ধড়াস ধড়াস করিতেছিল।

কিন্নু।—আজকার সংবাদটা বড় ভাল নয়, মেরেছে।—শালা মেরে ফেলেছে এই দেখনা—এই বলিয়া মাথার ও পায়ের ক্ষত স্থান দেখাইয়া দিল।

কিন্নুর স্ত্রী স্বামীর এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিল "তুমি এমন কি করিয়াছ যে সাহেব তোমাকে একেবারে মেরে রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছে?"

কিন্নু।—আরে এখন কাঁদবার সময় নেই, বড় বিপদ উপস্থিত।"

(ভয় বিহ্বল স্বরে) "আঁ! আঁ! কি হইয়াছে?"

কিন্নু।—"আর হবে আমার মাথা আর মুণ্ডু।"

কিন্নুর স্ত্রী (কাতর স্বরে) "তোমার দুইটী পায়ে পড়ি, বলনা কি হয়েছে, বলনা।"

কিন্নু।—"আরে বল্‌ছি স্থির হ।" এই বলিয়া কিন্নু আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল।

কিন্নুর স্ত্রী সমস্ত কথা শুনিয়া বলিল "এখন উপায় কি? তুমি যদি আমাকে ফেলে দেশে যাও, তবে আমি গলায় দড়ি দিয়া মর্‌ব, তবে ছেলে দুইটী"—এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

কিন্নু স্ত্রীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল।—"তুমি কেঁদনা, আমি তোমাকে ফেলিয়া যাব না।"

কিন্নুর স্ত্রী (কান্দিতে কান্দিতে) তবে কি কর্‌বে! এখানে থাকিলেও ত রক্ষা নাই।

সাহেবটী যে ছাগোল। আমি মনে মনে ঠিক করিয়াছি স সাহেবের বাগানে যাব, সেখানে গিয়ে পড়লে আর কোন ভাবনা নাই।

কিনুর স্ত্রী।—"সাহেব যেতে দিবে কেন?"

কিনু—"যেতে দেবে না কেন, আমরা ত আর এখন তার এগ্রিমেন্টের কুলি নই, যে সাহেব ধ'রে বেঁধে রাখবে, আর চ'লে গেলে জেলে পুরে দেবে?

তোমার ত এগ্রিমেন্ট নাই—

আমার যে এগ্রিমেন্ট ছিল আজ ১৫ দিন হইল ফুরাইয়া গিয়াছে, তবে ব'লে কয়ে গেলে যেতে দেবে না। কাল রবিবার আর আর রবিবার যেমন হাটে যাই কালও সেইরূপ হাটে যাইবার ভাণ করিয়া বনের রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইব, বনের রাস্তাটা খারাপ বটে, বাঘ ভাল্লুক আছে—কি করিব—বরং এ বাগানে বেঁচে থাকা অপেক্ষা বাঘ ভাল্লুকের হাতে মরা ভাল, তবে গরু বাছুর জিনিস পত্র সব রেখে যেতে হবে। এতে রাজি আছত?

কিনুর স্ত্রী।—"ওসব যেয়েও যদি আমরা বেঁচে যেতে পারি তাও ভাল, কিন্তু তুমি যে বাগানে যাইবার কথা বলছিলে সে সাহেবটী কেমন, শিব গড়তে যেয়ে ত বানর গড়া হবে না? সেও সাহেব, এও সাহেব, সেও চা-কর, এও চা-কর।"

কিনু।—সাহেব বড় ভাল লোক, যেন শিবটী—কি সাহেব কি বাঙ্গালী সকলের মধ্যেই ভাল মন্দ দুইই আছে, তবে সাহেবদের ক্ষমতা আছে যা ইচ্ছা করতে পারে—বাঙ্গালীদের ক্ষমতা নাই, একটু আধটু অন্যায় করিলেই কঠিন শাস্তি হয়। তাহা বাবুরা একটু ভয়ে ভয়ে চলে, বড় এদিক ওদিক করিতে পারে না, তবে এটী জেন সুবিধা পেলে ও ক্ষমতা থাকলে কেহই শুধু কথায় ছেড়ে দেয় না।

কিনুর স্ত্রী।—"তুমি যে সাহেবের নাম করলে তার বাগান কোথায়, সেখানকার লোকজন কেমন?"

কিনু।—"যে বাগানের নাম কল্লেম সে বাগান চিক্কায়—আর লোকজন প্রায়ই ভাল, কখন ২। ১ জন খারাপ লোক এসে থাকে, তবে তাদের টিকে থাকা ভার। তা বুঝি জাননা, বড় কেরাণী বাবু বড়ই অপমানিত হয়ে চলে গিয়েছে।

কিনুর স্ত্রী।—কি হয়েছিল?

কিন্থু অবতার বাবুর নূতন অবতারের বিবর আনুপূর্ব্বিক বলিল। ইহার উত্তরে কিন্থুর স্ত্রী বলিল, "তবে আর দেরি করনা, চল আমরা সেখানে যাই।"

ইহাদের স্বামী স্ত্রীতে এই প্রকার কথাবার্ত্তায় রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল, এমন সময় কুলি লাইনের চৌকিদার আসিয়া বলিল "কিন্থু! কা'ল যে কলিকাতায় যাইবার কথা ছিল, তাহা হইবে না" এই বলিয়া চৌকিদার তথা হইতে চলিয়া গেল, কিন্থু ও তাহার স্ত্রী অতি সন্তর্পনে পলায়নের সুব্যবস্থা করিতে লাগিল।

দশম অধ্যায়।

রবিবার।

[illegible] মধ্যে ছয় দিবস দাসত্বের গাঢ় তিমিরে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়া কুলিগণ অদ্য প্রাতঃকালে স্বাধীনতাসূর্য্যের ঈষৎ প্রকাশ দেখিল। অদ্য রবিবার, খৃষ্টানদিগের বিশ্রাম বার, কাজেই দাসদের কিঞ্চিৎ পরিমাণ স্বাধীনতার দিন, এই প্রদেশস্থ চা-বাগানের কুলিরা রবিবার দিন হাট বাজার করিবার জন্য অবকাশ পাইয়া থাকে ও যথেচ্ছা বাগান হইতে হাট্-পর্য্যন্ত যাইতে পারে, কঠোর পরিশ্রম করিতে হয় না, সাহেব বা চা-বাগানের অপরাপর কর্ম্মচারীদিগের প্রহার লাঞ্ছনা ও ভর্ৎসনা সহ্য করিতে হয় না। সুতরাংই আজ আর কুলিদের মুখে হাসি ধবে না, অল্প পরিমাণ হউক আর অধিক পরিমাণই হউক, এক মুহূর্ত্তের জন্য হউক আর চিরজীবনের জন্যই হউক স্বাধীনতা মানবমাত্রেরই উপাস্য দেবতা, স্বাধীনতা মানব মাত্রেরই সুখ সূর্য্য; ধর্ম্ম বল, প্রেম বল আর আনন্দই বল সমুদয়ই স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে। যে যে পরিমাণে স্বাধীন, সে সেই পরিমাণে ধার্ম্মিক, প্রেমিক ও সুখী। অদ্য রবিবার,—বার ঘণ্টার জন্য কুলিরাও স্বাধীন। অনেকে মনে করিতে পারেন, নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর লোকেরা কি স্বাধীনতার অর্থ বুঝে? অর্থ বুঝুক আর না বুঝুক, শব্দ লইয়া মারামারি করিয়া আর কি হইবে, কিন্তু স্বচ্ছন্দে গভীর জল বিহারী বড় বড় জল জন্তুদিগেরও যে অধিকার যে আনন্দ, যে উল্লাস; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেলা পুঁটীরও সেই

অধিকার, সেই আনন্দ, সেই উল্লাস। বিশেষতঃ গভীর জল বিহারীদিগের সঙ্গে আমাদের তত আলাপ পরিচয় নাই, তাহাদের হাসি কান্না বুঝিবার উপায় নাই, উৎসাহ বা নিরুৎসাহের, আনন্দ বা নিরানন্দের কোন নির্ণায়ক চিহ্ন আছে কি না সে বিষয়েও সন্দেহ, সর্ব্বদাই যেন সাজ পোষাকের চাকচিক্যে বড় বড় কথাবার্ত্তার গভীর জলে ঢাকিয়া রাখিয়াছে সুতরাং তাঁহারা স্বাধীন কি অধীন, জড় কি অজড়, কিছুই বুঝিতে পারি না। আর আমার প্রিয় চেলা পুঁটি একটু স্বচ্ছ জল পাইল, একটু স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিবার অবসর জুটিল; অমনি আনন্দে আকুল, উৎসাহে ডুবু ডুবু, যেন মহোৎসবের প্রতিমূর্ত্তি। আজ প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই শোণিতপুর চা-বাগানের বালক বৃদ্ধ, যুবক যুবতী সকলই যেন নূতন লোক, পূর্ব্বের কষ্ট যন্ত্রণা ভুলিয়াছে, পূর্ব্বের অপমান, লাঞ্ছনা বিস্মৃতিসাগরে ডুবাইয়াছে, পূর্ব্বদিবসের পদাঘাতের চিহ্ন, বেত্রাঘাতের দাগ, সকলই যেন শরীর হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে; কেন না আজ একটু স্বাধীনতা পাইয়াছে, বার ঘণ্টার জন্যে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতে পারিবে। যে কখন চুল বাঁধে না, যার শরীরে সপ্তাহে তৈল উঠে না, যাহাদের হৃদয়ের গাঢ় মলিনতা ও দাসত্বের প্রধান চিহ্ন মলিন বস্ত্র, তাহারাই আজ সকাল সকাল স্নান করিয়া পরিষ্কার বস্ত্র পরিয়াছে, চুল বাঁধিয়া সুখের সাজ সাজিতেছে, কেহ রক্ত বস্ত্র কেহ বা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়া মনের আনন্দে কত কি বলিতেছে. মুখে হাসি ধরে না, সকল দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া সুখের সঙ্গীত ধরিয়াছে, সকল ক্লেশ, সকল বিপদ ভুলিয়া তৃপ্তির পদপ্রান্তে বসিয়াছে; যত কোন দুঃখ দারিদ্র্যের মেঘ আসুক না তার মধ্যে যদি একটু স্বাধীনতার বায়ু প্রবাহিত হয়, তবে শ্রাবণের সূর্য্যের ন্যায় দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও ক্ষণকালের জন্য সুখের হাসি হাসিয়া লইবে, আনন্দের গীতধ্বনিতে হৃদয়োচ্ছাস প্রকাশ করিবে, তাহার জন্যই অদ্য শোণিতপুরের এই নূতন ছবি।

কুলি লাইনের সকলেই নানা প্রকার বেশ বিন্যাস করিয়াছে; উৎসব দিনের ন্যায় সঙ্গীত হইতেছে। ইহারা কোথায় যাইবে? হাটে। কি মহামূল্য বস্তু কিনিবে? দুই, চারি পয়সার তৈল লবণ পান তামাক। পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহার জন্য এত মত্ততা কেন? এই মত্ততা লবণ তেল, পান তামাকের জন্য নহে অথবা হাটের জন্য নহে, কেবল স্বাধীনতার জন্য— যাহা হারাইয়া আমরা ফকির হইয়াছি, তার জন্য।

বেলা দশটা বাজিয়াছে, কুলিদের সাজ পোষাক ডাক্ ঝাক্ শেষ হইয়াছে; সকলেই একে একে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কুলি লাইন হইতে বাহির হইল, কেহ সন্তান কক্ষে, কেহ বাঁশী হস্তে, কাহার বা স্কন্ধে ভার, কাহার হস্তে বৃহৎ বৃহৎ বংশ যষ্টি, কাহার মস্তকে শ্বেত বস্ত্রের পাগড়ী, পরিধানে মজিন লেংটি; এইরূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোণিতপুর হইতে হাট পর্য্যন্ত কথা বার্ত্তার প্রতিধ্বনিতে, হাস্য পরিহাস্যের কল্লোলে জঙ্গলময় পথকে ক্ষণকালের জন্য নাগরিক পথের অনুরূপ করিয়া সকলে হাটে চলিল। কি আশ্চর্য্য, বার ঘণ্টার স্বাধীনতাই এই দাসত্বময় কুলিজীবনেও সুখের মুখ দেখাইয়া দেয়!

এখনই আমাদের কিনু সর্দ্দারের পলাইবার উপযুক্ত সময়। কিনু আস্তে আস্তে বড় ছেলেটী কোলে করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল; কিনুর স্ত্রী ছোট ছেলেটী লইয়া তাহার অনুগামিনী হইল। ইহারা শোণিতপুরের বাগান হইতে বাহির হইয়া একেবারে জঙ্গলাপটী ধরিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে বেত সাহেবের খানসামার সঙ্গে দেখা হইল। খানসামা জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কোথায় যাইতেছ?

কিনু বলিল "হাটে যাইব, আপাততঃ এই জঙ্গলের মধ্যে কিছু প্রয়োজন আছে।"

কিনুর কথা শুনিয়া খানসামার মনে সন্দেহ হইল, সে দৌড়িয়া আসিয়া বেত সাহেবকে সংবাদ দিল। বেত সাহেব তাড়াতাড়ি ঘোড়া প্রস্তুত করিয়া দাস ধরিতে চলিলেন। খান্সামাকে দেখিয়া কিনুর মনে সন্দেহ হইয়াছিল, সে তাহার স্ত্রীকে বলিল তুমি ছোট ছেলেটীকে কোলে লইয়া শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যাও, আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। তুমি পথে বিলম্ব করিও না বা আমার জন্য অপেক্ষা করিও না, এই পথের শেষ যেখানে হইবে সেই খানেই আমাদের যাইবার বাগান। কিনুর কথা শুনিয়া কিনুর স্ত্রী বড় ভীত হইয়াছিল ও একা যাইতে অসম্মত হইয়াছিল; কিন্তু কি করে আর উপায় নাই, কাজেই বিপদভঞ্জন হরিকে স্মরণ করিয়া প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল।

কিনুর স্ত্রী এক মাইল দূরে গিয়াছে, এমন সময় টকাটক্ শব্দে সাহেবের ঘোড়া সেই রাস্তাতে উপস্থিত হইল। বেত সাহেব অগ্রে কিনুর স্ত্রীকে দেখিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন; কিনু ঘোড়ার পদশব্দ শুনিয়া জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল, যেই কিনুর সম্মুখে ঘোড়া আসিল অমনি সে ঘোড়ার সম্মুখের-পদদ্বয় লক্ষ্য করিয়া তাহার সুবৃহৎ বংশ যষ্টি মারিল, এবং ভল্লুকের ন্যায়

চীৎকার করিয়া উঠিল। ঘোড়াটীর পায়ে বিলক্ষণ আঘাত লাগিয়াছিল, এবং অত্যন্ত ভয়ও পাইয়াছিল; তাই থামিয়া গেল। সাহেব মহাশয় ঘোড়ার উপর হইতে দশ হাত দূরে জল কাদার মধ্যে পড়িয়া গেলেন, ঘোড়া সয়ারকে ফেলিয়া জঙ্গলের মধ্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গেল। কিনু এই অবকাশে দৌড়িয়া তাহার স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইল।

বেত সাহেবের মেজাজটাও ভাল ছিল না, তিনি অধিক পরিমাণে ব্রাণ্ডি খাইয়া মাতাল হইয়াছিলেন; তাহাতে আবার ঘোড়া হইতে পড়িয়া বুকে আঘাত লাগে, সাজপোষাক গুলি কর্দ্দমাক্ত হইয়া যায় এবং শরীরের কোন কোন স্থানে গোঁজ ফুটে; সুতরাং তিনি আর উঠিয়া কিনুকে ধরিতে পারিলেন না। ইহার প্রায় আধ ঘণ্টা পর শোণিতপুরের ম্যানেজার সাহেব কর্দ্দমাক্ত কলেবরে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাঙ্গালাতে চলিয়া আসিলেন, ইহা বলা বাহুল্য যে বেত সাহেব সমস্ত দিনই তাঁহার খানসামা বাবুরচীদিগকে কেনারামের পরিবর্ত্তে ঠেঙ্গাইয়াছিলেন।

রবিবার খ্রীষ্টানদিগের বিশ্রাম বার। বাইবেল এই দিনে খ্রীষ্টানদিগকে ধরিয়া বাঁধিয়া ধর্ম্ম মন্দিরে লইয়া যায় এবং নানাবিধ সদুপদেশ দিয়া দুর্জ্জয় ইংরেজ জাতিরও স্বাধীনতা হরণ করে। বাইবেল! তুমি বেঁচে থাক, চির-দিন বিশ্রাম-দিনে অবকাশ দাও; তোমার কৃপায় অদ্য বিশ্রাম দিনে তোমার অনুচরবর্গের অত্যাচারের বিশ্রাম হইল, গরিব কুলিরা বার ঘণ্টার জন্য স্বাধীনতা পাইল। আচ্ছা বাইবেল! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি কি অনুগ্রহ করিয়া এই বিধানটা প্রচার করিতে পার না যে, তোমার অনুচরবর্গেরা এই রূপ পৈশাচিক অত্যাচার হইতে চির বিশ্রাম লাভ করে, আর কুলিরা কিছুদিন স্বাধীনতা পাইয়া সুখী হয়। এই বিষয়ের মীমাংসাটা বড় বড় পাদরি সাহেবদের উপর থাকাই উচিত।

যাহা হউক, অপরাহ্ন ছয়টার সময় কিনু ও তাহার স্ত্রী সন্তানগণ সহ পাঠ-জুড়ির বাগানে উপস্থিত হইল, এই বাগানের ম্যানেজার ইঁহাদের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, আমরা জানি কিনু সস্ত্রীক এই বাগানে সমস্ত জীবনই কাটাইয়া ছিল; এবং ইহার পর আর বেত সাহেবের সঙ্গে তাহার কোন সংস্রব ছিল না।

একাদশ অধ্যায়।

নিধিরামের তীর্থ যাত্রা।

প্রায় এক সপ্তাহ হইল নিধিরামদাস পুত্রদ্বয় সহ ভোঁ গ্রামে গিয়াছিল। তথায় যাইয়া দেখে বাবুদের রাখালি কাজে আর দুইটী লোক নিযুক্ত হইয়াছে। কি করে ভাবনায় চিন্তায় অধীর হইয়া আরো দুই একটী গ্রামে গমন করিল; কিন্তু কোথায়ও কোন সুযোগ হইল না, কাজেই আট দিন পর সে পুত্রদ্বয় সহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এদিকে সপ্তাহ পর জমীদারের গোমস্তা আসিয়া দেখেন, নিধিরাম বা তাহার স্ত্রী প্রভৃতি কেহই বাড়ীতে নাই; সুতরাং নিধিরামদাসকে পলায়িত মনে করিয়া গরু কয়েকটী ও বীজ ধানগুলি লইয়া গেলেন। যে গৃহে মানুষ থাকে না, সেই গৃহই বাস্তবিক ভূতের আবাস। তাহাতে আবার পল্লীগ্রাম, নিধিরামের স্ত্রী আদরমণি যে দিন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কুলি ডিপোর আশ্রয় গ্রহণ করে, তাঁর পর দিন হইতেই পল্লিবাসীরা কেহ ঘরের বাঁশগুলি, কেহ খড়, কেহ বা ছোট ছোট চারা গাছটী, কেহ ঘরের বেড়া খানি লইয়া গিয়া বাড়িটী যেন ঠিক ভূতের বাসস্থান সাজাইয়াছিল। অদ্য সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নিধিরাম দাস তাহার পুত্রদ্বয় সহ বাড়ীতে উপস্থিত হইল; সে উপস্থিত হইয়াই বাহির হইতে কৃতার্থের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, কেহ সাড়া দিলনা। ছেলেগুলি মা! মা! বলিয়া চেচাইতে লাগিল, উত্তর আসিল না। একে সন্ধ্যাকাল, তাহাতে বাড়ীর যেরূপ শ্রী, তাহা দেখিয়া নিধিরামের বাড়ীর মধ্যে যাইতে আর সাহস হইল না। তাহার মন নানাপ্রকার বিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিল, এদিকে নিধিরামের প্রতিবাসী সোণারামদাস দূর হইতে ডাকিয়া বলিল, "নিধিদাদা! আর ডাক্‌ছ কেন? তারা আর এ রাজ্যে নাই; কৃতার্থের মা কৃতার্থকে লয়ে কুলি ডিপোতে চলে গিয়েছে, আর পাড়ারও অনেক গুলি মেয়ে গিয়েছে। আমরা ৪।৫ দিন খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছি, সদর পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম, কোথাও তাহাদের খবর পেলাম না।" নিধিরাম এই কথা শুনিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায়

স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। মুখে কথা নাই, চক্ষে পলক নাই, শ্বাস প্রশ্বাসের গতি পর্য্যন্ত বোধ। ছেলেগুলি আশা করিয়া আসিয়াছিল, অনেক দিনের পর মাকে দেখিবে, সমস্ত দিনের পর মায়ের রান্না ভাত খাইবে এবং পথের কষ্টের বিষয় সমস্ত বর্ণনা করিয়া মায়ের সহানুভূতি লাভ করিবে। তাহারা আদরমণির পলায়ন সংবাদ পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না, মাটিতে পড়িয়া "মা! মা!" বলিয়া কান্দিতে লাগিল; ছেলেদের কান্নায় পাড়ার সমস্ত লোক আসিয়া তথায় জুটিল। নিধিরামের বাহির বাড়ী লোকে লোকারণ্য, কি যেন একটা কাণ্ড হইতেছে। কেহ হুক্কা হাতে করিয়া ছুটিতেছে, কেহ তামাক খাইতেছে আর বক্‌বক করিয়া বকিতে বকিতে তথায় আসিয়া জুটিতেছে; ছেলেগুলি সটান দৌড় মারিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া "কি কি" বলিয়া ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

এতক্ষণের পর নিধিরামের হুস হইল। সে বলিল "উঃ! সংসারটা গেল। ডিপোওয়ালারা দেশ মজাইতে বসেছে! এখন কি করি? একটা ত নয়—আমার তিনটার শোক—কোথায় যাই, ছেলেদুইটিকেই বা কার কাছে রাখিয়া যাই। আমার ভাগ্যে কি এত কষ্ট লিখেছিলে?" নিধিরামের কথা শেষ হইতে না হইতেই, পাড়ার মণ্ডল মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "ওরে নিধে! মেয়েমানুষের মত কাঁদচিস কি! একটা গ্যাছে আর একটা হবে, কালই তোর বিয়ে দেব, মানুষের কি স্ত্রী মরে না, তুই মনে কর কৃতার্থের মা মরেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে কৃতার্থও গ্যাছে।"

নিধিরাম।—"মহাশয়। এরা মরলে আমার কিছুই দুঃখ হত না, এযে জীয়ন্তে মরা—জাত গেল, মান গেল, আমার ঘর আঁধার হল, ছেলেদুটো অনাথ হল—একি কম দুঃখের কথা—এর চেয়ে মরা যে ভাল, মরলে মনকে প্রবোধ দিতাম—আয়ু শেষ হয়েছে চলে গ্যাছে, আমার মন যে আর প্রবোধ মানে না। সাত দিন পূর্ব্বে যাদের দেখে গিয়েছি, আজ তারা নাই! মনে করেছিলাম, এদের মুখ দেখে আমরা দুঃখ কষ্ট ভুলে যাব, সমস্ত দিন না খেয়ে না দেয়ে চলে এসেছি, এক মুটো ভাত খাব, এক ঘটি জল খাব—তা—না এখন কোথায় যাই—কোথা বসি, ছেলেদের কি খাওয়াই, কোথায় রাখি—তাই ভেবেই অস্থির হয়েছি। আমার

বাড়ীর যেরূপ অবস্থা হয়েছে, তা এবাড়ীতে আর থাকা যায় না।” ইহার উত্তরে মড়ল মহাশয় বলিলেন “অ্যা তা ঠিক—আর বুঝি জান না কাল গোমস্তা মহাশয় এসে তোমার গরুগুলি আর বীজ ধান যা ছিল; সমস্তই নিয়ে গিয়েছেন। আমি কত বল্লেম, কিছুতেই ছেড়ে গেলেন না; কি অত্যাচার মড়ার উপর খাড়ার ঘা!” এই কথা শ্রবণ করিয়া নিধিরাম মস্তকে করাঘাত করিতে লাগিল, আর “হায় হায়” করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময়ে ঠাকুরবাড়ীর পুজুরি আসিয়া নিধিরামের হাত ধরিয়া ঠাকুরবাড়ীতে লইয়া গেল, তাহার সন্তান দুটীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেল, নিধিরাম সেই রাত্রে ঠাকুর বাড়ীতে বাস করিল।

নিধিরাম বড় ভক্ত বৈষ্ণব ছিল: সে ঠাকুরবাড়ী যাইয়া রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া বলিল, “ঠাকুর, তোমার মনে কি এই ছিল? তুমি আমাকে পথের ভিকারী করলে—যাওয়ার সময় তোমাকে প্রণাম করে বলে গেলাম, তুমি আমার ছেলেপুলেদের দেখো। তোমার প্রতি যারা নির্ভর করে, তাদের কি এই দশা হয়? ঠাকুর! তুমি কি তাদের এইরূপেই রক্ষা কর?” নিধিরামের এই কথাগুলি শুনিয়া অনেকেই চক্ষে জল রাখিতে পারে নাই। নিধিরাম সেই রাত্রে ঠাকুরবাড়ীতে ছিল, পুজুরিদিগের অনেক সাধ্য সাধনাতে একবার আহারে বসিয়াছিল, কিন্তু মুখে ভাত উঠিল না, পেটের ক্ষুধা পেটেই রহিল, সে ভাত ফেলিয়া উঠিয়া গেল। ছেলেরা ভাত খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। নিধিরামের রাত্রে আর নিদ্রা আসিল না। আহারান্তে শুইয়াছিল বটে, কিন্তু নিদ্রা হইল না বলিয়া উঠিয়া বসিয়া রহিল।

প্রকৃতির এমনই নিয়ম যে, তিনি মনুষ্যকে একা রাখেন না, শোকে হৃদয় ভগ্নই হউক, দুঃখে প্রাণ অবসন্নই হউক, মনুষ্যের সহচর একজন থাকিবেই থাকিবে। সে সহচর চিন্তা। আজ নিধিরাম সংসারের ধন মান, স্ত্রী ও কন্যা সকল হারাইয়া চিন্তাকে সঙ্গিনী করিয়াছে, সে ভাবিতে লাগিল এখন কি করি কোথায় যাই, ছেলে দুটিকেই বা কি করি, বৃদ্ধ হয়েছি, আর সংসারে থাকিতে প্রবৃত্তি নাই—সংসারে থাকিয়াই বা কি করি, গোরু গেল, বীজ গেল, চাষের আশাও গেল—ঘর দুয়ারের এমন অবস্থা যে, সেখানে মাথা রাখিবার স্থানটুকুও নাই। শরীরে তেমন বল নাই, মনের তেমন স্ফূর্ত্তি নাই, যে আবার পরিশ্রম করিয়া সংসার পাতি. কাজেই আমাকে স্থানান্তরে

যেতে হবে। এখন ছেলে দুটীর উপায় কি—তাদের কোথা রেখে যাই—স্থান নাই—কাজেই সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, যতদিন ইহারা বড় না হয়, ততদিন সঙ্গে থাকবে; বড় হলে দেশে ফিরে এসে ঘরকন্না করবে।” মনে মনে এই চিন্তা করিয়া স্থির করিল, সম্প্রতি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শ্রীক্ষেত্রে চলিয়া যাইবে, তথায় যাইয়া কোন প্রকারে কিছু উপার্জ্জনের চেষ্টা করিবে, তাহলে তার তীর্থবাস ও অন্তিমে সদগতি হইবে, ছেলে গুলিও বাঁচিয়া যাইবে।

পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া নিধিরাম আপনার বসত বাটী-খানি বিক্রয় করিয়া যে কিছু টাকা পাইল, তাহার অর্দ্ধ নিজের সঙ্গে রাখিল, আর অর্দ্ধাংশ ঠাকুর বাটীতে দিয়া, তীর্থযাত্রা উদ্দেশে চলিয়া গেল, ছেলে দুটীও সঙ্গে সঙ্গে চলিল, এইরূপে নিধিরাম গৃহত্যাগী হইয়া তীর্থযাত্রা করিল।

বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, চৈত্র মাসের দিন, রৌদ্রের উত্তাপে রাস্তা গুলি অগ্নিময় হইয়া পথিকদিগকে দগ্ধ করিতেছে। নিধিরাম এতক্ষণ ছেলে দুটীকে লইয়া আস্তে আস্তে চলিতেছিল, রৌদ্রের উত্তাপে আর চলিতে পারিল না। সম্মুখে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ, তার তলে বসিয়া পড়িল। তথায় আরও দুই তিনটী লোক বিশ্রাম করিতেছিল, তার মধ্যে একজন নিধিরামের গ্রাম্য সম্বন্ধে মামাত ভাই, তাহার নাম রাধু। রাধু বলিল “নিধে দাদা! কোথায় যাচ্ছ?”

নিধিরাম উত্তর করিল “আর ভাই! যাব কোথায়? আমার কি দাঁড়াবার যায়গা আছে! মনে করচি অগতির গতি জগন্নাথ! তাঁর ক্ষেত্রে যেয়ে জীবন কাটাব। দেশে যে রকম কুলি ডিপোর অত্যাচার বেড়েছে, তাতে কেহ আর মেয়ে ছেলে নিয়ে ঘর কর্ত্তে পারবে না, তারা এমন যাদু বিদ্যাই জানে যে, কোণের বউকেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘরের বাহির কর্ত্তে পারে। আমার এ সর্ব্বনাশ তারাই করেছে, তারাই আমায় ফকির করে রাস্তায় বের করেছে।

রাধু।—দাদা, কি হয়েছে?

নিধি।—আর ভাই! তোমার ভাজকে ও কৃতার্থকে লয়ে তারা কোথায় গিয়েছে, তাদের কি হয়েছে কিছুই জানি না।

রাধু।—“বটে বটে! বড় দুঃখের কথা—তার আর কি করবে, তারা হয়ত

এতদিনে আসামের চা বাগানে পৌঁছেছে, তবে তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি কামক্ষ্যাতীর্থে চাকরি করি, একা ছেলে দুইটী লয়ে তোমার যেতে কষ্ট হবে, আমার সঙ্গে কামক্ষ্যা পর্য্যন্ত চল, তারপর একজন পাণ্ডাকে সঙ্গে দিয়া তোমাকে ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিব ; সেখান হতে ক্ষেত্র অধিক দূর নয়, ৪।৫ দিন হাঁটিয়া গেলেই তথায় পৌঁছিতে পারবে, আর আমার সঙ্গে গেলে তোমার খুব সুবিধা হবে ; কারণ রেলের ভাড়াটা তোমার লাগিবে না, সরকারি জাহাজে যেতে পারবে, আর খাওয়া দাওয়ার খরচটা আমি নিজে থেকেই দেব, তারপর আমার বাসায় দুই একদিন থেকে নিজের খরচে ক্ষেত্র যেয়ো।" নিধিরাম হাতে আকাশ পেল, পথ ঘাট চেনে না, একজন সঙ্গী পেল ; অর্থ নাই, খাবার নাই, একজন সাহায্যদাতা পেল ; এই সঙ্গী, এই সাহায্যদাতা পর নয়—ভাই, সুতরাংই সে নিশ্চন্ত হইয়া রাধুর কথায় সায় দিল।

রাধু বলিল, দাদা, চটিতে চল, বেলা অধিক হয়েছে, ছেলেরা এখন খায় নাই, ক্ষুধা পেয়েছে আর চটিও অনেক দূর নয়, ঐ দেখা যাচ্ছে। "তবে চল" এই বলিয়া ইহারা চটির দিকে চলিয়া গেল। ইহারা সেই দিবস এই চটীতেই বিশ্রাম করিয়াছিল, পর দিবস রাত্রি থাকিতে উঠিয়া আবার পথ চলিতে লাগিল। ইহাঁদের সঙ্গে আরো ৮।১০ জন লোক ছিল, রাধুর ষড়যন্ত্রে তাহাদের সঙ্গে আর নিধিরামের আলাপ পরিচয় হইতে পারে নাই, রাধু সর্দ্দার নিধিকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিত, এক সঙ্গে খাইত, এক সঙ্গে শুইত।

বেলা আড়াই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, যাত্রাপুরের মাঠ * ধূ ধূ করিতেছে। এই মাঠ আবার বালুকাময় চড়া, দুই দিকে দুইটী নদী, মধ্যে প্রকাণ্ড মাঠ! বেলা দুইটা বাজিয়াছে, এমন সময় কাউনিয়া ও ধুবড়ি লাইনের ষ্টিম ট্রামওয়ে বলেশ্বরী নদীর নিকটে যাইয়া থামিল। যাত্রীরা তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি করিয়া পরপারে যাইবার জন্য নৌকায় উঠিল। ৫ পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনখানি নৌকা তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গেল ; নৌকার মধ্যে এমন একটুও স্থান নাই, যে একজন লোক

* আদরমণির আসাম যাত্রার পরই উত্তর বঙ্গ রেলওয়ে খোলে এবং উত্তর বঙ্গ রেলওয়ে যোগে ধুবড়ী যাইবার সুব্যবস্থা হয়। উত্তর বঙ্গ রেলওয়ে যোগে ধুবড়ী যাইতে হইলে যাত্রাপুরের প্রান্তর পার হইয়া যাত্রাপুরের ঘাটে ষ্টিমারে আরোহণ করিয়া ধুবড়ীতে আসিতে হয়, সুতরাংই কেনারামকে যাত্রাপুরের মাঠ পার হইতে হইয়াছিল।

একদিক হইতে আর এক দিকে যাইতে পারে, নৌকার মাঝিরা শীঘ্র শীঘ্র নৌকা খুলিয়া দিল, ১৫ পনের মিনিটের মধ্যে নৌকা তিন খানি পরপারে যাইয়া পৌঁছিল। এই তিনখানি নৌকার অগ্রে অগ্রে আর একখানি নৌকা আসিয়াছিল, সেখানি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী বা হ্যাটকোটধারী সাহেবদের নৌকা। সেই নৌকাখানি পরপারে পৌঁছিবামাত্র, কয়েকখানি ঠেলা গাড়ী আসিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীরা চড়িয়া যাত্রাপুরের ঘাটে উপস্থিত হইল; যাত্রাপুর হইতে ধুবড়ি যাইবার একখানি ষ্টিমার আছে, এই ষ্টিমার খানি প্রাতঃকালে ধুবড়ি হইতে ছাড়ে, ১টা বা ২টার সময় যাত্রাপুর যায়, এবং যাত্রাপুর হইতে ২।৩ টার সময় ছাড়িয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ধুবড়ি পৌঁছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীরা ষ্টিমারে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। এখনও তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীরা আসিতে পারে নাই, সুতরাং ষ্টিমার ছাড়িতে পারিল না, তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীরা ধরলা নদীর পর পারে পৌঁছিল, এই স্থান হইতে যাত্রাপুরের ঘাট ৪ মাইলেরও কিছু অধিক, এই রাস্তাটি তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদিকে চলিয়া যাইতে হয়। ইহাকেই বলে "খেয়ায় কড়ি দিযে ডুবে পার।" তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা ভাড়াটা পুরপুরি দেয়, কিন্তু তাহাদিগকে হাঁটিয়া যাইতে হয়। একে চড়া, তাতে চৈত্রমাসের দিন ২টা বাজিয়া গিয়াছে, বালুকা রাশি উত্তপ্ত হইয়া অগ্নিময় হইয়াছে, কাহার সাধ্য অনাবৃত পদে ও অনাবৃত মস্তকে সেখানে দাঁড়াইতে পারে? এই অঞ্চলে গ্রীষ্মের সময় ঘূর্ণা বায়ুর বড় উৎপাত, চড়া স্থানেরত কথাই নাই। ২টা বাজিয়া গিয়াছে, ঘূর্ণা বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, চতুর্দ্দিক ধূলিময়, যাত্রীদের নাকে চোখে মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে ছিটা গুলির ন্যায় উত্তপ্ত বালুকাকণা আসিয়া লাগিতেছে, পদতলে গরম বালুকা রাশি, উর্দ্ধে সূর্য্যের অগ্নিবৎ প্রখর তাপ, মধ্যে প্রবাহিত বায়ুর বারম্বার উত্তপ্ত ঘাতপ্রতিঘাতে যাত্রীরা অর্দ্ধদগ্ধ হইতে হইতে চলিয়া যাইতেছে। আমাদের দেশ গরিব, অর্থের অভাবে অধিকাংশ ভদ্র লোকই তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করিয়া থাকেন, নিম্ন শ্রেণীদেরত কথাই নাই; তবে ভদ্রলোকেরা ছাতা ও পাদুকা ব্যবহার করিয়া এই উত্তাপ হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইতে পারেন। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর বেচারারা মারা যায়, এই রাস্তা দিয়া প্রায় প্রতিদিনই দুই কিম্বা আড়াই শত কুলি আসামে যাইয়া থাকে, ইহাদের আরো কষ্ট; তাহাতে আবার এই চড়ার মধ্যে গাছ পালা নাই বলিলেও

চলে, মধ্যে মধ্যে দুই একটী কলা গাছ দেখা যায়—কিন্তু কলা গাছের এমন সাধ্য নাই যে এই প্রখর উত্তাপে পথিকদিগকে সাহায্য করিতে পারে।

তার পর জল—চড়া ভূমিতে পুষ্করিণী বা পাতকুয়া টিকিতে পারে না। স্থানীয় অধিবাসীরা অধিক দূর হইতে জল আনিয়া পিপাসা নিবারণ করিয়া থাকে। এই প্রান্তরে জলটুকুও নাই। পথিকেরা যখন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করে ও জল পান করিয়া পিপাসা দূর করে। কিন্তু এখানে জলও নাই আশ্রয়ও নাই; কি ভয়ানক স্থান, যেন মরুভূমি! এই প্রান্তরের মধ্যে সময় সময় মৃত, অর্দ্ধমৃত ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা কে? আর কেহই নয়,—আসাম যাত্রী কুলি। কোন কুলির একবার বা দুইবার দাস্ত হইল, যত দূর সাধ্য ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় চলিতে থাকে। অবশেষে অনাবৃত উত্তপ্ত বালুকার মধ্যে অথবা ক্ষুদ্র বৃক্ষের নিম্নে শুইয়া পড়ে। দয়াধর্ম্মহীন ও মনুষ্যত্ববিহীন কুলি ডিপোর লোকেরা অথবা চা-বাগানের সর্দ্দারেরা তাহাদিগকে সেই অবস্থায় সেই স্থানে ফেলিয়া চলিয়া যায়। মৃত্যু সকলেরই হইবে, কিন্তু ইহারা মৃত্যুর পূর্ব্বে একবিন্দু জল বা একটু আশ্রয়ও পায় না। "হা জল! হা জল!" বলিয়া রৌদ্রের উত্তাপে ছট ফট করিয়া মরিয়া যায়। অদ্য ২ টার পর রাস্তার বাম পার্শ্বে একটী কদলি বৃক্ষের নীচে একটী লোক শুইয়া রহিয়াছে, রৌদ্রের ঝাঁজে, পীড়ার যন্ত্রণায়, পিপাসার প্রকোপে শরীর বিবর্ণ, মুখ মলিন, ও রসনা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; স্পষ্ট কথা বাহির হইতেছে না, দেখিলে বোধ হয়, অতি সত্বরে ইহার জীবন প্রদীপ নিবিবে, ও সমস্ত কষ্ট যন্ত্রণা ভুলিয়া অনন্তধামে চলিয়া যাইবে। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী বালক একবার আসিতেছে, আর একবার চলিয়া যাইতেছে, তাহারা রৌদ্রের উত্তাপে তথায় টিকিতে পারিতেছে না, অথচ রোগীকে পরিত্যাগও করিয়া যাইতে পারে না। কিসের অনুরোধে? ভালবাসার আর পিতৃ ভক্তির অনুরোধে। এই রোগীর বয়স অনুমান ৫০ পঞ্চাশ, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, গলায় তুলশীর মালা, মাথায় টিকি; বড় পিপাসা পাইয়াছে—"জল দে!—জল দে"—বলিয়া চীৎকার করিতেছে, সেই চীৎকার ধ্বনিতে উত্তপ্ত প্রান্তর রাগে অভিমানে আরো যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে—তাহারও পিপাসা বৃদ্ধি পাইতেছে। ছেলে দুইটী দৌড়িয়া দূরবর্ত্তী গ্রামে গেল, জল পাইল না; আবার "জল দে—জল দে"—বলিয়া রব উঠিল, এবারও জল পাইল না। শিশুদ্বয় বৃদ্ধের এই অবস্থা

দেখিয়া, যুগপৎ চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিল। ইহাদের ক্রন্দন শুনিয়া রোগী একবার চক্ষু মেলিল, কিন্তু রৌদ্রের এত উত্তাপ যে আর অধিকক্ষণ বালকদিগের প্রতি চাহিয়া দেখিতে পারিল না, আবার চক্ষু বুঝিল, চক্ষু বুঝিয়া অস্ফুট ধ্বনিতে বলিতে লাগিল "জগন্নাথ! দীনবন্ধু! তোমাকে দেখিবার জন্য তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলাম, আমি পাপী, তুমি আমাকে দেখা দিলে না, রাস্তাতেই আমাকে শেষ করিলে, আমি চলিলাম ছেলে দুটী রহিল। জগন্নাথ! জগন্নাথ! জগন্নাথ!" এই বলিয়া রোগী শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, আত্মা পরলোকে চলিয়া গেল, শরীর এই ভয়ানক প্রান্তরের উত্তাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। ছেলে দুটী "বাবা! বাবা!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে মৃতদেহের উপর পড়িয়া গেল, কুলিজীবন দাসত্ব হইতে স্বাধীনতা পাইল।

এই লোকটী কে? আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত নিরিরাম দাস। বোধ হয় পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, রেড সাহেব, বাধু ও কিনু প্রভৃতি দশজন সর্দ্দারকে একশত কুলি আনিবার জন্য কলিকাতার দিকে পাঠাইতে হুকুম দেন। তারপর কিনু পলায়ন করে, বাধু প্রভৃতি আর দশজন সর্দ্দার কুলি সংগ্রহ করিবার জন্য বাঙ্গালা দেশে আসে, সেই বাধুই নিরিরাম দাসের যমদূত ও অকাল মৃত্যুর কারণ। বাধু সর্দ্দারের পরামর্শে ভুলিয়া নিরিরাম এগ্রিমেণ্ট দেয়।

আসাম যাইবার দুইটী রাস্তা আছে, কেহ কেহ কলিকাতা হইয়া গোয়ালন্দ যায়, এবং তথা হইতে ষ্টীমারে একেবারে আসামে যাইতে পারে। অপর রাস্তা দ্বারা কলিকাতা হইতে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে ও উত্তর বঙ্গ রেলওয়ে দিয়া ধুবড়ি যাওয়া যায়। বাধু সর্দ্দারের সংগৃহীত কুলিরা নৈহাটী হইয়া ধুবড়ী আসিয়াছিল, এই রাস্তাতে কুলি যাত্রীদের নিতান্ত অসুবিধা। উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের কুলী বোঝাই গাড়া গুলি মাল গাড়ার অনুরূপ, তবে, মালগাড়ী যেমন চারি বন্ধ থাকে, এ গাড়ী গুলি সেইরূপ নহে। দুই একটী জানলা দরজা আছে, তারপর কাটানম্বা ভিন্ন কুলিদের আর থাকিবার আড্ডা নাই, একেবারে ধুবড়ি না গেলে ইহারা শ্বাস ফেলিবারও জায়গা পায় না। প্রথমতঃ ঐরূপ গাড়ীতে অধিক সংখ্যক লোক বোঝাই থাকে, তারপর কড়াই, মুড়ি ও শুক্‌ন চিঁড়ে আহার, ধরলা হইতে যাত্রাপুর পর্য্যন্ত প্রান্তর অতিক্রম, এইসব কারণে এই পথের কুলীদের মধ্যে অনেকেই ওলা-

উঠিা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে, এবং স্থানে স্থানে মানবলীলা সম্বরণ করে। আমাদের নিধিরামেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

কৃষ্ণগড় বড়দিনের সভা।

আজ কৃষ্ণগড়ে বড়ই ধূমধাম—বড়দিন, গাঁদাফুলের মালা দিয়া সভাগৃহ সুসজ্জিত হইয়াছে, নানাপ্রকার লতা পাতা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সভাগৃহটী নাট্যগৃহের অনুরূপ সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। বড় বড় সাহেব সুবা, কেরাণী বাবু, ও খানসামারা ব্যতিব্যস্ত। আজ সভার সকল সভ্যই সভায় একবার আগমন করিবেন। সংবৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব দিতে হইবে, কেরাণী বাবুর এই চিন্তা। খানসামারা বক্সিসের লোভে ভাল ভাল পোসাক পরিয়া সাহেবদের খোসামুদিতেই ব্যস্ত। বড় বড় সাহেবেরা কি বক্তৃতা করিবেন, কোন বিষয় লইয়া আলোচনা উপস্থিত হইবে, এই ভাবিয়া আকুল; অপরাপর সাহেবেরা অত ভাবিয়া মাথা ঘুবাইবার লোক নন, তাঁহারা হাসির তুফান, রসিকতার লহরী উঠাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। সভার সময় উপস্থিত হইল, একে একে সাহেবেরা আসিতে আরম্ভ করিলেন, ঘোড়া ও গাড়ীতে সভাগৃহের চতুর্দ্দিক ছাইয়া ফেলিল, দেখিতে দেখিতে প্রায় ৩০০ সাহেবে সভাগৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। গৃহটী নিস্তব্ধ ও নীরব, তবে ফুসফুসানি ও কথা এবং সভার উদ্যোগ কর্ত্তাদিগের এদিক ওদিক গতিবিধি, আর গুড্ ইভিনিং প্রভৃতি কাথা গুলি বেশ চলিতেছিল। আর কেহ কেহ হেল্‌থ পান করিয়া বক্তৃতার জন্য এত অধীর হইয়াছিলেন যে, সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই দুই চারি কথা বলিয়া চেয়ারের উপর মাথা কাত করিলেন।

সভা আরম্ভ হইল, সভাপতি তাঁহার আসন গ্রহণ করিলেন; সম্পাদক কার্য্য বিবরণ পাঠ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। সভ্যেরা করতালি দ্বারা সভাপতি ও সম্পাদকের অভ্যর্থনা করিলেন। এই সভাটী কলিকাতার বণিক সমিতির নকলে সংগঠিত হইয়াছে। এই প্রদেশে যতগুলি চা-বাগান আছে, সেই সমস্ত চা-বাগানের ম্যানেজার ও অপরাপর কর্ম্মচারী দ্বারা সভাটী সংগঠিত। বাঙ্গালী বা দেশীয় চাকর অথবা অপরাপর ইংরাজ এই

সভার সভ্য হইতে অধিকারী নহেন, এমন কি সভা প্রবেশেরও অনধিকারী; তবে মধ্যে মধ্যে যে ডিপুটী কমিসনার প্রভৃতিকে এই সভায় উপস্থিত হইতে দেখা যায়, তাহা বন্ধুতার অনুরোধে মাত্র। সভা আরম্ভ হইল, রিপোর্ট পড়া হইল। এখন সভ্যদিগের মন্তব্যের সময়। একজন সাহেব উঠিয়া বলিলেন, "আমাদের এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য চা-বাগানের উন্নতি। বর্ত্তমান সময়ের আইন কানুন বড় খারাপ হইতে চলিল, কুলীদিগকে একটী কথা বলিবার যো নাই—দুই একটা চড় চাপড় মারিবারও যো নাই; চা-বাগানের উন্নতি বা অবনতি কুলীর উপর নির্ভর করে, সেই কুলীরা যদি অবাধ্য হইয়া আমাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে ব্যবসায় আর চলে না; সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, এই সভা হইতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক যে, কুলীরা আমাদের বিরুদ্ধে না'লশ করিতে পারিবে না, নালিশ করিলেই গুরুতর দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।" ইঁহার বলা শেষ হইয়া গেলে করতালি পড়িল, আর দুই এক জন লোক 'হিয়ার' 'হিয়ার' করিয়া উঠিল।

ইহার পর আর একজন বলিলেন "আমার পূর্ব্ব বক্তা মহামান্য রয়াল সাহেব যাহা বলিলেন, আমার তাহাতে অনুমোদন নাই। (সকলে সেম্ সেম্ বলিয়া উঠিল) কারণ, বর্ত্তমান সময়ে যে আইন কানন প্রচলিত আছে, সে সমস্ত আমার মতে থাকা উচিত। আমরা যদি কুলীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করি, তাহা হইলে আমাদের কার্য্যও ভাল চলে, কুলিরাও সন্তুষ্টমনে বাগিচায় বাস করিতে পারে।" ইঁহার বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতে ৬।৭ জন সাহেব ইঁহার কোট ও পেণ্টালুন ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন উঠিয়া বলিলেন 'আমার পূর্ব্ববক্তা যাহা বলিলেন. তাহার মূলে কোন যুক্তি নাই অথবা ব্যবসা চক্রের কোন প্রকার রেখাও নাই, কেবল পাদ্রির মতন কতকগুলি কথা বলিয়া গেলেন; কুলী-দের প্রতি সদ্ব্যবহার হইতে পারে না, কারণ তাহারা অতি অলস; অলস লোক দ্বারা কার্য্য করাইতে হইলেই উত্তম মধ্যম রূপে কিছু শিক্ষা না দিলে চলে না। আর কখন কখন দুষ্ট ঘোড়াকে বশীভূত করিবার জন্য যে যে উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, সেই সেই উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ গুরুতর প্রহার এবং হস্ত পদাদি ভগ্ন ও শরীরের কোন স্থানে ক্ষত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। যদি বলেন হস্ত পদাদি ভগ্ন করিলে ইহারা কার্য্যের

অক্ষম হইয়া পড়িবে; আমিত আর সকল কুলীকে ঐরূপ শাসন করিতে বলিতেছি না, দুই একজনকে শাসন করিলেই বাগান শুদ্ধ সমস্ত কুলী শাসিত হইয়া পড়িবে। (সকলেই চিয়াস´ চিয়াস´) যে দেশেই হউক, কুলী কুলীই, ভদ্রলোক ভদ্রলোকই। যখন আমেরিকায় তুলার ব্যবসা চলিতেছিল, তখন সেই ব্যবসায়ীরা নিগ্রোদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিত, বঙ্গদেশে ও অপরাপর স্থানে আমাদের নীলকর ভ্রাতাগণ কি করিতেন ও কি করেন; তাহারাও কৃষ্ণবর্ণ, ইহারাও কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ কি আমেরিকায় কি বাঙ্গালায়, কি এ প্রদেশে সকল স্থানেই কৃষ্ণবর্ণ লোক দ্বারা এই কার্য্য হইয়া থাকে। আমি এমন কোন সুযুক্তি দেখিতে পাইতেছি না, যাহাতে কৃষ্ণবর্ণদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। আব কুলীরা বড় দুষ্ট, তাহারা দল বান্ধিয়া বাগান হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে ও পলায়ন করিয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে উল্লেখ করিতেছি, প্রায প্রতি মাসেই আমার বাগিচা হইতে কুলী পলায়ন করে ও নিগ্রোভেলাং সামপু প্রভৃতি বাগিচাবও এই দশা। আমেরিকার পলাতক দাসদিগকে ধৃত করিবার আইন ছিল, ইহাদিগকে ধৃত কবিবারও আইন আছে; কিন্তু এই দুই আইনে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। আমাদের আইন কথায়, সে কার্য্যে; আমাদের আইনে পলাতক কুলির ৬ মাসের অধিক কারাদণ্ড হইতে পারে না, সে আইনে পলাতক দাসদিগকে জীবন দণ্ডেও দণ্ডিত করিতে পারিত। আর এতে ঝঞ্ঝাট কত, তোমার বাগান হইতে একটা কুলী পলায়ন করুক, প্রথমতঃ তোমাকে থানা বা সাধারণকে নোটিস দিতে হইবে। তার পর যদি সেই কুলী ধরা পড়ে, তবে যে লোক তাহাকে ধরিয়া আনিবে তাহাকে পাঁচ টাকা বক্সিস দিতে হইবে, একটা কুলীর দাম ১০০্ শত টাকা, তার পর সে যতবার পলায়ন করিবে, মনে কর প্রতিবার ৫ পাঁচ টাকা করিয়া খরচ পড়িবে, এত অর্থ ব্যয়, এত ঝঞ্ঝাট করিয়া কি আর বাগান রাখা যায়? কুলী ধরিয়া আনিয়া পুলিসে দাও, তার, ৩ মাসের অধিক মেয়াদ হইবে না। এত অল্প শাস্তিতে কখনই এই শ্রেণীর লোকেরা শাসিত হইতে পারে না; সুতরাং আমি প্রথম বক্তার কথা সমর্থন করিয়া বলিতেছি যে, এই সভা হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করা হউক, যে কুলী শাসনের নূতন আইন চাই।" এই বলিয়া বক্তা বসিয়া পড়িলেন।

২।১ জন ব্যতীত সমস্ত লোকই এই প্রস্তাব হৃদয়ের সহিত অনুমোদন

করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে দ্বিতীয় বক্তা বলিয়াছিলেন "কুলী পলাইবার কারণ কি? তাহারা যদি প্রত্যেক বাগানেই সদ্ব্যবহার পায় ও পেটে খাইতে পায়, তাহা হইলে কথনই পলায়ন করে না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, কুলীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে বাগান ভাল চলিতে পারে, এখনও বলিতেছি বাগান ভাল চালাইবার জন্য আইন কাননের তত আবশ্যক নাই; কুলীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে কুলীরাও পলাইবে না আর তাহারা মনোযোগী হইয়া কার্য্য করিবে সুতরাং বাগান ভাল চলিবে।" এবারও ইনি সেইরূপ বাধা পাইলেন, হিপ্ হিপ্ হুরে শব্দেতে ইঁহার কথা কেহই শুনিতে পাইল না, ইনি হতভম্ব হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

তাহার পর সম্পাদক মহাশয় উঠিয়া বলিলেন 'আইন-কানুন ত অনেক দিনের কথা, অনেক আন্দোলনের পর এক একটি আইন পাশ হইয়া থাকে, আর এই সভাতে যে প্রকার তর্ক বিতর্ক উঠিয়াছে তাহা লইয়া অধিক সময় ব্যয় করা উচিত নয়। আপনারা এইটি বিবেচনা করুন, বর্ত্তমান আইন সত্ত্বেও কিসে চা-বাগিচার উন্নতি হইতে পারে।'' সম্পাদক মহাশয়ের এই প্রস্তাব শুনিয়া একজন বলিলেন, এই সম্বন্ধে আমার মন্তব্য এই যে কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, সিভিল সার্জ্জন প্রভৃতি বড় বড় সাহেবদিগকে অল্প মূল্যে আমাদের বাগিচার অংশ বিক্রয় করা যাউক, তাঁহারা যদি নিজের নামে অংশ ক্রয় করিতে না চান, তবে তাঁহাদের মেম সাহেবদের নামে লিখিয়া দিলেই চলিবে। এইরূপ করিলে আর আমাদের কোন ভয় থাকিবে না, আইন-কানুন ত তাঁহাদের হাতে, তাঁহারাই যদি আমাদের হইলেন, তবে যত কেন আইন হউক না, তাহাতে আমাদের কোন আশঙ্কার কারণ নাই। এমন কি সরকারি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ যদি আমাদের স্বপক্ষে থাকেন, তাহা হইলে কোন আইনে আমাদের কেশও স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

ইঁহার এই কথা করতালি দ্বারা সমর্থিত হইলে পর, অপর একজন দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, 'আজকাল বাঙ্গালা সংবাদ পত্রগুলি আমাদের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছে, আমাদিগকে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে কোন জেলার, কোন চা-বাগানের কর্ম্মচারী বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সহিত সংশ্রব রাখে কি না এবং রীতিমত কোন সংবাদ পত্র গ্রহণ করে কি না। যদি এইরূপ জানা যায় যে সংবাদ পত্রে কেহ লেখে কিম্বা কেহ গ্রহণ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করা হইবে

এবং ইহাও অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য যে গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী বা উকিলেরা সংবাদ পত্রে লেখেন কিনা ও তাহা গ্রহণ করেন কি না, যদি ঘুণাক্ষরেও জানা যাইতে পারে যে তাঁহারা সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্রব রাখেন তাহা হইলে ডেপুটী কমিশনার বা কমিশনারকে বলিয়া তাঁহাদিগকে জব্দ করিতে চেষ্টা করা যাইবে। এইরূপ করিতে পারিলে তাহারা কখনও আমাদের বিরুদ্ধে কিছু লিখিতে সাহসী হইবে না ও সর্ব্ব প্রকার আন্দোলন হইতে বিরত থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের প্রধান হিতৈষী ও বন্ধু ইংলিসম্যান কাগজে বশীভূত করিতে হইবে অন্ততঃ এই প্রদেশে যতগুলি চা বাগান আছে, প্রতি বাগানে এক এক খানি বা তদধিক কাগজ লওয়া আবশ্যক। আর সেই কাগজে রীতিমত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অর্থ সাহায্য করাও আবশ্যক; এইরূপ করিতে পারিলে অক্লেশে আমাদের সৎনাম রটনা হইতে পারিবে এবং আমাদের দেশীয় ও এই দেশীয় ভদ্রলোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে ও করিতে সাহসী হইবে না।"

ইহাঁর কথা শেষ হইলে পর অপর আর একজন সভ্য অতি গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "মাননীয় সভাপতি ও সভ্য মহোদয়গণ! এই সভাতে আমার কিছু বলাই বিড়ম্বনা, কারণ আমা অপেক্ষা অনেক বিদ্বান বুদ্ধিমান ও চা-কার্য্য পারদর্শী মহাত্মাগণ এখানে উপস্থিত, তবে এই বিষয়ে আমার যাহা চিন্তা ও অভিজ্ঞতা, তাহা প্রকাশ করিতে আমি বাধ্য। আমার পূর্ব্ব-বক্তা বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের কথা যাহা বলিলেন তাহার কোন অর্থ নাই। আজকাল বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের কথা কে শুনে, যদিও কখন কখন বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের চীৎকার লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের বা গবর্ণমেণ্টের কর্ণে উঠে, তাহা কোন কাজের নয়; কারণ আমাদের ইংলিসম্যান বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সব কথা উড়াইয়া দিয়া আমাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন। আর আজকাল ইংলিসম্যান যাহা বলেন তাহাই সাধারণ্যে সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। আমি ওসব লইয়া আন্দোলন করিতে চাই না, এখন দেখিতেছি কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে বি, এল, উকীল বাবুরা এই প্রদেশে আসিয়া বড় হাঙ্গামা উপস্থিত করিতেছে, তাহাদিগকে হাতে রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহাদিগকে হাতে রাখিবার প্রধান উপায় এই, যে আমাদের জেলায় যে কোন নূতন উকীল আসিবে, অমনি বেশী মাহিনাতে বাগানের পক্ষ হইতে নিযুক্ত করিতে হইবে, তাহা হইলে তাহারা আর কিছুতেই আমাদের বিরুদ্ধে কুলীর

পক্ষ সমর্থন করিবে না। যদিও ফটীক বাবু ও আর ২।১ জন আমাদের পক্ষে আসিতে নারাজ, তথাপি ডেপুটি-কমিশনরের অনুগ্রহে তাহাও হইতে পারে। কারণ ওদিন কোন মোকদ্দমায় আমি কোর্টে উপস্থিত ছিলাম, ফটিক বাবু একটি কুলি মোকদ্দমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, উকীল বাবুকে দেখিয়া ডেপুটি কমিশনার সাহেব বলিলেন, "দেখ বাবু! তুমি প্রায় প্রতি মোকদ্দমাতেই কুলিদের পক্ষ সমর্থন কর—কখন তোমাকে সাহেবদের পক্ষ সমর্থন করিতে দেখি না, যদি এইরূপ কর তবে তুমি আমার কোর্টের একজন ভাল উকিল হইতে পারিবে না।" সাহেবের এই কথাতে অনুমান করা যাইতে পারে, তিনি ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়াই হউক ফটীক বাবুকে আমাদের পক্ষে আনিবেন। যদি আমরা সমস্ত বি এল প্লীডারদিগকে আমাদের পক্ষে আনিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের কোন ভয় বা আশঙ্কা নাই, এই বলিয়া ইনি বসিয়া পড়িলেন, হুরে হুরে শব্দেতে ইহাঁর বক্তৃতার পক্ষ সমর্থিত হইল।

তার পর আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত কাল সাহেব বলিলেন "আজ বড়দিন —আমাদের প্রধান আমোদের দিন, এখানে যে কেবল আমরা সভা করিতে আসিয়াছি তাহা নহে, অথবা বক্তৃতা শুনা বা বক্তৃতা করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য নয়, তবে বৎসরান্তে একবার সম্মিলিত হওয়া কর্ত্তব্য তাহার জন্য সভ্য মহোদয়গণের একত্র সমাবেশ হইয়াছে, রাত্রিও অধিক হইতে চলিল আমি আর বৃথা সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না; তবে আমার ২।১টি না বলিলে নয় তাই বলিতেছি, মধ্যে মধ্যে দুই এক জন সিভিলিয়ান এই দেশে আসিয়া থাকেন; সেই ডেভিলেরা আমাদের উপর বড় চটা, বাগানের অংশ বিক্রয় করা অথবা বাগান তত্ত্বাবধানের সময় তাহাদিগকে খানা দিয়া বশ করা যায় না; সুতরাংই তাহাদিগকে এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা কর্ত্তব্য, তাহার জন্য প্রধান কমিশনরকে হাতে রাখিতে হইবে এবং তাঁহার সেক্রেটরিরও সহানুভূতি চাই; নতুবা উপায়ান্তর নাই। আজ কাল অনেকেই এই দেশের মঙ্গলের জন্য অর্থ সাহায্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট দেশ-হিতৈষীরূপে পরিচিত হইয়াছেন, আমাদিগকেও দেশ-হিতৈষী হইতে হইবে, অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট যাহাতে আমাদিগকে দেশ-হিতৈষী বলিয়া স্বীকার করেন, তাহার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে হইবে। যদি দেখিতে পাই গবর্ণমেণ্ট ভাল কার্য্যের জন্য অর্থ সাহায্য

চাহিতেছেন, অমনি আমরা অকাতরে অর্থ সাহায্য করিব, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে দেশ-হিতৈষী বলিয়া গ্রহণ করিবেন, সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে কোন কথাই তাঁহাদের নিকট কার্য্যে পরিণত হইবে না।

শিক্ষা মানুষকে সাহসী করে ও স্পষ্ট বক্তারূপে প্রস্তুত করিয়া থাকে, বিশেষতঃ ইংরাজি শিক্ষা। অপরাপর প্রদেশের ইংরাজি শিক্ষা আর বন্ধ করা যাইতে পারে না, তবে এই প্রদেশের ইংরাজি উচ্চ শিক্ষা বন্ধ করিবার একটী উপায় আছে। যখন কোন ছাত্র তৃতীয় অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিবে, তখন তাহাদিগকে উচ্চ বেতনের কেরাণী নিযুক্ত করিতে হইবে। অনেকেই চাকরির জন্য ইংরাজি শিক্ষা করে, অল্প শিক্ষাতে যদি ভাল চাকরি হয়, তবে আর ছাত্রদিগের অভিভাবকেরা অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া আপনার সন্তানদিগকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে যাইতে দিবে না। তুমি লেখা পড়া জানা একজন বাঙ্গালী বা দেশীয়কে কার্য্যে নিযুক্ত কর, তাহারা মুখে মুখে উত্তর দিবে, আমাদের দোষ ধরিতে চেষ্টা করিবে ; কিন্তু লেখা পড়া জানে না এমন একজন লোককে নিযুক্ত করিয়া দেখ, সে তোমার বিরুদ্ধে একটিও কথা বলিবে না,চাকরীর ভয়ে সর্ব্বদাই তোমাকে খোষামোদি করিয়া চলিবে ; সুতরাং আমরা সকলেই যদি অল্প শিক্ষিত লোকদিগকে উচ্চ বেতনে কেরাণী গিরি কার্য্যে নিযুক্ত করি, তাহা হইলে উচ্চ শিক্ষাও বন্ধ হইবে, আর আমাদের কার্য্য লইয়া সাধারণে আন্দোলন করিতে অবকাশ পাইবে না। পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি, আজ বড় দিন—আনন্দের দিন, আর বাদানুবাদের সময় নাই, আর মত প্রকাশ করিবারও অবসর নাই, এখন আমি সভাপতি মহাশয়কে সানুনয়ে অনুরোধ করি, তিনি তাঁহার মহামান্য মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে অবসর দিন।" ইহার এ কথাতে এই সভার সমস্ত সভ্যই সায় দিয়াছিলেন এবং সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়েরও মত ছিল। সুতরাং এখন সভাপতি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, "অদ্য কি শুভ দিন! সংবৎসর পরে আমরা সকলে একত্রিত হইয়াছি এবং আপনাদিগের ব্যবসার বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছি; সকলেই বড় দিনের আমোদ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন, রাত্রিও অধিক হইয়াছে, এখন আমার মন্তব্য প্রকাশ করারই সময়। সভ্য মহোদয়েরা ব্যবসায় সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিলেন, সকলই উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী। নূতন আইন, বড় বড় সাহেবদিগকে অল্প মূল্যে বাগানের অংশ বিক্রয় করা, উকীলদিগকে বশী-

ভূত করা, ইংলিশম্যান প্রভৃতি সম্মানিত সম্পাদকদিগকে হস্তগত করা ইত্যাদি বিষয়ে এই সভা প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। আমার আর একটী নূতন প্রস্তাব আছে, সেইটী এই যে, যখন ডেপুটী কমিশনার, সিবিলসার্জ্জন অথবা কমিশনার বাগান পরিদর্শন করিতে আসিবেন, তখন তাঁহাদিগের সম্মানের জন্য বিশেষ আয়োজন ও ভোজের জন্য বিবিধ বস্তু প্রস্তুত করিতে হইবে; আর যাহাতে তাঁহারা কুলী লাইনে না যান ও কুলীদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিতে না পারেন, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। যদি সকল যত্নই বিফল হইয়া যায়, তবে যখন তাঁহারা বাগান পরিদর্শনে বাহির হইবেন, তখন বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অপরাপর সাহেবদিগকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইবে এবং বিশ্বস্ত কেরাণী ও সর্দ্দারদিগকে সঙ্গে রাখিতে হইবে, তাহা হইলে কুলীরা আর আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলিতে পারিবে না। আর যদি কেহ বলিতেও চেষ্টা করে, তবে সর্দ্দার ও অপরাপর লোকেরা তাহাদের কথার বিপরীত অর্থ বুঝাইয়া দিবে। আর এক জন বলিয়াছিলেন, কুলিদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার হইতেই পারে না। দাস—নিগার দাস—তাহাদের প্রতি কি শ্বেতাঙ্গেরা সদ্ব্যবহার করিতে পারে বা তাহারা প্রত্যাশা করিতে পারে যে শ্বেতাঙ্গ হইয়া তাহাদিগকে কাপুরুষের ন্যায় অথবা ধর্ম্মভীরু পাদরির ন্যায় অমনি ছাড়িয়া দিবে? যেমন করিয়াই হউক, তাহাদিগকে কার্য্যে লাগাইতেই হইবে, আমরা কি টাকা দিয়া কুলি আনি নাই?—আমাদের জিনিস, আমরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব—তাহাতে অপরের কি? আমি এত দিন এই প্রদেশে বাস করিয়া চা-আবাদ কার্য্যে নিযুক্ত আছি, এই দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতায় কুলি শাসনের উপায় এই মাত্র জানিয়াছি—চাবুক ঘুসি ও পদাঘাত।" এই বলিয়া সভাপতি মৃত্তিকায় সজোরে পদাঘাত করিলেন, এবং টেবিলের উপর সজোরে এক মুষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সুসজ্জিত টেবিলের পার্শ্বস্থিত সেজ দুইটি মৃত্তিকাতে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, ফুলদান কয়টী গড়াইতে গড়াইতে মাটিতে পড়িয়া চূর্ণ হইল; সভাপতি সভা ভঙ্গ করিলেন। "হৈহৈ রৈরৈ" শব্দে সভ্যেরা উঠিয়া উচ্চ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

সভাভঙ্গ হইলে পর, একজন চা-কর সাহেব তাঁহার বাবুকে বলিয়াছিলেন—কি আপদ, আজ বড়দিন, নানা প্রকার আমোদ করিব, তা না

সঙ্গী আর বক্তৃতা—আমরাত আর এদেশে সভা বা বক্তৃতা করিতে বা দেশের উপকার করিতে আসি নাই; আসিয়াছি সুখের জন্য—আমোদের জন্য, আমোদ পাইলেই হইল, লাভ লোকসান তা কোম্পানি বুঝিবে; এত আর আমাদের নিজের বাগান নয়, যে দিন রাত্রি লাভ লোকসানের কথা ভাবিয়া মাথা ঘুরাইয়া মরিব। লাভ হয় কোম্পানি বড় মানুষ হইবে, আর লোকসান হয় কোম্পানি ফেল হইবে। আমাদের মাহিনাটা পাইলেই হইল, কুলি পলাইবে তাহাতে আমাদের কি, যার বাগান তারই ক্ষতি, তা বলে কি, ঘুসিটা লাথিটা মেরে, এক আধ জনকে খুন করে যদি আমোদটুকু পাই, তবে ছাড়িব কেন? হা! হা! হুরে, কি সভাই হইল, কি বক্তৃতাই হইল? চল চল খানার ঘরে যাই। "ব্রাণ্ডি ব্রাণ্ডি শ্যাম্পেন শ্যাম্পেন" এই বলিয়া ইহারা সভার পার্শস্থ বৃহৎ গৃহে প্রবেশ করিল। এখানে সভ্য মহোদয়দিগের আহারীয প্রস্তুত ছিল, কেহ রীতিমত আহারে বসিয়া গেল, আর কেহ কেহ দণ্ডায়মান হইযা মুখে ব্রাণ্ডি ঢালিতে লাগিল, কেহ মাতাল হইয়া খানসামাকে ঘুসি, চাকরকে লাথি মারিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিল, কেহ মাথার টুপি, কেহ হস্তের যষ্টি, এদিকে ওদিকে ফেলিয়া রসিকতা দেখাইতে লাগিল, কেহ কেহ গ্লাস ও প্লেট ভাঙ্গিয়া ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিল। আহারীয় দ্রব্যাদি চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সঙ্গীতের রবে, নৃত্যের ধপাধপ্ শব্দে আর মাতলামির অস্পষ্ট ধ্বনিতে এই ঘরটী এক নূতন আকার ধারণ করিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই মদের নেশায় ভোর হইয়া কেহ টেবিলে, কেহ চেয়ারে, কেহবা আর আর স্থানে চালচিত্তির হইয়া পড়িল; বড় দিনের আমোদ শেষ হইল। যাহারা সজ্ঞানে ছিল, তাহারা বগি হাকাইয়া স্ব স্ব বাস স্থানে প্রস্থান করিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আদরমণির নূতন সংসার।

সময়ের কি পরিবর্ত্তন, মনুষ্যের অদৃষ্টের কি সূক্ষ্ম গতি, আশার কি অপরিসীম মহিমা!, একদিন যে সামান্য অসুবিধার মধ্যে পড়িলেই অভিমানে জলিয়া যাইত, বিদেশের নামমাত্রে প্রাণ শিহরিয়া উঠিত, আজ আশা

তাহাকে সুখমরীচিকা দেখাইয়া অরণ্যবাসী করিল, গৃহস্থ রমণী ও সর্ব্বময় কর্ত্রী আজ সামান্য কুলী হইল, ইহাকেই বলে "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।" আদরমণি শোণিতপুরের চা-বাগানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, একটী ক্ষুদ্র কুটীর তাহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল, কুটীরটী ৪ হাত দীর্ঘে ও ৩ হাত প্রস্থে, একজন মানুষ সেখানে দাঁড়াইলে কুটীরের চাল মাথায় ঠেকে, চারিদিকে খড়ের বেড়া, মেজেটী সেঁত্ সেঁতে। এই গৃহে প্রবেশ করিয়া আদরমণি মনে মনে বলিল, "এইত আমার সুখের উপাদান, ইহার পরিণাম যে কি তা ভগবানই জানেন। হা! রমুনা ঝমুনা! তোমাদের মনে কি এই ছিল? আমি তোমাদের কি সর্ব্বনাশ করেছিলেম যে, তোমরা আমার বাড়া ভাতে ছাই দিলে? তোমাদেরই বা দোষ দিলে কি হবে, সকলই আমার কর্ম্মফল।" বেলা ৪ টার সময় আদরমণি বাগানে পৌঁছিয়াছে, ঘরটী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল; সুতরাং সে রাত্রে আর তাহার আহারাদি হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই তাহাকে বাগানে যাইতে হইল, পাতা তোলা কার্য্য তার পক্ষে নূতন, সুতরাং সে দিন সে অল্প পাতাই তুলিতে পারিয়াছিল। বিশেষতঃ ম্যানেজার সাহেবের চালন চলন, বাবু ও মুহুরিদিগের চাউনি এবং সর্দ্দারদিগের অশ্লীল গালাগালিতে তাহার মনে বড় ভয় হইয়াছিল। নানাকারণে সেদিনকার পাতা তোলা কার্য্যটী বড় ভাল হয় নাই, এমন কি সমস্ত দিন পাতা তুলিয়া সিকি রোজের কাজ হইয়াছিল। ইহাদের মহিনা চারি টাকা হিসাবে সিকি রোজের প্রাপ্য দুই পয়সা, দুই পয়সাতে যে দুই জন লোকের খোরাকি হইতে পারে না, তাহা পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারেন। তবে বাগানের নিয়ম অনুসারে ইহারা অগ্রিম চাউল পাইয়া থাকে, কিন্তু হিসাবটা বড় কঠিন। কারণ আজকার রোজে আদরমণির খাটুনির প্রাপ্য দুই পয়সা, কিন্তু চাউল খরচ পাঁচ পয়সা; সুতরাং প্রথম দিন হইতে তাহাকে দেনা করিতে হইল। নীলের দাদন যেমন দুই পুরুষেও পরিশোধ হয় না, চা-বাগানের দেনা তেমনি পাঁচ বৎসরের এগ্রিমেণ্ট শেষ হইলেও শোধ হয় না; তবে মধ্যে মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। আদরমণি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গৃহে আসিল, আসিয়া ভাত রাঁধিল; কিন্তু লবণ ভিন্ন আর কোন উপকরণই ছিল না। ক্ষুধার চোটে অতি কষ্টে কিছু আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। রাত্রি অতি ভয়ানক সময়—বিশেষতঃ চা-বাগানে—আহার করিয়া সেই কম্বল

খানি ভিজা মাটিতে পাতিয়া শুইয়াছে, আর কোলের মেয়েটীকে দুধ দিতেছে, এমন সময় তাহার দ্বারে করাঘাত হইল। উঠিয়া দেখে, বড়-বাবুর চাকর দণ্ডায়মান। আদরমণি জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে? আর এখানে কেন আসিয়াছ?" সে বলিল "আমি এ বাগানের বড় কেরাণী বাবুর চাকর, তোমাকে বাবুর বাসায় যাইতে হইবে।" আদরমণি উত্তর করিল, "কেন"? ইহার পর চাকর যাহা যাহা বলিল, তাহা অশ্রাব্য ও অলেখ্য। চাকরের কথা শুনিয়া আদরমণি রাগে অভিমানে অধীর হইয়া পড়িল, বলিল "আমি যাব না, আমাকে তোমরা মেরে ফেল, তথাপি আমি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে পারি না, সতীত্ব হারাইতে পারি না।" চাকর কি শুনিবার লোক যে, আদরমণির কথা শুনিবে, সে আদরমণির হাত ধরিয়া টানিয়া গৃহের বাহির করিল—মেয়েটী কোল হইতে পড়িয়া গিয়া কাঁদিতে লাগিল, আদরমণিও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কুলী লাইনের সকল লোককে জাগাইয়া তুলিল। কুলী লাইনের দুই একজন লোক আদরমণিকে বলিয়াছিল "কেরাণী বাবুর বাসায় যা তোর ভাল হবে," সে কিছুতেই সম্মত হইল না। বাবুর চাকর অনেক চেষ্টা করিয়া হায়রাণ হইয়া পড়িল, কিছুতেই আদরমণিকে লইয়া যাইতে পারিল না; সুতরাং সে অপর আসামীর অনুসন্ধানে চলিয়া গেল। প্রায় প্রতি দিন কুলী লাইনে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত এইরূপ কাণ্ড হইয়া থাকে। আদরমণি কষ্টে স্বষ্টে সেই দিনের জন্য বাঁচিয়া গেল, কিন্তু তাহার মনে বড় ত্রাশ হইল, ভাবিতে লাগিল "কি করি—পলায়ন করিব? একে বিদেশ, তাহাতে ভয়ানক জঙ্গল, পথ চিনি না, ঘাট চিনি না, যাই কোথা, এখানে মাথা রাখিবার একটু স্থান আছে, বাঘ ভাল্লুক হইতে রক্ষা পাইবার উপায় আছে; কিন্তু জঙ্গলে গেলেই হয় বাঘ, না হয় ভাল্লুকে খেয়ে ফেলবে। আমি বাঘ ভল্লুকের হাতে মৃত্যুকে ভয় করি না; বাগানের লোকগুলি বাঘ ভাল্লুকের চেয়েও ভয়ানক। তবে আমার যত ভয় মেয়েটীর জন্য—আমার বাছাকে আমার কোল হইতে বাঘ ভাল্লুকে লইয়া যাবে, আর আমি দেখব? না, তা পারব না। তবে গলায় দড়ি দিয়া মরিব, সেত আমার হাতেই আছে, যখন ইচ্ছা মরতে পারব।" এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তাহার নিদ্রা আসিল। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া আবার বাগানে গেল। আদরমণি নূতন লোক, এ বাগানের জল বায়ু ভাল নয়, তাহাতে গুরুতর পরিশ্রম ও অল্প আহার, আর মধ্যে মধ্যে প্রহারও খাইতে,

হইত, ইত্যাদি নানাকারণে তাহার জ্বর ও পেটের অসুখ হইল ; অসুখ লইয়া সে চারি দিন খাটিতে গিয়াছিল, কিন্তু তারপর আর যাইতে পারিল না। একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িল, ইহার এই অবস্থা দর্শন করিয়া সাহেবের হুকুম অনুসারে ডাক্তার বাবু হাঁসপাতালে লইয়া গেলেন, হাঁসপাতালে আন্দাজ ৮ দিন ছিল, কিছুতেই কিছু হইল না। একদিন ম্যানেজার সাহেব আসিয়া তাহাকে হাঁসপাতাল হইতে এই বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন, "তুই যা, তুই আমার বাগিচার কর্ম্মের অনুপযুক্ত, জেলার হাঁসপাতালে যাইয়া থাক, তারপর যা'হবার তাই হবে।"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মরার উপরখাঁড়া।

রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, ভয়ানক অন্ধকার, কোলের মানুষ পর্য্যন্ত দেখা যায় না ; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, থাকিয়া থাকিয়া মেঘ ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে, দুই দিকে বৃহৎ অরণ্য, মধ্য দিয়া একটী রাস্তা দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে, রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ অরণ্য এত বিস্তৃত যে দৃষ্টি আর চলে না। অরণ্যময় প্রান্তর যাইয়া আকাশে ঠেকিয়াছে। গভীর রজনী হিংস্র জন্তুদিগের বিহারের সময়, তাহাতে আবার অরণ্যময় স্থান জনশূন্য। রাস্তার পূর্ব্বদিকে ভয়ানক শব্দ হইল, এ শব্দ আর কিছুবই নয়, ব্যাঘ্রের। একটী ব্যাঘ্র বন্য মহিষকে আক্রমণ করিয়াছিল। বন্য মহিষেরা দলবদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং যেই একটী মহিষকে আক্রমণ করিল, অপর মহিষেরা প্রথমতঃ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আক্রমণকারীর প্রতি আক্রমণ করিল ; কিন্তু ব্যাঘ্র ভীষণ বেগে মহিষকে বিনাশ করিয়া অপরাপর মহিষদিগকেও আক্রমণ করিতে ছুটিল। মহিষেরা ভীত হইয়া এদিক ওদিক চলিয়া গেল—তাহাদের আস্ফালনে ও গমনাগমনে অরণ্য ভীষণ আকার ধারণ করিল।

রাস্তার পশ্চিম দিকে ভল্লুকের চীৎকার, গণ্ডারের ভীষণ রব ও হস্তি-দলের গমনাগমনের শব্দ ভয়াবহ ; তাহাতে আবার ব্যাঘ্র ও মহিষের যুদ্ধ।

জঙ্গল কদল ভীত হইয়া ঘন ঘন চীৎকার করিতেছিল। এই সমস্ত আরণ্য জন্তুদিগের ভীষণ শব্দের মধ্যে একটী বালিকার ক্রন্দনধ্বনি শুনা যাইতেছিল। কিছুকাল পরেই বিদ্যুতের আলোকে দেখা গেল, একটী বৃক্ষের নীচে একটী স্ত্রীলোক বসিয়া আছে, আর ক্রোড়স্থ শিশু সন্তানকে সজোরে বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াছে। যখন বাঘে মহিষে যুদ্ধ হইতেছিল, ভল্লুক প্রভৃতি বন্য জন্তুরা ভীষণ রবে রণবাদ্য বাজাইতেছিল, সেই শব্দ শুনিয়া ঐ শিশুটী ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিল; তাহার মাতাও ভীত হইয়া শিশুকে ক্রোড়ে চাপিয়া ধরিয়াছিল। সেই গম্ভীর রজনী, অরণ্যময় স্থান, চতুর্দ্দিক হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ, এখানে দুর্ব্বলা অবলা আসিল কোথা হইতে? আর স্ত্রীলোকটীর বাহ্যিক দৃশ্য দেখিয়া তাহাকে মানুষ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায় না, কঙ্কালবিশিষ্ট দেহ, পরিধানে একখণ্ড জীর্ণ মলিন বস্ত্র কেবল লজ্জা নিবারণের কার্য্য করিতেছে। চক্ষু দুইটী মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সুতরাং দৃষ্টি কঠোর, শরীর শুষ্ক, মাথার চুল গুলি ঝাপসা; দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে তেলের সঙ্গে দেখা নাই, তাহাতে আবার বায়ু ভরে চুল গুলি উড়িতেছে। ইহাকে হঠাৎ দেখিয়া মনুষ্য বলিয়া চেনা যায় না; তাহাতে আবার এই স্থানে এত রাত্রিতে মনুষ্য আসিবে কোথা হইতে? ইত্যাদি নানা কারণে আমরা প্রথমতঃ ইহাকে মানুষ বলিয়া চিনিতে পারি নাই, তবে এ আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত লোক। পরিচিত লোক শত বিকৃত হইলেও কিছুক্ষণ মনোযোগের সহিত দেখিলেই চেনা যায়। এখন আমরা ইহাকে চিনিলাম—এ আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত আদরমণি। আদরমণি এখানে আসিল কেমন করিয়া, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শোণিতপুর বাগানের ম্যানেজার আদরমণিকে পীড়িত দেখিয়া তাঁহার বাগান হইতে তাড়াইয়া দেন। আদরমণি বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, রীতিমত চলিতে পারিত না, কি করে জীবনাশা তাহাকে ছাড়ে না, সকল গেল—বাকি রহিল জীবনাশা—সে জীবনাশার উপর নির্ভর করিয়া আস্তে আস্তে পথ চলিতেছিল, আর এক এক বার রাস্তার পার্শ্বে বিশ্রাম করিতেছিল। দেহের অবসান না হইলে, স্নেহের অবসান হয় না—তাহাতে আবার অপত্যস্নেহ, সেই অপত্যস্নেহ আদরমণির সন্তানটীকেও টানিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়াছিল। আদরমণি এক এক বার দশ বার হাত যায়, যাইয়া বসিয়া পড়ে, সন্তানটী পশ্চাৎ পড়িয়া কাঁদিতে থাকে, তার পর ২।১ জন লোক দেখিলেই মেয়েটী ভীত হইয়া মায়ের নিকট

দৌড়িয়া যায়, আদরমণি আবার চলিতে আরম্ভ করে। এই রূপে সমস্ত দিনে ইহারা ৪ মাইল পথ চলিয়া ছিল, তার পর সন্ধ্যা হইলে ইহারা পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষের নিম্নে বিশ্রাম করে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আদরমণি এই দেশবাসী একটী গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় চাহিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। এই প্রদেশীয় লোকেরা অন্য প্রদেশীয়কে বড় ঘৃণা করে, বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের ত কথাই নাই। এক জন ভদ্রলোকও যদি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া, ইতর শ্রেণীর কোন দেশীয় লোকের আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তাহা হইলেও তিনি আশ্রয় পাইতে পারেন না। আদরমণি সামান্য কুলি—তার পর পীড়িত; সুতরাং তাহাকে বাধ্য হইয়া সেই রাত্রি বৃক্ষমূলে বাস করিতে হইয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া চলিতে ইচ্ছা করিয়াছিল; কিন্তু পারিল না, মাথা ঘুরিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। মেয়েটী এখনও সুস্থ সবল—সে মার কাছে বসিয়া মাকে ডাকিতেছে, উঠিয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিতেছে, মায়ের উঠিবার শক্তি নাই, ভাল করিয়া কথা বলিবারও ক্ষমতা নাই। মাতা বৃক্ষমূলে পড়িয়া রহিয়াছে, শিশু সন্তান তাহার কাছে বসিয়া রহিয়াছে ও নানা প্রকার কথা বার্ত্তা বলিতেছে, সেই রাস্তা দিয়া এক এক বার এক এক খানি গরুর গাড়ী আসিতেছে, এক একটী ঘোড়া যাইতেছে, অমনি শিশুটী জঙ্গলের মধ্যে লুকাইতেছে, আবার গাড়ী ঘোড়া চলিয়া গেলে মাতার সম্মুখে আসিয়া বসিতেছে। এই প্রকারে দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল। মেয়েটীর ক্ষুধা পাইয়াছে, সে আর থাকিতে পারে না, কান্দিয়াই অস্থির, এক এক বার মাকে মারিতেছে—এক একবার ভাত দে ভাত দে বলিয়া চীৎকরিয়া কান্দিতেছে, এমন সময়ে একজন ভদ্র লোক একখানি গরুর গাড়ীতে চড়িয়া, সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি ইহাদের দুরবস্থা দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন, এবং সঙ্গে যাহা কিছু খাদ্য দ্রব্য ছিল, তাহার কতক অংশ আদরমণিকে ও তাহার কন্যাকে দিলেন, এবং নদী হইতে জল আনিয়া তাহাদের পিপাসা দূর করিলেন। ইহা করিয়াও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না, রাস্তা দিয়া কতকগুলি ছাপ্পর শূন্য গরুর গাড়ী যাইতেছিল, তাহার মধ্যে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া রোগীটীকে জেলার হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন। গাড়োয়ানের ভাড়া নিজের নিকট হইতে দিয়াছিলেন।

এই প্রদেশীয় হাঁসপাতালগুলি প্রায় কুলি রোগীতেই পরিপূর্ণ। স্থানীয় লোকেরা জাতি নাশের আশঙ্কায় প্রায়ই হাঁসপাতালে যায় না। আদর-

মণি ৮।১০ দিন হাঁসপাতালে থাকিয়া কিছু সুস্থ হইলে আর হাঁসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক বাবু তাহাকে রীতিমত আহার দেন না, সে এদিক ওদিক হইতে ভিক্ষা করিয়া উদর পূর্ণ করিতে লাগিল—এখন আদরমণির রাত্রি যাপনের স্থান হাঁসপাতাল—দিবসে বিশ্রামের স্থান বৃক্ষমূল এবং আহারের স্থান জেলের কর্ম্মচারী বাবুদের এবাসা ওবাসা। এই প্রকারে কিছুদিন চলিয়া গেল, আদরমণি সম্পূর্ণ সুস্থ হইল, আর হাঁসপাতালে রাত্রি যাপনের উপায় নাই—এই হাঁসপাতালে রোগীদিগের থাকিবার জন্য অল্প স্থানই ছিল। অদ্য সন্ধ্যার পর, চা-বাগান হইতে আর একটী রোগী হাঁসপাতালে আসিয়া পৌঁছিল। হাঁসপাতালে আর অতিরিক্ত স্থান নাই, সুতরাং আদর-মণির স্থান খালি করিয়া, সেই স্থানে ঐ নূতন রোগীকে ভর্ত্তি করা হইল, এখন আদরমণি আবার নিরাশ্রয়া, কি করে—ঈশ্বর নিরাশ্রয়দিগের জন্য বৃক্ষ-তল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন—এ সেই রাত্রে বৃক্ষমূলে বাস করিল, পরদিন প্রাতঃকালে একটী বাবুর বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইল। এই বাবুটী এখানে ওকালতী কার্য্য করেন, সে পূর্ব্বে প্রায় মধ্যে মধ্যে এই বাবুর গৃহিণীর অনু-গ্রহে অন্ন পাইত, আজ বাবু বাড়ী ছিলেন না, আদরমণি যাইয়া বাবুর গৃহি-ণীর কাছে সেখানে থাকিবার প্রার্থনা জানাইল। গৃহিণী তাহাতে স্বীকৃত হইয়া আদরমণিকে আশ্রয় দিলেন। বাবু বাড়ী আসিয়া বলিলেন "এ কুলি—ইহাকে আশ্রয় দিলে কি হইবে—ইহাকে রাখিতে পারিবে না, আর আমা-কেও বড় ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হইবে।" গৃহিণী বাবুর কথা শুনিলেন না, তাঁহার দয়ার হৃদয়, তিনি আদরমণিকে আশ্রয় দিলেন। আদরমণি যখন পীড়িত হইয়া হাঁসপাতালে আসে, তখন মধ্যে মধ্যে তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য শোণিতপুরের বাগান হইতে এক এক জন সর্দ্দার আসিত, অদ্য শোণিত-পুরের বাগান হইতে সর্দ্দার আসিয়া দেখে আদরমণি হাঁসপাতালে নাই; সুতরাং সে এদিক, ওদিক বাবুদের বাসা, মহাজন পল্লি অনুসন্ধান করিয়া দেখে যে, উকীল বাবুর বাড়ীর বাহিরে আদরমণির মেয়ে খেলা করিতেছে, মেয়েটী বাগানের লোক দেখিবাই খেলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'মা! মা!' বলিয়া চীৎকার করিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। মেয়ের চীৎকারে আদরমণি ভীত হইয়াছিল, সে মনে করিয়াছিল মেয়েকে হয় কুকুরে কামড়াইয়াছে, না হয় সাপে কাটিয়াছে। কিন্তু তাহার এই ভ্রম অধিকক্ষণ রহিল না, সে বাহিরে আসিয়াই দেখে চা-বাগানের লোক। বাগানের সর্দ্দার তাহাকে

দেখিয়া বলিল "তুই এখানে কেন? জানিস্ না তুই আমাদের এগ্রিমেণ্টের কুলি—এখনি বেত মার্তে মার্তে বাগানে লয়ে যাব, শিগ্গির আয়।" আদরমণি তার এই কথা শ্রবণ করিয়া উকীল বাবুর বাসা ছাড়িয়া অপর বাসায় পলাইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও তাহার নিস্তার নাই, বাগানের সর্দ্দার প্রথমতঃ বাবুকে জেলে দিবে বলিয়া ভয় দেখাইল, অবশেষে পুলিসের সাহায্যে আদরমণিকে ধরিয়া লইয়া গেল।

ইহাতে বাবুকেও অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তবে তিনি উকীল ছিলেন বলিয়া রক্ষা; নতুবা তাঁহাকেও কিছু উত্তম মধ্যম সহ্য করিতে হইত। এই ঘটনার পর বাবু বিরক্ত হইয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, "তুমিই যত অনিষ্টের মূল, তোমার জন্যই ত এত কষ্ট সহ্য করিতে হইল।" ইহার উত্তরে বাবুর স্ত্রী বলিয়াছিলেন "আমরা গৃহী লোক, বিশেষতঃ আমার দুটো কাচ্চা বাচ্ছা আছে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া গৃহীর প্রধান ধর্ম্ম। আমি তোমার সামান্য অসুবিধার জন্য, অধর্ম্ম করিতে পারি না; অধর্ম্ম করিলে আমার কাচ্চা বাচ্ছাগুলি মরিয়া যাইবে। আমি মনে মনে ঠিক করিয়াছি—আমার গৃহে যে যখন আসিবে, সে তখনই আশ্রয় পাইবে—সে কুলিই হউক আর অপর লোকই হউক!" গৃহিণীর মুখের কাছে বাবু আর টিকিতে পারিলেন না, বলিলেন "যা ইচ্ছা কর, তোমার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া মরিলাম।" এদিকে আদরমণি কান্দিতে কান্দিতে নানা প্রকার বিপদ ও ভয়ের আশঙ্কায় দগ্ধ হইতে হইতে বাগিচায় চলিয়া গেল। উকীল মহাশয় আবার সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

আসামের চা-বাগানের কুলীদের প্রায়ই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, তাহার সাক্ষী জেলার ডিস্পেন্সরি গুলি। তুমি জেলার ডিস্পেন্সরিতে যাও, দেখিবে তাহা কুলীরোগীতে পরিপূর্ণ। রোগী আরাম হইল, চা-বাগান হইতে লোক আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। এইরূপ ঘটনা আসামের প্রত্যেক স্থানেই হইয়া থাকে। আরো দেখিতে পাওয়া যায়, পীড়িত কুলীরা ষ্টিমারের ঘাটে, নদীতটে পড়িয়া রহিয়াছে; কেহ আজ মরিবে, কেহ কাল মরিবে, কাহারও বা ২।৩ দিন বিলম্ব আছে। বাগানে কুলী পীড়িত হইল, ম্যানেজার সাহেব কর্ম্মের অনুপযুক্ত বলিয়া বাগান হইতে তাড়াইয়া দিলেন, এখন সে যায়-কোথায়? হয় নদীর তীর, না হয় বৃক্ষমূল, না হয় ডিস্পেন-সারি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হাঁসপাতাল সর্ব্বদাই রোগীতে পূর্ণ থাকে;

সুতরাং নূতন রোগী আসিলে তাহাদিগকে বৃক্ষতলে বা নদীতীরে আশ্রয় লইয়া রোগ-যন্ত্রণায় ছট ফট করিতে করিতে অন্নাভাবে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বাড়া ভাতে ছাই।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে, সকলেই সারাদিনের শ্রম দূর করিবার জন্য বিশ্রাম করিতেছে—এ বিশ্রাম আরাম সূচক বিশ্রাম নহে, শোকে দুঃখে অভিভূত শোকাতুরের বিশ্রাম। উল্লাস নাই, কিসে শোকময় পুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য স্থানে যাইব; আনন্দ নাই, তৃপ্তি নাই, কিসে শোকাতুরের বিলাপ ধ্বনি হইতে দূরে যাইয়া জনসমাজের বিমল দৃশ্য দেখিব, এইরূপ বিশ্রামকে কি বিশ্রাম বলা যায়? যিনি বলিতে চান—বলুন—কিন্তু আমি বলি এ বিশ্রাম বিশ্রাম নহে—বিষাদ ভারাক্রান্ত ভগ্নহৃদয়ের নীরব প্রবাহমাত্র। ক্রমে ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে চলিল, কোথায় কেহ নাই, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ ও নীরব, আকাশ স্থির ও গম্ভীর, কেবল মধ্যে মধ্যে চৌকীদারদের চীৎকার, পেচকের গভীর রব রজনীকে আরো গভীর করিয়া তুলিতেছ। এমন সময় একটী কুটীর হইতে দুইটী লোক বাহির হইয়া অপর একটী কুটীরে বিদ্যুৎবেগে চলিয়া গেল, ইহারা যাইবামাত্র সেই কুটীর বন্ধ হইল, গৃহের প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। এই ঘটনার পর কিছুক্ষণ কুটীর নিস্তব্ধ ও নীরব ছিল, তারপর ফুস্ফুস করিয়া তিনটী লোক এই প্রকার কথা বার্ত্তা বলিতেছিল।

প্রথম। এখন উপায় কি?

দ্বিতীয়। পলায়ন।

তৃতীয়। কোথায় যাইব? আমি যেখানে যাইব সেইখানেই আমার বিপদ।

প্রথম। কেন বিপদ কিসের? যাহাদের ভালর আশা আছে, তাহাদের মন্দের ভয়—যাদের সম্পদের সম্ভাবনা আছে, তাহাদের বিপদের ভয়!

আমাদের ত ওসবকিছুই নাই, পলায়ন করিব—যে দিকে দুই চোখ যায় সেই দিকে যাইব—যদি বাঘে বা ভাল্লুকে খায় তা হলেই বা মন্দ কি! কষ্টেরত শেষ হইবে, আর রোজ রোজ ভয়ে ভয়ে সমস্ত রাত্রি কাটাইতে পারি না।" বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠরোধ হইল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "তুমি চুপ করলে যে, কাঁদচ নাকি? কাঁদলে কি হবে? যা হবার—তা—হবেই।"

প্রথম—(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) এ জীবনে এত কাঁদিয়াছি যে আর চক্ষে জল নাই। যদি কেহ আমার চক্ষের জল একত্র করিত, তা হলে একটী ছোট খাট পুকুর হইত। প্রাণ বোঝে না, কষ্ট আর সহ্য করতে পারি না, তাই কান্দি; দেখ আমি বাল্য কালে বিধবা হয়েছি, স্বামী যে একজন ছিল তা আমার পোষাকে স্মরণ করায়ে দেয় মাত্র। তারপর মা বাপের কাছে ছিলাম, ভালই ছিলাম, অদৃষ্টে সুখ না থাকলে সুখ কেহ দিতে পারেনা। কি কুক্ষণে আবার রমুনা ঝমুনার সঙ্গে দেখা হল, কি কুক্ষণে রমুনার ঝমুনার ফুস্ ফুসানি আমার কর্ণে প্রবেশ করল, আর কি কুক্ষণেই আমরা গোপালপুর ছেড়ে এলেম!" এই বলিয়া আবার অনুচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

দ্বিতীয়—কি কর, কেহ টের পাবে যে? টের পেলেই সর্ব্বনাশ!

"আর সর্ব্বনাশ! আজ তোমাকে পেয়েছি, মনের কথা বলে নিই, মাপ কর, তারপর তোমাকে দেখে ও তোমাকে ভাল বেসে একটু সুখের মুখ দেখবার আশা হয়েছিল, কিন্তু সাহেবটা যেরূপ ফন্দি করেছে, তাতে বোধ হয় তোমাকেও হারাতে হবে। বাগানে এসেছি, জাত কুল মান সকলই গিয়েছে; মনে করেছিলাম, আর দশজন মেয়ে-কুলী যেমন এক একজন কুলীকে বিয়ে করে, আমিও তোমাকে বিয়ে করব। এখন দেখি, তাও হলো না—আমার আশায় ছাই প'ড়ল। এতদিন সাহেবের খানসামা এসে বলত "সাহেব তোমাকে চান্, তিনি এক ফিকির করে তোমার এগ্রিমেণ্ট কাটায়ে দিবেন, তোমাকে মেমসাহেব করে রাখবেন।" আমি বল্‌লাম "কি? কার এগ্রিমেণ্ট কাটিবে?" খানসামা বলিল—"কেন? একটা চেনা কুলীকে তোমার জায়গায় কাজ করতে দিব, আর তাকে মতি মতি বলিয়া ডাকব। এগ্রিমেণ্টত সাহেবের হাতে—আর এই বাগানে যত লোক, সকলই সাহেবের অধীন; সাহেব যাহা বলবেন তাহারা

তাহাই করবে; সুতরাং সেই ফাল্‌তু কুলী তোমার হইয়া খাটিয়া দিবে। আর যদি তাকে কেহ খোঁজ করিতে আসে, বলা যাবে সে মরেচে; এ'হলে সব দিকৃই রক্ষা হবে। তোমার আর চারি বৎসর খাটতে হবে না; আর সাহেবের পাঁচ বৎসব এগ্রিমেণ্টের একটা কুলী থেকে যাবে।" তারপর আজ এসে খানসামা বল্লে সব ঠিক হয়েছে, তোমাকে কালই আমাদের বাঙ্গালায় যেতে হবে, আজ সব পাকা হযে গিয়েছে, সেই ফাল্‌তু কুলীটা মতি বলিয়া পরিচিত হয়েছে, খাতা পত্রে তার ঐ নাম লেখা হয়েছে। একটা মাত্র মেয়ে ফাল্‌তু কুলি বাগানে ছিল, আজ রিপোর্টে ফাল্‌তো কুলি নাই বলিয়া রিপোর্ট কবেছেন। এই কথা শুনে আমাব বড ভয় হযেছে, এখন কি কবি?"

দ্বিতীয়—আব কি করব? চল এখনই পলাই।

উত্তব—"আমিও তাই বলি।" ইহাব উত্তরে তৃতীব ব্যক্তি বলিল "আমি পালাব না, পালায়ে যাব কোথা—তোমবা পলায়ে দেশে যাবে বা আর কোন যায়গায় গিয়ে ঘবকন্না কববে; আমি দেশে গেলেই আমাকে ধবে জেলখানায় দেবে, অথবা অপব জায়গায় গেলে—তখনই হউক বা দুইদিন পবেই হউক, জেলে যেতে হবে। তোমাদিগকে ইহার পূর্ব্বে আমি আমার বিষয় কিছু বলি নাই; আমি কায়স্থের ছেলে, অল্প কিছু লেখাপড়াও জানি, তবে কর্ম্মফল কে খণ্ডাবে! একদিন রাগ করে একজনেব ঘর জ্বালায়ে দিয়েছিলুম, তারা আমাব নামে নালিশ করে, সেই মোকদ্দমা প্রমাণ হইয়া আমার সাত বৎসর জেল হয়। আমি জেলে যাইবাব পূর্ব্বেই কনষ্টবলের হাত ছাড়ায়ে পালাই। তখন মনে করলাম কোথায় যাই; আমার আর বড় ভাবিতে চিন্তিতে হল না। অতি অল্প সময়েব মধ্যেই আড়কাঠির সঙ্গে দেখা হল, সে আমাকে ডিপোতে এনে কুলী করে দিলে। আমি মনে করেছি আর কোথাও যাব না, এই বাগিচায় জীবন শেষ করব।

দ্বিতীয়—"বেশ—বা! তুমিত বড় বাহাদুব লোক। কত দিন হ'ল তুমি এই বাগিচায় এসেছ?" তৃতীয়—"কেবল আমি বাহাদুর নয়! খুঁজলে বাগিচা হতে আমার মতন অনেক বাহাদুর বেরুতে পারে। আমি প্রথমতঃ তিন বৎসরের এগ্রিমেণ্ট দিয়ে আসি, এখন ৬ বৎসর হতে

গিয়েছে, তথাপি দেনাও শোধ হল না, এগ্রিমেণ্টও ফুরাল না, এখন আমি বাগানের ভূষণ্ডি কাক হয়ে পড়েছি। আর ওসব কথায় কাজ নাই, রাত্রি অনেক হয়েছে, এখনই পলাও। দেখ, সাবধান, এই বাগান থেকে বেরিয়ে বরাবর পশ্চিমমুখে যাবে, পথ ঘাট বিচার করবে না, সমস্ত রাত্রি এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেলে সকাল বেলা একটা নদী পাবে, নদীটা সাঁতার দিয়ে পার হয়ো! দেখো যেন খেওয়ার নৌকার জন্য অপেক্ষা করে বসে থেক না। যদি বসে থাক, তবে সেইখানেই ধরা পড়বে। তবে যাও! শীঘ্র যাও! আমার শেষ কথা এই যে, আমার বিষয় তোমরা কাকেও বলো না, আমিও তোমাদের বিষয় কাকেও বলব না।" তৃতীয় ব্যক্তি চুপে চুপে অতি সঙ্গোপনে ইহাদিগকে এই কথা বলিয়া আপনার ঘরে গিয়া শুইল। ইহারা সেই গভীর রজনীতে বাগান হইতে পলায়ন করিল।

আদরমণির কন্যা কৃতার্থ এগ্রিমেণ্টের সময় মতিনামে পরিচিত হইয়াছিল। তবে আমরা ইহাকে মতি না বলিয়া কৃতার্থই বলিব। প্রায় এক বৎসর হইল কৃতার্থ এই বাগানে আসিয়াছে, কৃতার্থ এই বাগানে আসিয়া বড় বিষন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তারপর আর একটী কুলির সঙ্গে তার প্রণয় হয়; সেই কুলিটির নাম কেনারাম। কেনারাম তিন বৎসরের এগ্রিমেণ্ট দিয়া এই বাগানে আসিয়াছিল, তাহার এগ্রিমেণ্টের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতে, সে আবার একবৎসরের এগ্রিমেণ্ট দিয়াছে। তাহার মূল কারণ কৃতার্থ। চাবাগানের নিয়ম এই যে অবিবাহিত ও অবিবাহিতার পরস্পর ইচ্ছা হইলে বিবাহ হইতে পারে; সুতরাং বিবাহ বন্ধনের লোভে আবার এগ্রিমেণ্টের কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। এখন দেখিল এ বাগানে থাকিলে কৃতার্থকে পাইবে না, সুতরাংই কৃতার্থকে লইয়া পলায়ন করিল।

কৃতার্থের বয়স অল্প, দেখিতে শুনিতেও মন্দ নয়। এক কথায় বলিতে গেলে, চা-বাগানের সাহেবেরা, যে সব রূপবতী কুলী রমণীদিগকে মেম করেন, কৃতার্থ তাহাদের মধ্যে পরমা সুন্দরী। তজ্জন্য শোণিতপুরের বেত সাহেবের পরম বন্ধু কসি সাহেব কৃতার্থের উপর বড় অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার অনুরক্তির পরিচয় এই যে—কসি ইতিপূর্ব্বেই কৃতার্থকে কোম্পানির দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া স্বকীয় দাসী রূপে বরণ করিয়াছিলেন।

অদ্য কলিসাহেবের বাঙ্গালায় বড় ধুমধাম,—সাহেব অতি প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়াছেন, খানসামাদিগকে বাঙ্গালার পশ্চাতের ঘরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার হুকুম দিয়াছেন, আর খান চারেক শাড়ী, গোটা দুই জ্যাকেট ও একটা গাউন ক্রয় করিয়া আনিয়া রাখিয়াছেন। বেলা ৭টা বাজিবার পূর্ব্বে খানসামাকে হুকুম দিলেন, "সে মেয়েমানুষটাকে আমার বাঙ্গালায় নিয়ে আয়, সে আর এখন এগ্রিমেণ্টের কুলী নয়।" খানসামা সাহেবের হুকুম শুনিয়া কুলী লাইনে ছুটিয়া গেল, তথায় যাইয়া দেখে কৃতার্থ আর নাই, সে অমনি বাগিচায় ছুটিয়া গেল, এদিক ওদিক অনুসন্ধান করিয়া কোথাও পাইল না; অবশেষে খানসামা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া সাহেবকে সংবাদ দিল। অবশ্যই সাহেব এই সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন; তবে বাতাহত কদলীর ন্যায় মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন কিনা, তাহা আমরা জানি না। কলিসাহেব এই সংবাদ পাইবামাত্র ঘোড়া প্রস্তুত করিতে বলিলেন, এবং আর ২।৪ জন লোক এদিক ওদিক পাঠাইয়া নিজে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক পশ্চিম দিকে চলিয়া গেলেন। কৃতার্থ ও কেনারাম রাত্রিশেষে নদীতীরে উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু কৃতার্থ সন্তরণ জানে না বলিয়া নদী পার হইতে পারে নাই; সুতরাংই খেয়ার নৌকার অপেক্ষায় দিনের অপেক্ষা করিতেছিল। বেলা হইয়াছে, খেয়ার নৌকাতে লোক পরিপূর্ণ। কৃতার্থ ও কেনারাম সেই নৌকায় বসিয়াছিল, মাঝি আর আসে না, ইহাদের ছটফটানি ধরিয়াছে, ভয় ও আশঙ্কায় জড়সড় হইয়া নৌকার এক পার্শ্বে লোক জনের ভিড়ের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে, আর ভয়প্রাপ্ত হরিণযুগলের ন্যায় তীর পানে তাকাইতেছে। বেলা প্রায় ৮টা হল, তথাপি মাঝি আসিতেছে না! সে আসিবে কি—এই দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বড় অহিফেনসেবী। শত কর্ম্ম জলে ভেসে যাক না কেন, আর জজ ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টারই আসুন না কেন, অহিফেন সেবন না করিয়া ইহারা গৃহ হইতে বাহির হয় না; বিশেষতঃ মাঝিদের ত কথাই নাই। তাহাদের ত অহিফেনগত জীবন। মাঝিদের অহিফেন সেবন দেখিলে বোধ হয় তাহারা ঘর সংসার করে অথবা অর্থ উপার্জ্জন করে অহিফেনসেবনের জন্য। সুতরাংই মাঝির আসিতে অনেক বিলম্ব হইল। ইহার মধ্যে কলি সাহেবের ঘোড়া টকাটক শব্দে ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। ইহারা ঘোড়ার পদশব্দ শুনিয়া তীরে দৃষ্টি করিয়া দেখে, যমদূতের

অবতার স্বরূপ কলিসাহেব উপস্থিত। লোকের যমদূতকে দেখিলে যত ভয় না হয়, কলিসাহেবকে দেখিয়া তাহা অপেক্ষাও ইহাদের অধিক ভয় হইয়াছিল। এখন নৌকা ছাড়িয়া দিয়াছে; এমন কি নৌকাখানি নদীর সিকিঅংশ অতিক্রম করিয়াছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে সাহেবীস্বরে চিৎকার হইল—"নৌকা ফিরাও নৌকা ফিরাও, ইহাটে আমার কুলি আছে।" মাঝি সাহেবের শব্দশুনিয়া নৌকা ফিরাইল, কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকাখানি কিনারায় ভিড়িল। নৌকা কিনারায় ভিড়িবামাত্র কলি সাহেব লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক নৌকায় উঠিল, উঠিয়া দেখে নৌকার এক পার্শ্বে কৃতার্থ অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে আর কেনারাম ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। কলি সাহেবের দুই ধমকে কৃতার্থের চেতনা হইল। সে চেতনা পাইয়া, সাহেবের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। সাহেব বলিলেন "টোমার ডোষ কি? যত ডোষ এই বেটার। এই বেটাই পরামর্শ ডিয়ে টোমাকে বাগিচা হইটে বাহির করিয়াছে, যাই বাগিচায়, বেটাকে জব্দ করিব।" এই বলিয়া সাহেব কৃতার্থের হাত ধরিয়া তীরে উঠিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে কেনারামও তীরে আসিল, তীরে আসিয়া কেনারামকে সাহেবের দু একটী পদাঘাত সহ্যকরিতে হইয়াছিল; কিন্তু কৃতার্থকে ফুলের ঘাটীও সহ্যকরিতে হয় নাই। হইবেই কেন? কথায় বলে "সাহেব বিবির গোলাম"! সাহেবের মনোরথ পূর্ণ হইল। কলি সিদ্ধ-মনোরথ হইয়া আনন্দে ক্রীড়া কৌতুকের প্রতিমূর্ত্তি আঁকিতে আঁকিতে বাগানে চলিয়া গেলেন। আর ঐ জীব দুইটী যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে হইতে, নানা প্রকার অপমান লাঞ্ছনা ও প্রহারের ভয়ে হৃদয়কে শুষ্ক করিতে করিতে বাগানের দিকে অগ্রসর হইল। কৃতার্থের প্রধান চিন্তা এই—মানুষকে ভূতে পাইয়া বিকৃত করে, আত্মপর চিনিতে দেয় না, কাণ্ডজ্ঞান থাকিতে দেয় না, মানুষ আপনার হৃদয়ে আপনিই ছুরিকা মারে, তাহা বুঝিতেও পারে না—আমাকে ভূতে পাইয়াছে, এ আমাদের দেশী ভূত নয় যে রাম নাম করিলে ছাড়িয়া যাইবে—এ বিলাতি ভূত! রাম রহিম মানে না—কোন রাজারও ধার ধারে না। আমি যেতে বসেছি! না! না! গিয়েছি,—আর যাওয়া কাকে বলে? বিধাতা! অবশেষে কি আমার কপালে এই লিখেছিলে যে, মদ ও গরু খেকো ইংরেজের মেম হতে হল, আমিত অধঃপাতে গিয়েছি, তবে আমার সঙ্গে সঙ্গে এ বেচারাও গেল। শুদ্ধ যে গেল তা নয়,

এর একূল ওকূল দুকূলই পাথার, কি ভূতেই ওকে পেয়েছিল—কি ভাল-বাসাই শিখেছিল। তোর এগ্রিমেণ্টের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, যা দেশে চলে যা, মা বাপের কোল পূর্ণ কর্ গে। তা না তুই আবার এগ্রিমেণ্ট দিলি? আবার আমার সঙ্গে মরতে এলি! আমি এমনি হতভাগিনী, যে আমার আশা করে তারও সর্ব্বনাশ হয় (বিকট হাস্যকরিয়া) বা? বা! বেশ হয়েছে, এবার কলিসাহেবের সর্ব্বনাশ হবে, হা! হা" এই বলিয়া কৃতার্থ হাসিতে লাগিল। যার মন বিকৃত হইয়াছে, হৃদয় শূন্য হইয়াছে, তার হাসি ও কান্নার অর্থ কে বুঝিতে পারে? অথবা দাসত্বময় জীবনে হাসিও নাই, কান্নাও নাই, ভালবাসা নাই, অপত্যস্নেহও নাই, মনুষ্যত্বও নাই, মনুষ্যজীবনের বিকাশও নাই। সকলই শূন্য, সকলই কল্পনা, সকলই আঁধার, কেবল সার মৃত্যু। যাও কৃতার্থ পুনর্ব্বার জঘন্য দাসত্বব্রতে চলিয়া যাও। এই পৃথিবীতে সুখ হইবে না। তোমার সুখের মূলমন্ত্র মৃত্যু!

ষোড়শ অধ্যায়।

ডাক্তার বাবু।

আনন্দ, উৎসব, নিরানন্দ, বিষাদ, সুখ, দুঃখ, শান্তি, প্রেম ও সৌহার্দ্দ্য, এই সকলেরই মূলভিত্তি স্বাধীনতা। যে স্বাধীন, সে সুখের সেবক, উৎসবের মর্ম্মজ্ঞ, প্রেমের দাস, নিরানন্দের সখা, বিষাদের পরিচারক; আর যে অধীন তার সুখ নাই, দুঃখ নাই, শান্তি নাই, বিবাদ নাই, অমৃত নাই—গরলও নাই—নাই বলিতে তাহার কিছুই নাই। চোরের উপদ্রব নাই, দস্যুর ভীতি নাই। অধীনের স্বদেশপ্রেম কে কাড়িল? দাম্পত্যপ্রেম ও অপত্য বাৎসল্য কে উৎখাৎ করিল, কে পিতৃমাতৃভক্তির শিরে বাজ হানিল?—আর কেই বা তাহার জীবনের আশার মূলে বিষাদের বিষ ঢালিয়া দিল? অধীনতা। কর্পূর যেমন শিশির মধ্যে আবদ্ধ না রাখিলে অজ্ঞাতসারে সমস্ত উড়িয়া যায়, মানবের প্রেম প্রভৃতি সদ্গুণ, অধীনতার বায়ুপ্রবাহের মধ্যে পড়িয়া অজ্ঞাতসারে হৃদয়-পাত্র শূন্য করিয়া চলিয়া যায়।

এই জন্য অধীন জাতি স্বদেশ-প্রেমবর্জ্জিত, ভৃত্য তেজোবিহীন ও প্রাণহীন জড়যন্ত্র। তার জন্য দাম্পত্য প্রেম অস্তিত্বশূন্য, অপত্য বাৎসল্য ও পিতৃ-মাতৃভক্তি নিদ্রিত, তার জন্য ধর্ম্ম শক্তিবিহীন, কার্য্য ভিত্তিবিহীন ও জীবন অতি বিষাদময় ও মৃত ; ইহারই জন্য দাস অবাধে নির্য্যাতন, ভৎর্সনা, অপমান ও গঞ্জনা সহ্য করে। এই জন্যই আসামের কুলী নীরবে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও স্থির আছে। তার জন্যই আজ শোণিতপুরের ডাক্তার বাবু পুটপাকের মত পুড়িয়া ছাই হইয়াছেন, যন্ত্রণার আগুনে আজ তাঁহার শিক্ষা, ধর্ম্মভয়, প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসা বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

ডাক্তার বাবুর বাড়ী কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর রেলওয়ে-ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে, নাম নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বয়স একুশ বাইশের মধ্যে। ইনি কলিকাতাস্থ মেডিকেল স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার। ইহার সংসারের অবস্থা অতি অসচ্ছল, পিতা বৃদ্ধ, ইহার পরিবারের মধ্যে উপার্জ্জনক্ষম আর কেহই ছিল না। নরেন্দ্র পিতার একমাত্র পুত্র ও বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন, অন্ধের যষ্টিস্বরূপ। এতদিন নরেন্দ্রের পিতার যা কিছু স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া তিনি পুত্রের অধ্যয়নের ব্যয় ও পরিবার-বর্গের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেছিলেন ; এখন আর ইহাদের কোন প্রকার বিষয় সম্পত্তি নাই, সুতরাংই নরেন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাঙ্গালীর উপজীবিকার ভিত্তি চাকুরি অন্বেষণে বাহির হইলেন। অনেক অনুসন্ধান ও চেষ্টার পর শোণিতপুরের বাগানে ৬০৲ টাকা বেতনে একটী কর্ম্ম পাইলেন। আসামের চা-বাগানে এগ্রিমেণ্ট ভিন্ন কথাটি বলিবার যো নাই ; কি কুলী, কি কেরাণী, কি ডাক্তার সকলকেই এগ্রিমেণ্ট দিয়া আসাম যাইতে হয়। নরেন্দ্রকেও দুই বৎসরের এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিয়া চাকুরি লইতে হইয়াছিল। নরেন্দ্রের চাকুরি হইল, তিনি আসামযাত্রা করিবেন ; কিন্তু তাঁহার পিতার তাহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল। কিন্তু কি করেন, দরিদ্রতা যাহার হৃদয়কে পেষণ করিয়া অসার করিয়াছে, তাহার সঙ্গে অপত্য-স্নেহ অধিকক্ষণ সংগ্রাম করিতে পারে না। সুতরাং তিনি বাধ্য হইয়া অপরাপর প্রতিবাসী ও আত্মীয়দিগের পরামর্শের বিরুদ্ধে পুত্রকে আসাম যাইবার আদেশ করিলেন। নরেন্দ্র পিতামাতা ও আত্মীয় পরিবারদিগের নিকট বিদায় লইয়া আসাম প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে নানাপ্রকার বিপদ ও যন্ত্রণার সহিত সংগ্রাম করিয়া ১২ দিনের দিন বেলা ২টার সময় শোণিত-

পুরের চা-বাগানে উপস্থিত হইলেন। এই দেশের চা-বাগানগুলি প্রলোভনপূর্ণ, পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা; তাহাতে আবার নরেন্দ্রের বয়স অল্প, এখানে সমাজভয় বা গুরুজনের শাসনভয়, ইহার কিছুই নাই। ধর্ম্মভয়, সমাজভয় ও গুরুজনের শাসনভয় এই তিনপ্রকার ভয়ে মানবচরিত্র গঠিত হয়; কিন্তু এখানে সমাজভয় বা গুরুজনের শাসনভয় ত নাই, তবে ধর্ম্মভয়—ইনি ধর্ম্মের তত ধার ধারিতেন না। তবে ইহার একটি মহৎ গুণ ছিল যে, ইনি হঠাৎ কাহারও সঙ্গে বড় একটা মিশিতেন না, আর পিতাকে বড় ভাল বাসিতেন। গাঢ় প্রেমের স্বভাব এই যে, সে ক্ষুদ্র বস্তুকেও সর্ব্বব্যাপী করিয়া তোলে ও সেই বস্তুকে হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়া থাকে, তাহার জন্যই জগন্নাথ যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ জগন্নাথকে লাউ মোচা রূপে দর্শন করে, আর কাশী বিশেশ্বরকে ধনরত্ন রূপে অবলোকন করিয়া থাকে—ইহার জন্যই অশরীরী আত্মা সশরীরী হইয়া দেখা দেয়, অতি দূরস্থিত আত্মীয়ও অতি নিকটে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। প্রেম অচেতনকে সচেতন করে, গতি বিহীনকে সর্ব্বগ করে ও মৃতকে জীবন্ত করিয়া, তোলে এক কথায় বলিতে গেলে প্রেম ইহকাল পরকাল, স্বদেশ বিদেশ, জীবন্ত মৃত, জড় ও চেতন, আলোক ও অন্ধকার, শূন্য ও পূর্ণকে এক শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া হৃদয়ের মধ্যে সর্ব্বদা উপস্থিত করে। নরেন্দ্রের হৃদয়ের পিতৃপ্রেম যেন পিতাকে সর্ব্বদা কাছে রাখিয়া তাঁহার অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিত; সুতরাংই নরেন্দ্রের মনে কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রবেশ করিতে পারিত না। নরেন্দ্র শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের ছেলে, এই চা-বাগানের কাণ্ড কারখানা তাঁহার কাছে বিষবৎ বলিয়া বোধ হইত। তিনি যথাসাধ্য বিবেকের আদেশ ও নীতির অনুসরণ করিয়া চলিতেন।

এ দিকে স্বয়ং বেত ও তাহার প্রধান কেরাণী বাবু নরেন্দ্রের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। চাবাগানের ম্যানেজার ও বড় কেরাণী বাগানের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাহাদের অনিচ্ছা হইলে একগাছি কুটাও স্থানান্তরিত হইতে পারে না। এই বাগানের আশপাশ বার ক্রোশের মধ্যে লোকালয় নাই; নরেন্দ্র মনের কথা কাহাকেও বলিতে পারেন না; পূর্ব্বে চিঠিপত্র লিখিয়া বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট মনের কথা জানাইতেন, আজ এক সপ্তাহ হইতে তাহাও বন্ধ হইয়াছে;

প্রতিদিনই একজন চাপরাসী ডাক-ঘরে চিঠি লইয়া যায়, ও তথা হইতে চিঠি পত্র লইয়া আসে; এখন সে আর নরেন্দ্রের চিঠি লয় না, আর নরেন্দ্রকে কোন চিঠি দেয় না; নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "আপনার কোন চিঠি আসে নাই।"

অদ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে বার জন কুলির বড় কঠিন শাস্তি হইয়াছিল। সেই শাস্তি অমানুষী ও অভূতপূর্ব্ব। নরেন্দ্র ইহার পূর্ব্বে কখনও এরূপ নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখেন নাই। এমনকি কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, মানুষ মানুষকে এইরূপে শাস্তি দিতে পারে। চারিজন সরদার কুলী এক একটী কুলীকে উপুড় করিয়া একখানি তক্তার উপর শয়ন করাইতে লাগিল, ও চারিজনে ৪ হাত পা সজোরে ধরিয়া টানিতে লাগিল, আর একজন সরদার কাল একখানি মোটা চামড়া দ্বারা সপাশপ করিয়া সজোরে চাবিটী করিয়া আঘাত করিল। এই আঘাতে তাহাদের গাত্র হইতে অনবরত রুধিরধারা প্রবাহিত হইয়া সমস্ত অঙ্গ রক্তাক্ত করিল ও তাহারা কাটা ছাগের ন্যায় ধড়ফড় করিয়া যাতনা প্রকাশ করিতে লাগিল। নবমী পূজার দিন পূজার বাড়ীতে ভোগ হইয়া গেলে যেমন দেখি, ভক্ত 'মা মা' বলিয়া চীৎকার করতঃ আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে; এ স্থলেও স্বয়ং বেত উপস্থিত থাকিয়া এক একটী কুলীর প্রহার কার্য্য সমাধা হইলেই মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া হাত তালি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে বাকী রাখিলেন না। এই কার্য্য সমাধা হইলে বেত উপস্থিত কুলী ও কর্ম্মচারীবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ডেখ! টোমরা সটর্ক হও, আমার কঠা শুনিয়া চল, এবট গাফিলটি করিলে অঠবা আমার কঠার অবাঢ্য হইয়া চলিলে এইরূপ শাষ্টি সকলের ভাগ্যেই ঘটিবে।" এখানে ডাক্তার বাবুকে উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল, বেত ডাক্তার বাবুর উপর শুভ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, ডেগ ডাক্টার! টুমি ডাক্টার বলিয়া অব্যাহটি পাইবে না। ডেখিও সাবঢান! টুমি যে রকম কঠার অবাঢ্য টোমাকেও যেন করে ইহাডের মত শাষ্টি পাইটে হয়।" ডাক্তার বাবু এই সব কাণ্ড কারখানা দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়াছিলেন, আবার বেত সাহেবের শাসানিতে তাঁহার পেটের ভাত চাল হইয়া গেল। তিনি হতভম্ব হইয়া বেত সাহেবের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে আর কথা সরিল না। বেত "হো হো" করিয়া

হাসিতে হাসিতে গৃহ চলিয়া গেলেন। ডাক্তার বাবুও তাঁহার গৃহে আসিয়া আপনার ভবিষ্যৎ ভাবিতে বসিলেন। ইহার পূর্ব্বেই ডাক্তার বাবুর রকম সকম দেখিয়া সাহেব সতর্ক হইয়াছিলেন। তিনি কুলী ও কুলীর সরদার চাপরাসী এবং বাগিচার কাঁইয়া দোকানদার প্রভৃতিকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, "ডাক্টার যদি কোঠায়ও যাইটে চায়, টোমরা টাহার কোন প্রকার সাহায্য করিবে না। যে ডাক্টার বাবুর সাহায্য করিবে, টাহার সর্ব্বনাশ আমার হস্টে নিশ্চিত।" এই বাগানে কাহার সাধ্য যে বেভের হুকুম অমান্য করে? বেভ কিন্তু সর্দ্দারের পলায়ন হইতে বড় সাবধানতার সহিত চলিতেছেন। রাত্রিতে কোন কুলী বা কর্ম্মচারীরা বাগানের বাহিরে যাইতে পারিত না। সমস্ত রাত্রি রীতিমত পাহারা থাকিত। বিশেষতঃ ডাক্তার বাবু ২৪ ঘণ্টা এক প্রকার নজরবন্দীই থাকিতেন। কারণ, ডাক্তর বাবুর রীতি নীতি ও কথা বার্ত্তায় বেভ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ডাক্তার ফাক পাইলেই পলাইবেন, আর সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিবেন। ইহার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে ডাক্তার বাবু তাঁহার কোন বন্ধুকে একখানি পত্র লিখেন; সেই পত্রখানি কেরাণী বাবুর হাতে পড়ে; কেরাণী বাবু সেই পত্রের মর্ম্ম সাহেবকে বলেন; সেই পত্রে লেখা ছিল, তিনি যেন তেন প্রকারেন বাগিচা হইতে পলাইবেন ও এই বাগিচার সমস্ত রহস্য গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবেন; এবং সেই পত্রে ইহাও লেখা ছিল যে তিনি কোন যান বা বাহন দ্বারা তাঁহার কোন উপকার করিতে পারেন কি না? এই তত্ত্ব অবগত হইয়া বেভ সাহেব ডাক্তার বাবুর আট ঘাট সমস্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, পলায়নের একেবারেই সুযোগ ছিল না। ডাক্তার বাবু এই সমস্ত কিছুই জানেন না। সাহেবের নিকট অপমানিত হইয়া ভবিষ্যৎচিন্তার সাগরে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার প্রথম চিন্তা, আমি এখন কি করি? পলায়ন করিয়া গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় লওয়াই শ্রেয়ঃ; কিন্তু পথ চিনি না, ঘাট চিনি না, যাই কোথায়? একে বিদেশ, তাহাতে জঙ্গলময় প্রদেশ, পলায়ন করিতে হইলে রাত্রিই প্রশস্ত সময়; কিন্তু এখন যদি এই বাগান হইতে বাহির হই, তবে নিশ্চয়ই ব্যাঘ্র বা ভল্লুকের মুখে প্রাণ হারাইতে হইবে। এ বিষয়ে পরামর্শ লইবার একটী লোকও এখানে নাই, হাঁচি দিলে 'জীব' বলিবার লোক এখানে মিলা ভার। জোগাই বাবুর নিকট পত্র লিখিলাম, কৈ! তিনিও তাহার উত্তর দিলেন না, আমার বুদ্ধিতে

পলায়ন ভিন্ন এই যমপুরী হইতে বাহির হইবার কোন উপায় দেখিতেছি না; তবে দিনে পলায়ন করিয়া জোগাই বাবুর বাড়ীতে যাইব। কিন্তু তাহাও অনেক দূর, প্রায় দশ ক্রোশ হইবে; এত দূর ত হাটিয়া যাইতে পারিব না; আর এই বাগিচায় কোন যান বা বাহন পাইব না। ভাল মনে হইল; কাল আমি বেড়াইতে বেড়াইতে বাগানের বাহিরে যাইতেছিলাম, চৌকীদার আমাকে যাইতে দিল না; সাহেবের হুকুম নাই বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল; তবে দিনে ত যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই নরকের মধ্যে থাকিয়া আর ত যমযাতনা সহ্য করিতে পারি না। আমি স্বাধীন মানব হইয়া পশুর অধম হইয়াছি; বন্য জন্তুদিগের যে স্বাধীনতা আছে, শিয়াল কুকুরগুলিও যেরূপ স্বচ্ছন্দভাবে আহার বিহার করিয়া থাকে, আমি তাহা পারি না। হায় কি বিড়ম্বনা! স্বাধীনতাই জীবনের রস; রসবিহীন বৃক্ষ যেমন নিষ্প্রভ ও তেজহীন হইয়া ক্রমশঃ মিলাইয়া যায় ও অবশেষে একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে আমিও সেইরূপ রসবিহীন হইয়া মিশাইয়া যাইতেছি। ইহার পরে যে কি হইবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। আমার না আছে উৎসাহ, না আছে আশা; হৃদয়ে প্রেম ও ভালবাসা নাই, মনে বল বা শক্তি নাই, চিত্তের প্রসন্নতা নাই। আমার হাত আছে, পা আছে, চলিবার শক্তি আছে, যাইবার ইচ্ছাও আছে, তবে আমি যাই—এখনই যাই! এই বলিয়া নরেন্দ্র গৃহ হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু যাইতে পারিলেন না; প্রহরী আসিয়া গতিরোধ করিল। বাগিচায় হুলস্থুল বাধিয়া গেল, সাহেব জাগিল, কেরাণী জাগিলেন, মহাহাঙ্গামা করিয়া চৌকীদারেরা চারিদিক তোলপাড় করিয়া লইল। নরেন্দ্রের অভীষ্টসিদ্ধ হইল না, মধ্য হইতে তাহাকে সাহেবের লাঞ্ছনা, কেরাণী বাবুর ভৎসনা ও সামান্য বাগান সরদারের ও প্রহরীদিগের দুই একটী লাঠির গুতা খাইতে হইয়াছিল। তিনি ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন ও বাহিরে বসিয়া অদৃষ্টচক্রের গতি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই ঘটনাতে তাঁহার হৃদয়ের প্রতিঅণুতে বিষাদের বিষ প্রবেশ করিয়া তাঁহার জীবন-শোণিতপ্রবাহকে বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। রাত্রি অনেক—২টা বাজিয়া গিয়াছে, নরেন্দ্রের চক্ষে নিদ্রা নাই, আহারে প্রবৃত্তি নাই, জীবনের চেষ্টাও নাই; মন ভাঙ্গিয়াছে, হৃদয় শুকাইয়া শুষ্ক মরু হইয়াছে, প্রাণ পাষাণ হইয়াছে। এই অবস্থায় তিনি আর অধিকক্ষণ

থাকিতে পারিলেন না, হঠাৎ বাহির হইতে ঘরে আসিলেন, ঘরে আসিয়াই শয্যায় শুইয়া পড়িলেন, আবার কি ভাবিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া প্রদীপটী জ্বালিলেন ও বিছানার নিম্নদেশে হইতে চাবিগুলি লইয়া সম্মুখস্থ ডিসপেন্সরি ঘরে প্রবেশ করিলেন। এতক্ষণ ঘর আঁধার ছিল, নরেন্দ্রের চেহারা আমারা দেখিতে পাই নাই; এখন গৃহ আলোকিত হইল, নরেন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা ভীত হইলাম; এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুন্দর নরেন্দ্র কাষ্ঠ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার বদনমণ্ডলে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে; আত্মা, মন ও প্রাণ যাতনারূপ শেল দ্বারা বিদ্ধ হইয়া যাতনায় মিশিয়া যাইতেছে, আর তাঁহার উদ্যমহীন চক্ষু দুইটীর উপর ছায়া পড়িয়া যাতনার প্রকৃত ছবি দেখাইতেছে; অঙ্গ চেষ্টাহীন, চেতনাশক্তি লুপ্তপ্রায়, নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘোরতর উত্তেজনা পূর্ণ। নরেন্দ্র এই ভাবে কিছুক্ষণ ছিলেন, কিন্তু একটু পরে আলমারি খুলিয়া একটী ঔষধের শিশি বাহির করিলেন ও ঔষধের শিশিটী সম্মুখে রাখিয়া লিখিতে বসিলেন; লেখা শেষ হইল, আবার ঔষধের শিশিটী হস্তে কবিলেন ও বলিতে লাগিলেন "বেত! রাখত কেমন তোমাব সাধ্য দেখি? আমার আট ঘাট বন্ধ করিয়াছ, স্বাধীন জীবকে অধীন পশুর মত সাজাইয়াছ, আমার প্রাণের জ্বালা যন্ত্রণা প্রকাশ করিবার উপায়স্বরূপ চিঠিপত্র পর্য্যন্ত পাঠাইতে দেও না, আর আমার সান্ত্বনা ও আশাপ্রদ বাড়ীব চিঠিগুলিও যে আমাকে সুখী করিবে, তাহাও তোমাব প্রাণে সহ্য হইল না! আজ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহাও দিলে না, আমি সর্ব্বাংশেই তোমার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়াছিলাম; আর পারি না, ঢের হইয়াছে" এই কথা বলিতে বলিতে নরেন্দ্র ক্ষিপ্তের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "দেখ পাজি! আমার স্বাধীনতা আছে কি না? আমি এই বস্তু পান করিয়া আমার হারান ধন স্বাধীনতা কিনিব, প্রাণের জ্বালা নিবাইব, আর তোর এই নরকময় চা-বাগান হইতে তোর কুটিল ষড়যন্ত্র ভেদ করিয়া পলাইব; এখন রাখত? এই আমি চলিলাম—এই আমি চলিলাম!" এই বলিয়া নরেন্দ্র বিষপান করিলেন!! তাঁহার দেহের শক্তি মুক্ত ও স্বাধীন শক্তিতে মিশিয়া গেল! প্রাণপাখী পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পলাইল, ধর ধর পাখীটীকে ধর। আর কার সাধ্য পাখিকে ধরে? সে স্বাধীন, সে পলাইয়াছে, আর তাহার দেহের পরিণতির জন্যও এই পঞ্চ-

ভৌতিক জগতে মহাস্বাধীনতা ক্রয় করিয়া গিয়াছে, আর তুমি ইহাকে কয়দিন রাখিবে? জোর চার পাঁচ দিন? তার পর সে পঁচিয়া গলিয়া তোমাকে জ্বালাতন করিবে ও আপনার স্বাধীন গতি আপনি বাছিয়া লইবে! তোমার শক্তিতে কুলাইবে না, তোমার জাতীয় মহাশক্তি ইহার স্বাধীনতা বোধে সক্ষম হইবে না। নরেন্দ্র চিরবিদায় লইলেন—বেত সাহেবের যাতনার আগুণ হইতে অব্যাহতি পাইলেন; কিন্তু তাঁহার পিতা মাতা ও স্ত্রীর মনে চিব তুষানল প্রজ্জলিত করিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে পুলিসে সংবাদ গেল, নরেন্দ্র—শোণিতপুরের ডাক্তার আত্ম-হত্যা করিয়াছেন। পুলিস তদন্ত করিয়া রিপোর্ট কবিলেন যে, এ সাময়িক ক্ষিপ্ততার দরুণ আত্মহত্যা কবিয়াছে! সব গোল মিটিয়া গেল! নরেন্দ্রের দেহ ভস্মীভূত হইল। নরেন্দ্রেব পিতা মাতা স্ত্রী ও স্বদেশীর হৃদয়ে চা-বাগানের ভীষণ কীর্ত্তি বিষাদ অক্ষরে লিখিত হইল।

বেত! এখন তুমি রাখিলে না? এখন যে সে তোমার বাগান হইতে বাহির হইয়া সাড়ে তিন হস্ত পরিমাণ শ্মশান ভূমি অর্জ্জন করিয়া স্বাধীন হইল? শেষকালে তোমার স্বাধীনতাও যে সাড়ে তিন হাত ভূমির মধ্যে বদ্ধ থাকিবে, নরেন্দ্রের তাহাই হইল। পুলিস যখন তদারক করিতে আসে, তখন নিম্নলিখিত পত্রখানি নরেন্দ্রেব শয্যার নিম্নে পাওয়া গিয়াছিল।

প্রিয় রমানাথ,

রাত্রি চারিটা বাজে বাজে হইয়াছে। আমার সম্মুখে আলোক, আমাব জীবন অন্ধকার। আমার অন্ধকাবময় জীবনে আলোক পাইবার জন্য আমার সম্মুখে অমৃতভাণ্ড উপস্থিত রহিয়াছে। আমি ডাক্তারি শিক্ষা করিয়া এই অমৃতভাণ্ডের সমস্ত গুণ বুঝিতে পারিয়াছি। ইহা আমার কাছে অমৃত. তোমার কাছে বিষ, বিষাদের আকর; আমার কাছে উপসেব্য, তোমার কাছে পরিত্যজ্য। আর একটু বাদেই আমি এই অমৃত সেবন করিয়া আমার বিষময় জীবনকে মৃত করিব—আবার অধীনতাময় জীবনকে স্বাধীন করিব—অনন্ত জ্বালা যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইব। তুমি আমার বন্ধু—হৃদয়ের বন্ধু; তোমার কাছে বিদায় লইয়া আমার স্বকৃত কর্ম্ম ভোগ করিতে চলিলাম, আমি এখানে আসিয়া বন্দী হইয়াছি—বাগানের সাহেবের ক্রীত দাস হইয়াছি—যন্ত্রণা, কষ্ট, বিষাদকেন্দ্রময় সঁখা করিয়া একত্র বাস করিতেছি। আর পারি না, তাই বিদায় লই-

তেছি, ভাই! বিদায় দাও। অধীন বাঙ্গালির জীবন বিশেষতঃ এই চা-বাগিচার কর্ম্মচারীর জীবনের এই প্রশস্ত পথ। আমি এখান হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; সাহেব আট ঘাট চারিদিক বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এমন কি, তোমার নিকট চিঠি লিখিবার ও পাইবার পথও বন্ধ। আমি আর কোন পথই খুঁজিয়া পাইলাম না, এখন এই পথই আমার এই বাগিচা হইতে পলায়ন করিবার প্রশস্ত উপায়। তাই আমি পলাইতেছি—চির দিনের জন্য পলাইতেছি। তুমি আমার মায়ের চক্ষের জল মোচন করিও, পিতাকে সান্ত্বনা দিও, ও স্ত্রীর— আর লিখিতে পারিলাম না। তোমার ভালবাসা, মাতার স্নেহ, পিতার বাৎসল্য ও স্ত্রীর প্রেম আজ আমার নিকট আমার মৃত্যুর বাণ। যতই স্মরণ করিতেছি, ততই বুঝিতেছি যে এই পিশাচ—নর পিশাচ শৃগাল আমাকে তোমাদের কাছে যাইতে দিবে না, তাই আমার চরম পথ বাছিয়া লইলাম, চরম গতি প্রাপ্ত হইলাম—অধীনতার চরম সীমায় পৌঁছিলাম। তুমি ঈশ্বর বিশ্বাসী, তোমার সুখ আছে, ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে পার এই স্বাধীনতা আছে; আমি অবিশ্বাসী—আমার কিছুই নাই। তাই তুমি বাঁচিয়া আছ, তাই এই স্বাধীনতা টুকু পাইয়া অপরাপর অধীনেরা বাঁচিয়া আছে। আমার কিছুই নাই, আমি একেবারে অধীন, তাই আমি চলিলাম। কাল প্রাতঃকালে এই দেহে প্রাণ থাকিবে না, সুতরাং সাহেবের ত্রাসে আমি জ্বলিয়া মরিব না। প্রাতঃকাল আসিল বলিয়া অন্ধকার ভয় পাইয়া পলাইয়া যাইতেছে, আমার জীবনঅন্ধকারও যা'ব যা'ব করিতেছে। আমার জীবন অন্ধকারময়, এই অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে জীবনও যাইবে; তবে এই আশা যে, আমি প্রাতঃকালে স্বাধীন সূর্য্যের আলোক পাইব।

তুমি আর বক্তৃতা করিও না, সুসভ্য খ্রীষ্টান গবর্ণমেণ্টের উদার শাসনের বিষয় ঘোষণা করিও না, তাহা হইলে মহাপাপ হইবে, নরকে ডুবিয়া মরিবে। যে রাজ্যে কুলীর আইন, সেই রাজ্য আবার উদার। সেই রাজ্যের অধিপতি আবার ধার্ম্মিক!! ছি! ছি! আর বলিও না। যদি পার, ও জগতের কিছু উপকার করিবার ইচ্ছা হয়, চা-বাগানে আসিয়া কুলীদিগের দুর্দ্দশা মোচন কর। আমার ন্যায় অনেক হতভাগ্য আছে; আমার দরিদ্রতা আমাকে হতভাগা করিয়াছে; কেবল এই দরিদ্রতাই আমাকে অধীন

করিয়াছে, দেশের দরিদ্রতা মোচনের জন্য যত্ন করিও এবং তোমার বন্ধুদিগের নিকটও এই কথা বলিও।

তোমার জীবনশূন্য

নরেন্দ্র—

সপ্তদশ অধ্যায়।

পারঘাট।

ভোর হব হব করিতেছে; অন্ধকার সেয়ানা, সে যেন রসিকতার খেলা খেলিতে খেলিতে ও চোরকে ভীত, পেচককে লাঞ্ছিত ও উষাকে পুলকিত করিয়া উষার অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিতেছে। অন্ধকারের সেয়ানাপনা অনেকক্ষণ রহিল না, বনফুল অন্ধকারের চতুরতা দেখিয়া হাসিয়াই আকুল, কাক ও দয়েল প্রভৃতি পক্ষিদল "দুয়ো হেরে গেলি" বলিয়া সমস্ত বনভূমি উদ্বেলিত করিয়া যেন অন্ধকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে, বায়ু অবসর পাইয়া ধীরে ধীরে এই বার্ত্তায় জগৎ ছাইয়া ফেলিতেছে; এই অবসরে চকা চকি এক হইয়া পাসাপাসি বসিয়াছে। এমন সময়ে ডিকো চা-বাগানের মঙ্গলা ও কোহিমা বাগানের কীর্ত্তি মাঝি সুবর্ণেশ্বরীর পারঘাটে আসিয়া খেয়ার নৌকার অপেক্ষায় বসিয়া আছে, আর পরস্পর পরস্পরের দুঃখ কাহিনী পরস্পরের নিকট বলিতেছে। প্রণয়ীর হৃদয় প্রণয়ীর নিকট শোক দুঃখ উন্মোচনের অস্ত্রাগার স্বরূপ, তাই আজ মঙ্গলা আপনার হৃদয়ের দুঃখশেল একে একে উন্মোচন করিয়া কীর্ত্তির হৃদয়ে স্থাপন করিল। কীর্ত্তিও অতি সমাদরের সহিত সেই গুলিকে আপনার বলিয়া মনে করিল ও নিজের হৃদয়ের মধ্যে পূরিয়া রাখিল। এইরূপে ইহাদের শোক ও দুঃখের বিনিময় হইতে হইতে শোক দুঃখ উভয়ের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল, ভালবাসার অগ্নি স্ফুলিঙ্গ উঠিয়া শোক দুঃখ রাশিকে ভস্মীভূত করিয়া দিল, ইহাদের উভয়ের হৃদয়েই শান্তির সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। মঙ্গলা আপনার ক্রোড়স্থ শিশুটীকে সস্নেহে আদর করিতেছে, কত ভালবাসা কত স্নেহ দেখাইতেছে, আজ যেন তাহার হৃদয় অপত্য স্নেহের নদী হইয়া

স্নেহের বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে; আর কীর্ত্তির স্নেহের মূল প্রস্রবণ হইয়া সন্তানকে ভাসাইতেছে, আপনিও ভাসিয়া যাইতেছে। কীর্ত্তি আর থাকিতে পারিল না, সে মঙ্গলার ক্রোড় হইতে শিশুটিকে আপনার ক্রোড়ে লইল, শিশুটীও যেন অতি আগ্রহের সহিত পিতার ক্রোড়ে যাইয়া নিরাপদ হইল। সেই একদিন আর এই একদিন, প্রায় এক বৎসর হইল ইহারা দাসখত লিখিয়া দিয়া আত্ম বিক্রয় করিয়াছে। ইহারা মনে করিয়াছিল, সুখেই হউক আর দুঃখেই হউক, একত্রে এক বাগিচায় বাস করিবে, সুখ দুঃখে শোক আনন্দে সম্পদ রোগে ও সুস্থতায় উভয়ে উভয়ের সহায়তা করিবে; কিন্তু তাহা হয় নাই, চা-করদিগের চক্রান্তে দুইজন দুই বাগিচায় গিয়া পড়িয়াছিল। যেইদিন ইহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, সেই দিন আর আজকার দিন এই দুই দিনে কত তফাৎ। সুখ দুঃখ মনের জিনিষ—যার মন আছে তার সুখও আছে দুঃখও আছে; মন চায় মন, যেখানে মানুষের মন মানুষের মন পায়, সেইখানেই সুখের ঢেউ, প্রেমের লহরী আর ভালবাসার খনি। যেমন চিত্রকরের তুলিকায় চিত্রের দুর্গন্ধ বা সুগন্ধ উঠে না, সেইরূপ প্রেমের তুলিকায়ও জ্ঞান বা অজ্ঞান, দরিদ্রতা বা স্বচ্ছলতা, সুরূপ বা কুরূপ ইহার কিছুই ওঠে না; মন মনের মতন মন পাইলেই সুখী, সৌভাগ্যবান ও নিরাপদ। ইহারা উভয়ের মন পাইয়াছিল, তাহার জন্যই ইহারা সামান্য কুলী, নিরক্ষর মূর্খ ও কড়ার ভিখারী হইলেও একদিনের জন্যও দুঃখ ইহাদিগকে আঘাত দিতে সক্ষম হয় নাই। দাসত্বখত লিখিয়া ইহারা যে স্বাধীনতাকে বলিদান দিয়াছিল, তাহাতেও অণুমাত্র ক্লেশ হয় নাই। যখন ইহারা পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক হইয়াছিল, তখন ইহাদের প্রাণ ভাঙ্গিয়াছিল; হৃদয়ে দুঃখের শেল বিঁধিয়াছিল, জীবন নিরাশার আঁধারে ডুবিয়াছিল; কিন্তু আজ ইহাদের দুঃখ দূর হইয়াছে, কারণ উভয়ে উভয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া নূতন বল, নূতন শক্তির সহিত দাসত্বশৃঙ্খল ছিঁড়িয়াছে; তাই বলিতেছিলাম সেই একদিন আর আজ একদিন। পাঠকগণের প্রশ্ন হইতে পারে যে, ইহারা এগ্রিমেণ্টের কুলি ও চা-করের ক্রীতদাস, এরা কেমন করিয়া এখানে আসিল? ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া বোধ হয়, ইহারা স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দচিত্ত, তবে কি ইহারা স্বাধীনতা পাইয়াছে ও এগ্রিমেণ্টের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে? না,—ইহারা আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া হইয়া পড়িয়াছে, পলায়ন ভিন্ন অব্যাহতির অন্য

উপায় নাই বলিয়াই ইহারা বাগিচা হইতে পলায়ন করিতেছে। অদ্য শনিবার, ইহার পূর্ব্ব রবিবার কীর্ত্তি তাহার স্ত্রী মঙ্গলাকে আপনার অভিপ্রায় বলিয়া পাঠায়, তাই পূর্ব্বকার নির্দ্ধারণ অনুসারে ইহারা অদ্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়া খেয়ার নৌকার অপেক্ষা করিতেছে।

ক্রমে ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, মাঝি আর আসে না, ইহাদের অন্তর্দাহ উপস্থিত। এদিকে জঙ্গল মধ্যে হইতে কে যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে যে, "মাঝি পার করিও না, কুলি পলাইতেছে, ধর ধর! পাঁচ টাকা বক্‌সিস পাইবে, ধর!" কিন্তু এই কথা শ্রবণ করিয়া কীর্ত্তি ভয়-বিহ্বল চিত্তে বলিয়া উঠিল, "ঐ আমাদিগকে ধরিতে আসিতেছে, চল সন্তরণ করিয়া পারে যাই।" ইহারা উভয়েই সন্তরণে পটু ছিল, সুতরাং কীর্ত্তির স্ত্রী কীর্ত্তির কথায় সম্মত হইল; কীর্ত্তি সন্তানটীকে স্কন্ধে করিয়া অগ্রে জলমধ্যে নাবিল ও তাহার স্ত্রী তাহার পশ্চাৎ নাবিল; ইহার মধ্যে দুইজন চাপরাশি ও একজন কনষ্টেবল দৌড়িয়া নদী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখে যে, ইহারা প্রায় নদীর মাঝামাঝি গিয়াছে, কি করে, সম্মুখে ইট প্যাটকেল যা কিছু পাইল, তাহাই ইহাদের লক্ষ্য করিয়া ছুড়িতে লাগিল। এমন সময় জঙ্গলের মধ্য হইতে ঘোটকের পদশব্দের অনুরূপ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল; সেই শব্দ শুনিয়া যেই ইহারা পশ্চাৎদিকে চাহিবে, অমনি দেখে এক জন সাহেব ঘোড়া ছাড়িয়া নক্ষত্রবেগে তাহাদের দিকে ছুটিতেছে; চক্ষের পলকের মধ্যে সাহেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে কীর্ত্তির অনুসন্ধানে আসিয়াছিল, আসিয়া দেখে, কীর্ত্তি তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া সন্তরণে নদীপার হইতেছে; সাহেব কি করেন, অন্য উপায় নাই, সুতরাং সাহেবী উপায় অবলম্বন করিলেন, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি বন্দুকে গুলি পুরিয়া সেই সন্তরণপরায়ণ কুলীদিগকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত গুলি চালাইতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলন না। সুবর্ণেশ্বরী নদীর স্রোত বড় প্রখর, কীর্ত্তি ও তাহার স্ত্রী সন্তরণ করিতে করিতে স্রোত বেগে অনেকদূর যাইয়া পড়িয়াছে, নিকটেই তীর, তীরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও চারিদিকে জঙ্গল। সাহেবের গুলি বৃক্ষে লাগিল, বন্দুকের শব্দে অরণ্য প্রতিধ্বনিত হইতেছে ও আরণ্য-বিহঙ্গম ভয় পাইয়া এদিক ওদিক ছুটিতেছে, এ দিকে কীর্ত্তির ছেলেটী ভয়ে ক্রন্দন করিয়া মায়ের কোলে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছে; মহাহুলস্থূল ব্যাপার, সাহেবের অনেক

বারুদ গুলি খরচ হইল, কিন্তু শীকার পড়িল না; সুতরাং তিনি ভগ্ন মনোরথ হইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া গর্দ্দভ-বিনিন্দিত ধ্বনিতে একবার ঘাট-মাঝিকে ডাকিতেছেন আর এক একবার চা-বাগানের চাপরাশি ও কনষ্টেবলকে উত্তম মধ্যমের ভয় দেখাইতেছেন। সাহেবের এই গর্জ্জনের কোন ফল ফলিল না, ঘাট-মাঝিও আসিল না আর কনষ্টেবল ও চাপরাশিরাও ভীত হইল না; কাজে কাজেই সাহেব তথায় কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া ঘোটক আরোহণ পূর্ব্বক জঙ্গলপথে অদৃশ্য হইলেন ও যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "ডেখ! টোমরা এই দুষ্ট কুলী ডুটোকে ধরিটেই চাও; যদি ধরিটে পার, তবে টোমরা নিয়মিত বক্‌সিস ছাড়াও অটিরিক্ত বক্‌সিস পাইবে।" পাঠক এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে "নিয়মিত বক্‌সিসটা কি?" ঐ দেখুন খেওয়া ঘাটের উভয় পার্শ্বস্থ বৃক্ষ দুইটার গায়ে যে সাদা কাগজ ঝুলিতেছে তাহাতে লিখিত আছে যে, "যে কেহ কোন বাগানের পলায়িত কুলীকে ধরিয়া সেই সেই বাগানে অথবা পুলিসে হাজির করিবে, সে প্রত্যেক কুলীতে পাঁচ টাকা পুরস্কার পাইবে।" সে যাহা হউক সাহেবটা চলিয়া গেল, খেওয়া ঘাটের লোকগুলি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল ও দুই একটী মনের কথা বলিবার অবসর পাইল। এদিকে কীর্ত্তি ও তাহার স্ত্রী নির্ব্বিঘ্নে পরপারে পৌঁছিয়াছে, আর ভয় নাই, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল, কনষ্টেবল ও চাপরাশিরা ভগ্ন-মনোরথ হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া পর পারের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুবর্ণেশ্বরী গারো পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রে মিশিয়াছে, ইহার উভয় পারেই অরণ্য। এই অরণ্য আবার ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি বন্য জন্তু দ্বারা পূর্ণ, পার-ঘাটের আশ পাশ চার পাঁচ ক্রোশের মধ্যে লোকালয় নাই, ঘাটের এক মাইল উত্তর দিকে ঘাটমাঝির চাঙ্গ অর্থাৎ বাসাঘর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সুবৃহৎ অরণ্য ভেদ করিয়া আসামের প্রকাশ্য রাজপথটী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকের জঙ্গল মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। এই স্থানের রাস্তাটী বড় সোজা, নদীতীরে দণ্ডায়মান হইলে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের এক এক মাইল রাস্তা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তারপর পথের কোন চিহ্ন আছে বলিয়াও অনুভূত হয় না। এই পথটি দেখিলে বোধ হয় যে, আসামের জঙ্গল আসামকে অগম্য করিবার জন্য প্রকাশ্য রাজপথটীকে স্বীয় ভীষণ ক্রোড়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে ও আসামযাত্রীগণকে

ইঙ্গিতে বারণ করিতেছে যে, তোমরা আসিও না, আসাম অগম্য, বিশেষতঃ কুলীদিগের অগম্য। এদিকে কনষ্টেবল ও চাপরাশিরা কুলীদিগকে ধরিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়াছিল। কিন্তু পরে আপনাদিগের জহুরা প্রকাশ করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, "বেটা পলাইয়াছে বটে, কিন্তু যে মারটা মারিয়াছি, তাহা খাইয়া আর অধিক দূর যাইতে হইবে না, হাত পা ভাঙ্গিয়াছে আর চলিতে পারিবে না, পরপারে গেলেই ধরিতে পারিব, তবে যদি এর মধ্যে বাঘ ভালুকে না খায়।" ইহার মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল "তোমাদের বাগিচায় থাকা অপেক্ষা বাঘ ভালুকের পেটে যাওয়াই ভাল।" এই কথা শ্রবণ করিয়া কনষ্টেবল বলিল, "বাঘ ভালুকের পেটেই যাউক, আর বাগিচাতেই থাকুক, তাহাতে আমার বড় একটা আসে যায় না, তবে বড় মজাটাই হইয়া গেল, যখন তাহারা সাঁতরাইতে লাগিল আর আমি ও তোমরা ঢিল ছুড়িতে লাগিলাম ও সাহেব গুড়ুম গুড়ুম করিয়া বন্দুক চালাইতে লাগিল, তখন আমার মনে হইল, আমরা শীকারে আসিয়াছি আর শীকার পলাইয়া যাইতেছে।" ইহার উত্তরে চাপরাশী বলিল "ভাই! আমি শীকার টীকার বুঝিনা, কিন্তু কুকুরকে তাড়া করিলে সে যেমন কোন বাধা না মানিয়া সাঁতার দিতে দিতে বড় বড় নদী পার হইয়া যায়, ইহারাও সেইরূপ চলিয়া গেল; আমার মনে হইল, আমি কুকুরকে তাড়া করিতেছি আর সে কেঁউ কেঁউ করিতে করিতে নদী পার হইয়া পলাইতেছে। আহা! কি মজা।" এই কথা শুনিয়া সকলেই "হি হি" করিয়া হাসিয়া উঠিল! এখন পারঘাট সর গরম, একে একে অনেকগুলি লোক আসিয়া জুটিয়াছে, নদীতীরস্থ বৃক্ষ দুইটির নিম্নে আড্ডা করিয়া নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা বলিতেছে। কেহ শুনিতেছে, কেহ বকিতেছে, কেহবা বক্তার ভুল দেখাইয়া দিতেছে, কেহ কেহ পান চর্ব্বণ ও তামাক টানিতে টানিতে হুঁ হাঁ করিয়া কথায় সায় দিতেছে। দেখিতে দেখিতে ইহাদের মধ্যে মহা বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়া মহাবিপদ আরম্ভ হইল, ইহাদের আলোচ্য বিষয়, পুলিষ বড় না বাগিচার সাহেবেরা বড়। এখানে বাগিচা ও পুলিষ উভয় পক্ষীয় লোকই ছিল, সুতরাং কোন পক্ষই অসমর্থিত গেল না। বাগিচাপক্ষ বলিল "যা! যা! পুলিসের যে ক্ষমতা আছে ওদিন আমাদের বাগিচায় একটা কুলি খুন হয়——

পুলিষ।—কি খুন! কে খুন কল্লে?

*বাগিচা পক্ষ। আঃ। শোনই না, অত উতলা হইলে চলিবে কেন? তারপর পুলিষ সংবাদ পাইয়া আমাদের বাগিচায় আসে; কিন্তু আমাদের বড় সাহেব পুলিসের হেড কনষ্টেবল ও ছোট দারগা বাবুকে বেইজ্জত করিয়া তাড়াইয়া দেন। ইহার কয়েক ঘণ্টা বাদে পুলিষের বড় সাহেবের পত্র লইয়া বড় দারোগা বাবু কত কাকুতি মিনতি করিয়া বাগানে আসিবার হুকুম পান। এখন দেখিলেতো চাবাগানে পুলিষের কেরামত কত?" ইহার মধ্যে একজন অপরিচিত লোক জিজ্ঞাসা করিল "ভাই! খুনটা করলে কে? আর খুনের বিবরণই বা কি?"

বাগিচার লোক।—স্থির হও! বলছি, আজ পাঁচ ছয়দিন হল প্রাতঃকালে আমরা যে যার কাজে চলিয়া গিয়েছি, এমন সময় শুনলাম, সেধো মেরেছে—গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, আর তার স্ত্রী রাণী বসে কাঁদছে। তারপর যেয়ে দেখি সত্যসত্যই আমাদের বাগানের মাঝখানে যে বড় অশ্বথ গাছটা আছে, তার একটা বড় ডালে সেধো ঝুল্‌ছে, আর তার জিভ এক হাত বেরিয়ে পড়েছে; ও বাবা এখনও ভাবলে ভয় করে!

অপরিচিত।—তারপর তারপর।

"তারপর পুলিষের বড় দারোগা বাবু এসে আমাদের সাহেবকে বলিলেন, আপনি আমাকে ঘটনা স্থান দেখাইয়া দিন।"

"সাহেব বলিলেন, এস আমার সঙ্গে এস। এই বলিয়া সাহেব দারোগা বাবুকে সঙ্গে করিয়া অশ্বথ গাছ তলায় যাইয়া বলিলেন, "ঐ দেখ! শালা ঝুলছে আর একহাত জিভ বের করে আমাকে ঠাট্টা করছে।"

ইহার কথা শেষ হইতে না হইতেই আর এক জন চাপরাশি ইহাকে ধমকাইয়া বলিল "তুই যে মরণের ওষুধ কাণে বাধছিস্, চুপ কর! এই কথা সাহেবের কাণে উঠলে কি আর রক্ষা আছে? বাপ্‌রে বাপ্! সাপ লইয়া খেলা।" বাগানের পক্ষীয় লোকটা চুপ করিয়া গেল, পুলিষের দর্প চূর্ণ হইল। এখানে একজন মুখফোড় কুলীর সরদার বসিয়াছিল, সে বলিল "ওহে! আগুন চাপা দিয়া রাখা যায় না, এ সব কথা এক দিন না এক দিন প্রকাশ হয়ে পড়বেই পড়বে। আমরা বুঝি জানি না? বড় দারোগা বাবু তদারক করে লাস পুত্‌তে হুকুম দিয়ে যান, কয়েকজন সরদার দারোগা বাবুর সম্মুখে লাসটাকে পুতে ফেলে। তারপর,

বাগানের কুলিগুলি খেপে উঠে লাসটাকে তুলে জেলার দিকে লয়ে যায়, ইহারা জেলার কাছাকাছি হয়েছে এমন সময় সাহেব লোক পাঠিয়ে আবার লাসটাকে কেড়ে আন্‌লেন, আর যে সব কুলী লাস লয়ে গিয়েছিল, তাহাদের নামে নালিস করে বাগিচা হইতে পলায়ন অপরাধে জেলে দিলেন। বাগিচার সাহেবের কাছে আইন আদালত, পুলিষ ফৌজদারী কিছুই নাই; ইহারা যাহা করবে তাহার বাধা স্বয়ং মহারাণীও দিতে পারেন না, হাকিমেরা তো আমাদের সাহেবদের কেনা গোলাম।" ইহার নিকট আর এক জন বসিয়াছিল, সে বলিল "কি বলেছ ভাই! ওদিন আমি কোন কাজের জন্য সদর কাছারীতে গিয়েছিলুম, গিয়ে দেখি, হাকিমের কাছে এক কুলীমোকদ্দমা উঠেছে, মোকদ্দমাটা এই যে—একজন কুলী এগ্রিমেণ্ট কাটায়ে বাগিচার নিকটে বাস করতেছিল, একদিন রাত্রে বাগিচার সাহেবের লোকেরা এসে তাহার স্ত্রীকে কেড়ে লয়ে যায় এবং তাহাকে মেরে রক্তারক্তি করে দেয় ও তাহার গরু বাছুর জিনিষ পত্র সব লয়ে ঘর দুয়ার পয়মাল করে দেয়। হাকিম সাক্ষী সাবুদ লইলেন, কিন্তু অবশেষে ফিরে ঐ কুলীরই জরিমানা হল। দেখলে বিচার? আর তোমরা যে পুলিষের কথা বল্লে তা শুনে আমার ওদিনকের কথা মনে পড়ল। একদিন বড় সাহেবের হুকুম লয়ে আমাদের বাগিচায় একজন হেড কনষ্টেবল এসেছিল। সে এসে সাহেবকে সেলাম করে নাই, এই অপরাধে সাহেব তাকে উত্তম মধ্যম খুব দিলেন, অবশেষে বল্‌লেন তুমি যাও, আমি পুলিষ সাহেবকে বলে তোমার চাকরিটির মাথা খাব।" কনষ্টেবল বাবু কেঁদে অস্থির! হায়! লাল পাগড়ির যত কেরামত কেবল আমাদের উপরেই!" ইহার উত্তরে কনষ্টেবল বলিল "ভাই! কি করবো, তোমাদের সাহেবরা আমাদের সাহেবকে যাদু করেছে, তা না হলে বুঝতে পারতে পুলিষ কেমন চিজ!" অন্য একজন বলিল "আঃ! এই মগের মুলুকের কথা আর বলিস্‌নে, দেখে শুনে ঘেন্না ধরে গিয়েছে, যে যাকে পায়, তাকেই মারে, তাকেই কাটে; বিচার নাই, আচার নাই, কেবল সাদা চামড়া হলেই হল; যত কেন অত্যাচার কর না, সাদা চামড়ার চাপরাসে ঠেকে সব উড়ে যাবে; কুলি গুলিকে কেটে ভেজে খেয়েই বা ফেল না, সাহেবের নামে সব হজম হবে; ইহাদের কাছে পুলিষের চোক নাই; হাকিমেরও কাণ নাই। বাগানের সাহেবেরা যেন পুলিষের চোক উপড়ে

নিয়েছে, হাকিমের কাণে সীসে ঢেলে দিয়েছে; একেই বলে মগের মুল্লুক; আর কি মগের মুল্লুক গাছে ফলে?

আর এক জন।—তা যেন বুঝলেম; আমাদের কি বিচার হবে না? এ বিদেশ বিভূমে কি আমরা সেয়াল কুকুরের মতন কেবল ঠেঙ্গানি খেতে খেতেই মরব? বুঝলাম, যেন বিচার আচার কিছুই নাই; ধর্ম্মত একটা আছে? ধর্ম্ম কি আমাদের বিচার করবে না? হা ধর্ম্ম! তুমি আর কদিন সহ্য করবে? দোহাই ধর্ম্ম! বিচার কর, বিচার কর!" এ আর কিছুই বলিতে পারিল না, ইহার প্রাণ যেন ফাটিয়া গেল, বাক রোধ হইল। ইহাদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন, এতক্ষণ তিনি অতি মনোযোগের সহিত কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতেছিলেন, এখন সময় পাইয়া তিনি বলিলেন "তোমরা দেখ তোমাদের অবস্থায় বড় অসন্তুষ্ট (দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া), বিধাতার সূক্ষ্ম বিচার বোঝে কার সাধ্য? দেখ! রাবণ যখন স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতল অধিকার করিয়া দেবগণকে ঘোড়ার ঘাস কাটিতে নিযুক্ত করে, তখন কি কেহ জানিত রাবণের দর্প চূর্ণ হইবে? তার একলক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি ছিল, ইহা দেখিয়া কি কেহ কল্পনাও করিতে পারিত যে, রাবণের বংশ নির্ম্মূল হইবে, এবং এমন দিন আসিবে, যে দিনে রাবণের বংশে বাতি দিবারও একটি লোক থাকিবে না? তারপর দেখ! বিধাতার সূক্ষ্ম বিচারে রাবণের গর্ব্ব একেবারে চূর্ণ হল, সে সবংশে অধঃপাতে গেল। তোমরা নিশ্চয় জানিও বিধাতার রাজ্যে চিরদিন এইরূপ অরাজকতা থাকিতে পারে না, অসুর স্বর্গে আর কত দিন রাজত্ব করিবে? আশুই হউক আর পরেই হউক দুষ্টের দমন হবেই হবে।

গভীর অমারজনী—একেত নিজেই বিভীষিকার প্রতিমূর্ত্তি, তার পর আবার নক্ষত্র পুঞ্জ এই বিভীষিকাকে ভীষণতর করিয়া তুলিল; ইহার মধ্যে আবার পেচক, শৃগাল ও কুকুরের অশিব চীৎকারধ্বনি। এই দৃশ্য দেখিলে বোধ হয় না যে, এই অমানিশার অবসান হইবে; কিন্তু চক্রী চক্রান্ত করিলেন, তাঁহার এক তুড়িতেই সূর্য্য উঠিল, নক্ষত্র আকাশের অন্ধকারে লুকাইল, পেচক অন্ধ হইল, শৃগাল প্রভৃতি অদৃশ্য হইয়া জঙ্গলে গেল। তোমরা অপেক্ষা কর, চক্রী পশ্চাতে চক্র ঘুরাইতেছেন, তোমাদের অদৃষ্টচক্র ফিরিবে। স্থির হও, সত্যের জয় হইবে, বিশ্বাস কর, বিপদভঞ্জন তোমাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। তাহাদের দুঃখে দেশীয় লোকদের মন গলিল না, তা পাষাণ

গলিবে কেন ? ইহাদের দুঃখভারে দেশ কাঁদিল না, রাজা ফিরিয়াও চাহিলেন না। আচ্ছা যিনি রাজাধিরাজ তিনিই তোমাদের জন্য কাঁদিতেছেন, তোমাদের চক্ষের জল মুছাইবার জন্য হস্ত বাড়াইতেছেন।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী নীরব হইলেন। সকলেই অতি মনোযোগের সহিত সন্ন্যাসীর কথা শুনিতেছিল, আর তাহাদের যেন আশার ধ্বনি বাজিতেছিল। ইত্যবসরে ঘাট মাঝি আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল ও নৌকাতে উঠিবার জন্য যাত্রীদিগকে ভাড়া করিতে লাগিল। সুতরাং তাহারা কথাবার্ত্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নৌকাতে আসিয়া বসিল, নৌকাও ছাড়িয়া দিল। সন্ন্যাসীর কথাগুলি তাহাদের প্রাণকে নাড়িয়া চাড়িয়া দিয়াছিল, কাজে কাজেই আবার সেই কথাই চলিতে লাগিল।

একজন বলিল 'শুনেছি আমাদের মহারাণী বড় ধার্ম্মিক ও ইংরেজেরা বড় ধর্ম্মপরায়ণ—।" ইহার কথায় বাধা দিয়া অপর একজন বৃদ্ধ আসামবাসী ভদ্র লোক উত্তেজনার সহিত বলিয়া উঠিলেন "হাঁ। হাঁ জানি! ইংরাজের ধর্ম্মের কথা রেখে দাও! ধর্ম্মত দয়া! যার রাজ্যে কুলী আইন, কতগুলি নিরীহ প্রজাকে বেঁধে ছেদে চা-বাগিচার সাহেবদিগের অত্যাচারের আগুনে পোড়াইয়া ছাই করছে, সতীর সতীত্ব টুকু পর্য্যন্ত রাখবার যো নাই, সেই রাজ্যে আবার ধর্ম্ম কর্ম্ম ? ছি! ছি! তবে মহারাণীর ও ইংরাজদের ধর্ম্ম যে কি তাহা আমরা জানি না। আমরা অসভ্য ছিলুম, কি কুক্ষণেই ইংরাজ এল. আর কি কুক্ষণেই আসামে চা-বাগান হল। আমার এত বয়স হয়েছে; আমিত ইহার পূর্ব্বে এমন অত্যাচার দেখি নাই, মানুষ যে মানুষকে এত কষ্ট ও যন্ত্রণায় দগ্ধে মারতে পারে, তাহা ইংরাজ রাজ্যের পূর্ব্বে স্বপ্নেও জানতে পারি নাই! অদৃষ্টের লিখন খণ্ডিবে কে? অদৃষ্টে লেখা ছিল, এই বৃদ্ধ বয়সে রোগ শোক পরিতাপ ও দরিদ্রতায় পুড়ে মরতে হবে, তাই হল. তাহার জন্যই আসাম রাজার রাজ্য গেল, আর সোণার আসামকে ইংরাজ অধিকার করে ছারেখারে দিল! ওরা বলে "সভ্যতা সভ্যতা," আরে সভ্যতা নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব ? আসামে আগে রোগ ছিল না, দরিদ্রতা ছিল না, বা এরূপ অত্যাচার ছিল না; এখন ইংরাজদের সঙ্গে সকলই এসেছে, আর না; অনেক হয়েছে, এখন গেলেই বাঁচি!" বৃদ্ধ আর বলিতে পারিল না, মনের আবেগে চক্ষে দুই এক ফোঁটা জল দেখা দিল। হরিবোল হরিবোল বলিয়া সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা যেন হরির নামে ভুলিয়া গেল।

ইতি মধ্যেই খেওয়ার নৌকা পর পারে পৌঁছিল আর আরোহীরা নৌকার হৃদয় শূন্য করিয়া একে একে এদিক ওদিক চলিয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত চাপরাশীদ্বয় ও কনেষ্টবল পলাইত কুলী ধরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কীর্ত্তি ও তাহার স্ত্রী মঙ্গলা ছেলেটীকে লইয়া সেই খেয়াঘাটে আমাদের নিকট হইতে অদৃশ্য হয়, তারপর আর তাহাদিগের সঙ্গে আমাদিগের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহাদিগকে কি আরণ্য জন্তু বিনাশ করিল, না তাহারা এই অকূল অরণ্যপাথারে কূল পাইল, সেই বিষয় আমরা বিন্দু বিসর্গও জানি না। তবে ইহা জানিয়াই অন্তরকে প্রবোধ দিয়াছি যে, চা-বাগিচার ক্রীতদাস দাসী হইয়া যন্ত্রণাআগুনে তিলে তিলে দগ্ধিয়া মরা অপেক্ষা অরণ্যবাসী ব্যাঘ্র ভল্লুকের আহার হওয়াও শত গুণে শ্রেয়ঃ।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মঙ্গল সাগরের ভগ্নরাজ প্রাসাদ।

রাজপুরীর চতুর্দ্দিক পরিখায় বেষ্টিত; পরিখা পার হইয়া গেলেই বামদিকে অস্ত্রাগার, দক্ষিণে সেনানিবাস; তার পর আবার সুবৃহৎ পরিখা; এই পরিখার পরপারে একটী সুন্দর রাজপথ পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই রাস্তার দুই পার্শ্বে দুইটী দেবালয়; দেবালয়ের পশ্চাতে রাজভবন; এই ভবনটী ছয়স্তরে বিভক্ত; ইহার প্রত্যেক স্তরই মনোহর ও সুচিক্কণ কারুকার্য্যে খচিত। এখন পরিখাগুলি নানাবিধ জঙ্গল পূর্ণ; অস্ত্রাগার ও সেনানিবাস সুবৃহৎ বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত; দেবালয় শূন্য ও ভগ্নপ্রায়; রাজভবন ভেদ করিয়া বট, অশ্বথ ও পাকুড় প্রভৃতি বৃক্ষগণ মস্তক উত্তোলন করিয়া গগন স্পর্শ করিতে যাইতেছে; এই পুরী এখন নানা জাতীয় আরণ্য বৃক্ষ দ্বারা পরিবৃত হইয়া একটী সুবৃহৎ জঙ্গল রূপে প্রতীয়মান হইতেছে; দেখিলে বোধ হয় চেতনাহীন বৃক্ষ রাজিও চেতনা পাইয়া মস্তক উন্নত করতঃ প্রকৃতির জয় ঘোষণা করিতেছে। আর দেশের স্বাধীনতার চিহ্ন স্বরূপ ভগ্নরাজ প্রাসাদকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে;

তাই অধীন ভারতে সমুদিত সূর্য্য এই স্থানকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাই অধীন ভারতের সূর্য্য এই স্থানে আলোক দিবার অনধিকারী, তাই এই স্থান অধীন ভারতের নরনারীর অগম্য।

অদ্য শ্রাবণের অমারজনী; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে; পৃথিবী গভীর অন্ধকারের অনন্ত প্রসারিত ক্রোড়ে নিদ্রিত; এমন অন্ধকার কেহ কখনও দেখে নাই; সম্মুখে লোকজন ত দেখাই যায় না, নিজের অঙ্গ পর্য্যন্তও অনঙ্গ হইয়া অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। গাঢ় তিমির অনন্ত আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া অবাধে অনন্ত পাতাল-মার্গে চলিয়া গিয়াছে, কূল নাই, কিনারা নাই, মধ্যে কোন প্রকার বাধা বা বিন্দুমাত্র বিশ্লেষ নাই; নিশ্বাস প্রশ্বাস ছাড়িতে ভয় হয়, হস্ত পদ নাড়া চাড়াও আপদজনক, পাছে নিশ্বাস প্রশ্বাসে ও হস্তপদ বিক্ষেপে এই গাঢ় তিমির অধিকতর গাঢ় হইয়া জীবনীশক্তিকেও তিমিররূপে পরিণত করে; জল নাই, স্থল নাই, আকাশ নাই; পাতাল নাই, কেবল অন্ধকার; বায়ু নাই, বৃক্ষ নাই, লতা নাই, সময় নাই; ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কিছুই নাই; কেবল তিমিরময় শূন্য; একে অরণ্যময় ভগ্ন রাজপুরী, এ নিজেই গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, তার পর শ্রাবণের অমারজনী এই গাম্ভীর্য্যকে আরও গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে। রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হইতে চলিল, মেঘ-গর্জ্জন ও মুহুর্মুহু বজ্রপাত আরম্ভ হইল, আর যেন পৃথিবী ভয়ে বিহ্বল হইয়া যুগপৎ লক্ষ লক্ষ খদ্যোতিকানেত্রে মিটি মিটি করিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল, এই দৃষ্টিও চাঞ্চল্য সূচক; পৃথিবী কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছে না, সে অন্ধকারভয়ে ভীত হইয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে আর পলায়নের উপায় দেখিতেছে, সময় পাইলেই অন্তর্দ্ধ্যান হইবে, মাটির ন্যায় নীরব ও শূন্যের ন্যায় নিস্তব্ধ, তবে বজ্রপতনের ঘোর রবে ভগ্ন ও জীর্ণ প্রাসাদ ঈষৎ কম্পিত হইতেছে, আর তাহার বর্ত্তমান অধিবাসী চর্ম্মচটীকার দল ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া লুটপাট করিয়া বাড়ীটাকে মাথায় করিয়া তুলিয়াছে; প্রহরী শিবাদল চীৎকার করিয়া অরণ্যকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে; আর উল্লুকের দল হুকু হুকু রবে তালে লয় মিশাইয়া দিতেছে। এই বাড়ীর নানা প্রকোষ্টে ব্যাঘ্র ভল্লুকের বাস, তাহারা নিকটবর্ত্তী বনে শীকার করিতে বাহির হইয়াছিল, এখন বজ্রপাতের দারুণ শব্দে ভীত হইয়া বনভূমিকে আন্দোলন করিতে করিতে গৃহে আসিয়া

উপস্থিত হইল; বজ্রের নিনাদ, ব্যাঘ্র ভল্লুকের গর্জ্জন, শিবা ও উল্লুক-দলের বিকট চীৎকারে নিদ্রিত বিহঙ্গম জাগরিত হইয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাইতেছে, অপরাপর ক্ষুদ্র জীবজন্তু ভীত হইয়া তীরবেগে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে; বন্য পেচক গভীর ধ্বনিতে যেন থাকিয়া থাকিয়া প্রলয়ের ডঙ্কা বাজাইতেছে, এমন সময় আবার মুহুর্মুহু বজ্রপাত হইতে আরম্ভ হইল। এই ভীষণ বজ্রপাতের শব্দে চারিদিক নিস্তব্ধ ও নীরব হইয়া গেল, ভয়ে বৃষ্টিবিন্দু শুকাইল, জোনাকির আলো নিবিল, ব্যাঘ্র ও ভল্লুক নীরব হইল, বিহঙ্গমগণ ভয়ে জড়সড় হইয়া কুলায়ে মিশিয়া গেল; শৃগাল অদৃশ্য, বায়ু খঞ্জ, মেঘ স্তম্ভিত, তার যেন গতি শক্তি নাই; উল্লুকগুলি ফলের ন্যায় ধুপ্ ধাপ্ করিয়া বৃক্ষ হইতে পড়িয়া গেল; বৃক্ষ স্থির, কোনপ্রকার বন্য জন্তুর সাড়া শব্দ নাই, পৃথিবী যেন প্রলয়ের স্থির অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। এই অন্ধকার ভেদ করিয়া গাম্ভীর্য্যকে অধিকতর গম্ভীর করিয়া, ভীষণতাকে ভীষণতর করিয়া আর্ত্তনাদ উঠিল "মহারাজ আমাদের কি বিচার হইবে না? আমাদের কি আর বিচার হইবে না" প্রতিধ্বনি হইল "আ! আ!" এই প্রতিধ্বনি অরণ্য ও প্রান্তর ছাইয়া ফেলিল, পশু পক্ষীর প্রাণ কাঁপিল, বৃক্ষ ও লতা হইতে পত্র পুষ্প খসিয়া পড়িল, অট্টালিকা শিহরিয়া উঠিল। যে স্থান ভয় ও বিভীষিকার আকর, নিস্তব্ধতার জন্মভূমি, চিরস্থৈর্য্যের আলয়, মানুষের কল্পনাও যে স্থানের চতুঃসীমার মধ্যে পদস্পর্শ করিতে অক্ষম, সেই স্থানে আজ গভীর নিশিতে মানবীয় কণ্ঠধ্বনি কোথা হইতে আসিল? এই কণ্ঠধ্বনি সামান্য কণ্ঠধ্বনি নহে, ইহা বামাকণ্ঠনিসৃত ও জীবন্ত; এই আর্ত্তরব ভগ্ন হৃদয়ের শোক প্রবাহের উচ্ছ্বাস ধ্বনি। যাহার হৃদয় শোক-শৈলে বিদ্ধ, যাহার মন প্রতিহিংসার অগ্নিতে দগ্ধ, যাহার প্রাণ অবিচার ও অত্যাচারের কণ্টকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, তাহার অন্তরে এমন এক বিন্দু স্থানও নাই, যাহাতে ভয় ও বিভীষিকা বসিতে পারে, সে স্ত্রীই হউক আর পুরুষই হউক, বৃদ্ধই হউক আর বালকই হউক, সে ভয় ও ভীষণতাকে অতিক্রম করিয়াছে। একটী প্রশস্ত গৃহ মধ্যে সারি সারি পাঁচটি সমাধি স্তম্ভ; গৃহের চারিদিকের ইটগুলি খসিয়া পড়িয়া সমাধি স্তম্ভকে অর্দ্ধাবৃত করিয়া রাখিয়াছে। চতুর্দ্দিকস্থ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের শাখা প্রশাখা আসিয়া গৃহটীকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এই গৃহটী রাজ পরিবারের বড় সম্মান ও আদরের,

জিনিস ছিল, আজ সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই ; সকলই অরণ্য, সকলই শূন্য, সকলই বিষাদময়, শোক ও ভীষণতার প্রতিমূর্ত্তি! অদ্য রাত্রি দুই প্রহরের পর ঐ গৃহের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ একুশটী স্ত্রী মূর্ত্তি জোড় হস্তে দণ্ডায়মান ; তাহাদের নিকট এক একটা শিশুর মৃত কঙ্কাল! স্ত্রীলোক গুলিকে দেখিলে বোধ হয় কে যেন কতকগুলি মৃত কঙ্কালে মানবচর্ম্ম যোজনা করিয়া এই ভয়াবহ সমাধিগৃহকে আরও ভীষণতর করিয়া রাখিয়াছে। ঐ মৃত কঙ্কালবৎ স্ত্রীলোকেরাই বলিয়াছিল "মহারাজ! আমাদের কি আর বিচার হইবে না?" মেঘ গম্ভীর ধ্বনিতে উত্তর করিল 'তোমরা কে? কিসের বিচার প্রার্থী?" স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একজন বলিল "তবে শুনুন! আমরা বিদেশী, সম্পূর্ণ বিদেশী। আমাদের মাতৃভূমি মান্দ্রাজ। অনেকদিন হইল আমরা আপনাদের এই প্রদেশে আনীত হইয়াছি; চা-করের লোকেরা আমাদিগকে বলিয়াছিল 'আসাম সুখের আলয় ও সৌভাগ্যের নিকেতন, চল, তোমাদের সুখে দিন কাটিয়া যাইবে। উপ-জীবিকার জন্য আর ভাবিতে হইবে না, সহরে থাকিবে, অতি অল্প পরি-শ্রমেই আমাদের কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে।' আমরা ছোট লোক সাত সতের কিছুই বুঝি না, তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিলাম, মৃত্যুর ফাঁদ পায়ে পরিলাম ; তার পর অতি অল্প দিনের মধ্যে আপনাদের পূর্ব্ব রাজধা-নীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম, আমরা কুলী হই-য়াছি, আত্ম-বিক্রয় করিয়া চা-করের দাস হইয়াছি, সহরে থাকিতে পাইব না, চা-বাগানে যাইতে হইবে ; আমাদের সঙ্গে আমাদের স্বামীরাও ছিলেন, আর দেশীয় অনেক লোকও ছিল। আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম, প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, তথাপি বাগিচায় যাইব না, এমন মিথ্যাবাদীদের চাকরী করিব না ; কিন্তু তাহারা শুনিল না, আমাদের উপর জোর জবরদস্তি আরম্ভ করিল, কি করি? নিরাশ্রয়ের আশ্রয় রাজা, এই মনে করিয়া রাজদ্বারে আশ্রয় চাহিলাম, আত্ম-কাহিনী বলিলাম, কত কাকুতি ও মিনতি করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের প্রাণ ভিজিল না, আশ্রিতকে আশ্রয় দিলেন না, তথাপি আমরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া বিচারা-লয়ের নিকটে পড়িয়া রহিলাম, অনাহারে এক দিন এক রাত চলিয়া গেল, ছোট ছোট ছেলেরা ক্ষুধায় খুন হইতে লাগিল, তথাপি দয়া হইল না। অব-শেষে চা-কর সাহেবকে রাজা হুকুম দিলেন 'যেমন করিয়া পার, ইহাদিগকে

লইয়া যাও। "তাহারা এমন নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় যে আমাদিগকে অনবরত বেত্রাঘাত করিতে করিতে অচেতন করিয়া ফেলিল, আমরা শকুনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, ক্রোড়স্থ শিশুগুলি ভয়ে জড়সড় হইয়া লুকাইল, আমরা তাহাদিগকে বুকে করিয়া যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলাম।" সে আর বলিতে পারিল না, তাহার বুক যেন ফাটিয়া গেল, চারিদিক হইতে ক্রন্দনের রোল উঠিয়া এই অরণ্যময় অন্ধকার পুরীকে প্রেতপুরী করিয়া তুলিল। আবার পূর্ব্ববৎ শব্দ হইল "তার পর! তার পর!" "তার পর, আমাদিগকে জব্দ ও বশীভূত করিবার জন্য এই একুশ জনের একুশটী ছেলে বুক হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল; হায়! সেই দিন মনে হইতেছে, বাছাদের যখন বুক হইতে কাড়িয়া লইয়া যায় তাহারা কিছুতেই যাইতে চায় না, যতই টানাটানি করে ততই আমাদের বুকের ধন বুকের মধ্যে লুকাইতে চেষ্টা করে। আর চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে, আমরাও ছেলেদিগকে বুকে চাপিয়া ধরিলাম, কিছুতেই লইতে দিব না! প্রাণ দিব, তথাপি ছেলে দিব না, অবশেষে জোর করিয়া, বলে পরাস্ত করিয়া আমাদের বুক শূন্য করিয়া বাছাদের লইয়া গেল, কোথায় লইয়া গেল, জানি না। কিছু দিন পর অনুসন্ধানে বাহির হইল, বাছাদের বাগানে লইয়া গিয়াছিল, ইহারা দুগ্ধপোষ্য, দুগ্ধের অভাবে শুখাইতে শুখাইতে 'মা মা' করিয়া মরিয়া গিয়াছে; আমাদের ধন—আমাদের বুক জুড়ান ধন, চলিয়া গিয়াছে।" আবার স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ভেদ করিয়া ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। কিছুক্ষণ পরে আবার সমস্ত নিস্তব্ধ হইল। এই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া আবার প্রশ্ন হইল "রাজা ইহার কি বিচার করিলেন?"

"ইংরাজ রাজ্যে আমাদের বিচার হইল না! হবে কেন? আমরা অধীন জাতি। আমরা দুঃখী—চির দুঃখী গরীব কুলী! কত সতীর সতীত্ব গেল, কত লোক প্রহার যন্ত্রণায় প্রাণ হারাইল, শত শত জননী আমাদের ন্যায় পুত্রহারা হইয়া শোকে পাগল হইয়া গেল! আমাদের কথায় কেহ কাণ দিল না! তবে কি আর আমাদের বিচার হইবে না? ইংরাজের বিচার মাথা আর মুণ্ডু। শুনুন! ইহাদের কীর্ত্তি শুনুন! এখানকার পুলিস সাহেব আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া চা-কর সাহেবটাকে ধরিয়াছিলেন, কিন্তু এখানকার বড় সাহেব পাক চক্র করিয়া চার পাঁচ দিনের মধ্যেই তাঁহাকে বাঙ্গালায় বদলি করিয়া দিল, সব গোলমাল-

মিটিয়া গেল! মহারাজ! সে অনেক দিনের কথা, কিন্তু এখনও আমাদিগের হৃদয়ে নূতন শোক রহিয়াছে। কারণ জননীর হৃদয় হইতে অপত্য বাৎসল্য কখনই দূর হয় না। আমরা কেহই ইহলোকে নাই; অবস্থা বড় শোচনীয়, আকাশস্থ নিরালম্ব কোন পদার্থকেই আশ্রয় করিতে পারিতেছি না, তবুও দেখুন! আমাদের প্রাণ, এই প্রাণ প্রতিহিংসার প্রতিমূর্ত্তি হইয়া দিন রাত শোকের অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতেছে; তাই শোক নিবারণের জন্য বাছাদের অস্থিগুলি বুকে বাঁধিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি, আর প্রতিহিংসা লই-বার জন্য আপনাদের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি।" এই বলিয়া ইহারা সম্মুখস্থ কঙ্কালগুলি বুকের মধ্যে সজোরে চাপিয়া ধরিল, আর "হা হা" করিয়া ভীষণ রবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ইহার কিছুক্ষণ পরেই শূন্য হইতে কে যেন বলিতে লাগিল "তোমরা পাগল, তাই গোরস্থানের নিকট বিচার প্রার্থী হইয়াছ; অথবা কুলী আইন তোমাদের আশা ভরসা পুণ্য পবিত্রতা, সুনীতি ও সুবিচার, এই সকলকেই গোর দিয়াছে! এখন আর আসাম তোমাদের বিচার করিতে পারেন না। আসামের মৃত্যু হইয়াছে। তার সাক্ষী, তার সমাধি স্থান, তোমাদের সম্মুখে এই ভগ্ন রাজ প্রাসাদ। তোমরা কুলী, গোরস্থানেই কুলীর বিচার হইবে; শ্মশানই কুলীর একমাত্র বিচারকর্ত্তা, আমরা নহি। তোমরা যদি কিছুতেই প্রতিহিংসা না লইতে পার, তবে তোমাদের চক্ষের জলই প্রতিহিংসার কার্য্য করিবে। আর আমা-দিগকে কাঁদাইও না, অনেক হইয়াছে! তোমাদের চক্ষের জল সামান্য নহে, এক এক বিন্দু চক্ষের জল এক একটী নরক-কুণ্ড, এই নরককুণ্ডে অন্যায় বিচারকেরা ডুবিবে, আর তোমাদের দেশের শিক্ষিত ও ধর্ম্ম প্রচারকেরাও তাহাতে ভাসিয়া যাইবে, আমরাও ভাসিয়া যাইতেছি! ও! কি ভয়ানক! কি কষ্ট! তোমরা মনে করিতেছ, তোমাদের খ্রীষ্টান বিচারকেরা খ্রীষ্টান হইয়া নরক-ভয় হইতে অব্যাহতি পাইবেন? না, না, কিছুতেই না!! তোমাদের এক এক বিন্দু চক্ষের জল তাহাদের অনন্ত নরক-কুণ্ড! তোমাদের এক একটী দীর্ঘনিশ্বাস তাহাদের প্রলয়াগ্নি! এই অগ্নিতে তাহারা পুড়িয়া মরিবে, ভস্মীভূত হইয়া ছারখারে যাইবে!! আমাদের স্বাধীনতার গোরস্থান কেহ দয়ার চক্ষে দেখিও না; এই পৃথিবীই স্বাধীনতার গোরস্থান; একদিন না একদিন স্বাধীনতার গোর হইবেই হইবে, তবে কাহার স্বাধীনতার গোর স্থির পৃথিবীতে, আর কাহারও

বা স্বাধীনতার গোর শোক-দুঃখ নিপীড়িত বিচারার্থীদের অশ্রু-বিন্দুরূপ নরক কুণ্ডে!" বিচারার্থী—"আপনারা কোথায়?" "শূন্যে।" "কেন?" আর আসিতে পারি না, কারণ চা-করদিগের পশুবৎ অত্যাচারে শূন্যের কিয়দংশও কলঙ্কিত হইয়াছে; আর তোমাদের কষ্ট যন্ত্রণার গুণে অসময় অগ্নিময় হইয়াছে। আর যেদেশে দাসত্ব-প্রথা, যেদেশে কুলীআইনের ফলভোক্তা কুলীরা বর্ত্তমান, আর যে রাজার রাজ্যে কুলী আইনের সমাদর, সেদেশের বায়ু আমরা স্পর্শ করি না।"

বিচারপ্রার্থী—"তবে কি আমাদের বিচার হইবে না?"

"নিশ্চয় একদিন হইবে! অপেক্ষা কর, সর্ব্বোপরি যিনি রাজা, তিনি তোমাদের বিচার করিবেন।" এই পুরী পূর্ব্ববৎ নীরব ও নিস্তব্ধ হইল; বিচারপ্রার্থী ও বিচারক গভীর অন্ধকারে মিশিয়া গেলেন; ঘোর অমা-নিশার অন্ধকার অটল সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিল।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

কৃতার্থ ও কেনারামের পরিণাম।

ভাঙ্গা কপাল কি আর কখন জোড়া লাগে? কৃতার্থের ভাঙ্গা কপাল আবার ভাঙ্গিয়াছে। কেনারামের বাড়াভাতে আবার ছাই পড়িয়াছে। কৃতার্থ, কেনারাম ও কলি সাহেবকে আমরা খেয়া ঘাটে বিদায় দিয়া অপরাপর কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম। পাঠক একবার আসুন কেনারামের ভবিষ্যতের বিষয় আলোচনা করি, কৃতার্থের পরিণাম দেখি, ও কলির গুপ্তচিত্র সন্দর্শন করি।

কলি খেয়ার নৌকা হইতে কৃতার্থকে ধরিয়া আপনার বাঙ্গালায় আনিয়াছে। কেনারামকে কুলি লাইনে পাঠাইয়াছে। কেনারাম জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া বিষাদ সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহার নখ হইতে চুল পর্য্যন্ত বিষাদময়। এখন হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিরাশাময়। নিরাশা ও বিষাদ তাহার জীবনকে অসার করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার চারিদিকে ভয় ও বিভীষিকার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত,

তথাপি সে ভীত নহে। তার আশে পাশে ত্রাস ও যাতনার জীবন্ত অস্ত্র তাহার অনিষ্ট করিতেছে, তথাপি সে ক্লিষ্ট নহে। কেনারাম ৪.৫ জন প্রহরী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদের সহিত নির্ভয়ে কথা বার্ত্তা কহিতেছে; কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তা চলন চালন, হাব ভাব, সকলই উদাসীনের প্রলাপ মাত্র। কৃতার্থ আজ সাহেবের মেম! তাহার কত যত্ন, কত আদর! সাহেবের খানসামা ও চাকরেরা নূতন মেমের জন্য বাঙ্গালার পার্শ্ববর্ত্তী ঘর খানি সুন্দর করিয়া সাজাইতেছে, ভাল ভাল আহারীয় আনিতেছে। সাহেবের প্রেয়সী, অপরাপর কুলি রমণীরা তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, আর তাহার শুভ অদৃষ্টের কত কি ব্যাখ্যা করিতেছে। কেহ ভাল করিয়া চুল বাঁধিয়া দিতেছে আর তাহার সৌন্দর্য্যের তারিপ করিতেছে। কেহ কাপড় পরাইতেছে; কেহবা গা হাত পা পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। কৃতার্থের বয়স অল্প দেখ্‌তে শুন্‌তেও মন্দ নহে। তাহাতে আবার আজ অনেক দিনের পর তাহার গায়ে তেল উঠিল, মাথাটী পরিষ্কার হইল। পরিষ্কার বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিত হইল। আর তাহাকে দেখিয়া সকলে বাহবা দিতে লাগিল। তাহার শরীর পরিষ্কার হইয়াছে বটে, কিন্তু মনের মলিনতা যায় নাই। সে নূতন বস্ত্রে আবৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের বিষাদ ছুটে নাই। নানা প্রকার ভূষণে বিভূষিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রাণে প্রফুল্লতা নাই। তাহার মুখে কথাটিও নাই, সে যেন এই সকল কাণ্ড কারখানা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে, অপরাপর কুলী রমণীরা কত সাধ্য সাধনা করিল, সে কাহারও কথায় উত্তর দিল না, অথবা কাহার সঙ্গে কথাটীও বলিল না। কৃতার্থের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অপর কুলী রমণীগণ মানভরে গৃহে চলিয়া গেল। তোমরা কুলী, কৃতার্থের মর্ম্মব্যথা বুঝিবে কি? তোমরা সতীত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রেত হইয়াছ, কৃতার্থের ভাব বুঝিবার শক্তিও নাই। তাই অভিমান ভরে চলিয়া যাইতেছ। যদি বুঝিতে বা বুঝিবার শক্তি থাকিত, তবে কৃতার্থের এ দুঃখে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে চলিয়া যাইতে হইত। কৃতার্থ একাই সেখানে বসিয়া রহিল। কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ করিল না, বা এক বিন্দু জলও স্পর্শ করিল না। খান্‌সামা ও চাকরেরা আহারের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া আহারীয় উপস্থিত করিয়াছিল, সে তাহা পদাঘাতে দূর করিয়া দিল, ও ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিল, কি! আমি একেবারে গিয়াছি বলিয়াই কি ফিরিঙ্গীর বাড়ী খাইব? তাহা কিছুতেই হইবে

না; প্রাণ থাকিতে হইবে না।" কৃতার্থ কিছুক্ষণ হতভম্বা হইয়া বাঙ্গালার বাহিরে বসিয়াছিল, তার পর সাহেবের হুকুমে খান্‌সামারা তাহাকে বাঙ্গালার ভিতরে লইয়া গেল। সে কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত বাঙ্গালার ভিতরে দাঁড়াইয়া রহিল, সাড়া নাই, শব্দ নাই, বা কোন প্রকার প্রফুল্লতার চিহ্ন মাত্র নাই, সে যেন শক্ত মাটী। শরীরে কান্তি নাই, মুখে লাবণ্য নাই, সেই সৌন্দর্য্য বা আনন্দ নাই, বা যৌবনের হাবভাবও নাই। আরণ্যক ফুলের মতন তাহার আনন্দ, প্রফুল্লতা, কান্তি, শোভা, যৌবন ও লাবণ্য প্রভৃতি ফুল গুলি দুই এক দিনের মধ্যেই ঝরিয়া ঝরিয়া খসিয়া পড়িয়াছে। পুষ্পহীন বৃক্ষের ন্যায় বিষাদের কীর্ত্তি ধ্বজা হইয়া উড়িতেছে। কলির মেজাজ আজ বড় খোষী, সে সর্দ্দার ও অপরাপর কর্ম্মচারির সঙ্গে খোষ গল্প করিতেছে। কাহার বা গায়ে হাত, কাহার বা মাথায় চুরট ভাঙ্গিয়া, কাহার বা গাত্র লাঠীর দ্বারা স্পর্শ করিয়া সদাশয়তার পরিচয় দিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে দুই এক জন সর্দ্দারের সহিত ফুস্‌ফাস করিয়া কি বলাবলি করিতেছে। সর্দ্দারেরা ঘন ঘন সাহেবের বাঙ্গালায় আসিতেছে, আর কি যেন গুরুতর কথা বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই রূপ গোলমালে অবশিষ্ট সময় কাটিয়া গেলে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সুতরাংই কলি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গোছল খানায় প্রবেশ করিলেন, প্রায় এক ঘণ্টা বাদে নব নটবর সাজিয়া বাহির হইলেন। এদিকে খানা প্রস্তুত, খানসামা নকিবের মত সাজ সাজিয়া সাহেবকে সেলাম করিল; সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া খানায় বসিলেন। আহারের সময় প্রায় সকল সাহেবেরাই খোস গল্প করিয়া থাকেন, কিন্তু কলি সাহেবের বড়ই বিপদ, এখানে অপর কোন সাহেব নাই, সবলেই কালা বাঙ্গালি, খোস গল্পটা করেন কার সঙ্গে; অথচ নিয়মটা রক্ষা করা চাই, তাতে আবার তার মেজাজ আজ খোসী, গল্প চাইই চাই; সুতরাং বাধ্য হইয়া কলি খানসামার সহিত খোস গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন। গল্পের বিষয় কৃতার্থের ভালবাসা ও কেনারামের জব্দ; অতি অল্প সময়ের মধ্যে গল্প শেষ হইল, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে কলির খাওয়াও ফুরাইল। কলি গরম মেজাজের পরিচয় দিবার জন্য অথবা নূতন মেমকে আপনার প্রভুত্ব দেখাইবার জন্য, খানসামার বকুনি, খেতমদগারকে ঝাকুনি, আর অপরাপর দুই একজন চাপরাশীকে লাথিটা বা গুতাটা দিয়া আপনার হুজরি জাহির করিলেন, ও চুরোট ফুকিতে ফুকিতে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আসামের কোন চা-

বাগিচাতে ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ নাই। সুতরাং সাহেবদিগের বাস গৃহ বাঙ্গালা। পাঠক বর্গ বিশেষতঃ সহরের পাঠকবর্গ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বাঙ্গালা জিনিষটা কি? আবার যখন সাহেব মহোদয়েরা এই বাঙ্গালায় বাস করেন, তখন না জানি 'বাঙ্গালা' কি একটা অভূতপূর্ব্ব জিনিষ। চারিদিকে লম্বা লম্বা শালের খুঁটি, মাটী হইতে চারি পাঁচ হাত উচ্চে কাঠের পাটাতন, চারি দিক সামান্য বেড়া দ্বারা ঘেরা, বেড়া গুলি মাটী দিয়া ঢাকা ও চুনকাম করা, ঊর্দ্ধদিক সামান্য গৃহের ন্যায়ই, তবে মধ্যে মধ্যে দেখা যায় যে কোন কোন গৃহের চালা টিন অথবা কাষ্ঠ দ্বারা আবৃত; সম্মুখে সুবৃহৎ বারান্দা, মাঝখানে কাষ্ঠের সঁিড়ি; এই ঘরগুলির মধ্যে প্রায়ই তিনটি করিয়া কামরা থাকে; মধ্যে আহারের ও বসিবার ঘর, তাহার এক পার্শ্বে শয়ন কক্ষ, অপর পার্শ্বে অতিরিক্ত একটি কক্ষ। কলি সাহেবের বাঙ্গালাও উল্লিখিত বাঙ্গালার অনুরূপ। কলি আহার কার্য্য সমাধা করিয়া চুরট ফুকিতে ফুকিতে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কৃতার্থ ইতিপূর্ব্বে এই কক্ষে আনীত হইয়াছিল, সে সাহেবকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া গেল ও গৃহের এক কোণে লুকাইয়া রহিল। কিছুতেই সে সাহেবের দিকে তাকায় না। সাহেব কত সাধ্য সাধনা করিলেন, কত রসিকতা ঝাড়িলেন, কিছুতেই তাহার ভয় গেল না; কত প্রলোভন দেখাইলেন, ভাল কাপড় গহনা ও টাকা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, সকলই বৃথা হইল। এই সব অস্ত্র শস্ত্র বিফল হইল দেখিয়া অবশেষে বলিলেন এখন তোমার বাঁচন কাটি মরণ কাটি আমার হাতে, আমার ইচ্ছা হইলে তোমাকে জীবন দিতে পারি ও আমার সুখের অংশী করিতে পারি, আর ইচ্ছা হইলে তোমাকে গোরস্থানেও পাঠাইতে পারি। এখন তোমার ইচ্ছা; হয় গোরের দিকে যাও, না হয় আমার কাছে এস। এতক্ষণ কৃতার্থ চুপ করিয়া ছিল, আর সে মৌনী থাকিতে পারিল না; তাহার প্রাণের আগুন জ্বলিয়া উঠিল, মুখ দিয়া তাহার শিখা বাহির হইতে লাগিল। সে বলিল "সাহেব! আমি তোমা অপেক্ষা গোরস্থানকেই পছন্দ করি। তোমার এ বাঙ্গালায় তোমার দাসী হইয়া থাকা অপেক্ষা মরাই ভাল। ছি! ছি! ফিরিঙ্গি! ফিরিঙ্গি! গো খাদক! তার বাড়ীতে আজ আমি? যাহাকে ছুঁইলে নাইতে হয়! যাহার ছায়া মাড়াইলে গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে হয়, যাহার ঘরে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, আমি সেই ফিরিঙ্গির

হইব ? কিছুতেই না ! আর প্রলোভন দেখাইও না ? টাকা কাপড় ও গহনার লোভে আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সবংশে নিপাত করিতে বসিয়াছে। টাকা, গহনা ও ভাল কাপড়ের পুরস্কার কি এই ? আগে যদি জানিতাম, টাকার মূল্য দাসত্ব, গহনার মূল্য সতীত্ব বিক্রয়, ভাল কাপড়ের মূল্য জাতি নাশ, তবে কখনই এই কুকর্ম্ম করিতাম না, রমুনা ও ঝমুনার কথায় ভুলিতাম না ! আমি নরকে যাইতে বসিয়াছি ; আর কেন আমাকে ডুবাও। তোমার টাকা কড়ি লইয়া তুমি নিজেই থাক, আমি ওসব চাই না। আমি যাহাকে চাহিয়া ছিলাম, তুমি তাহাকে দিলে না, কেনাবামকে আমার কাছ হইতে কাড়িয়া লইলে! ছি ! ছি ! আমি কুলি, তোমাব চাকর, তুমি মুনিব, বাপের মত ; তোমার এ কাজ ? আমাকে ছেড়ে দাও, আমি কুলির কাজ করিয়া জীবন যাপন করিব, তবুও এ দুষ্কার্য্য করিব না, নরকে ডুবিব না।" সাহেব কৃতার্থের কথায় তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল "তুই কুলি, তুই আবার পাদরির মত আমাকে কি উপদেশ দিচ্ছিস ? ভাল কথা ভাল ব্যবহার তোদের সহিবে কেন ? লাঠি গুতো আর বকুনি না হইলে আর তোদের হয় না ; তবে এই নে। এই বলিয়া যাই কলি কৃতার্থকে আক্রমণ করিতে যাইবেন, অমনি কৃতার্থও কলিকে লক্ষ্য করিয়া সজোরে এক পদাঘাত করিল। কলি কৃতার্থের পদাঘাত খাইয়া চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেল। সাহেব ঘরের মেজেতে পড়িয়া কুমড়া গড়ানি গড়াইলেন, কিন্তু দুঃখেব বিষয় এ দৃশ্য দেখিবার আর লোক ছিল না, এই অকাল কুষ্মাণ্ডেব অভিনয় দেখিয়া কেহ হাসিল না। কৃতার্থ এই অসামান্য বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল "দেখ সাহেব ! আমি তোর মা, আমাকে ছুঁসনে, তোর ভাল হবে না বলছি, কখনই আমাকে ছুঁসনে, তুই অধঃপাতে যাবি, তোব সর্ব্বনাশ হবে। আমি অবলা স্ত্রী, আমি সহিব, কিন্তু ধর্ম্মে সহিবে না।" "চোরা না শুনে ধর্ম্মেরকাহিনী।" কলি কৃতার্থের কথা শুনিল না, সে সামান্য কুলির পদাঘাত খাইয়া অপমানে অধীর হইয়া বলিল 'ভাবিয়াছিস্ কেনাকে পাবি ! তা পাওয়াইব ভাল করিয়াই পাবি !' এই বলিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কেশাকর্ষণ করতঃ কৃতার্থকে হড় হড় করিয়া শয্যাপার্শ্বে টানিয়া আনিল, এবং বুকে মুখে পেটে যেখানে পাইল সেখানেই পদাঘাত করিতে করিতে তাহাকে অচেতন করিয়া ফেলিল। কৃতার্থ মৃতবৎ ভূতলে পড়িয়া রহিল।

পাঠক এখন একবার কেনারামের দুর্দ্দশা দেখিয়া যান। তাহার পলায়ন অপরাধে কঠোর শাস্তি হইতেছে। চা ঘরের সম্মুখে একটি অন্ধকার গুদাম, সেই গুদামের মধ্যে একটী লোক প্রহার যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে আর বলিতেছে, তোরা আমাকে মেরে ফেল, আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না; আমার কৃতার্থ এখন কোথায়, যদিও তার সঙ্গে আমার বিবাহ হয় নাই, কিন্তু তাকে বড় ভালবাসিতাম, প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতাম, তার জন্যেই ত পলাইয়া ছিলাম, আর তার জন্যই ত আবার এগ্রিমেণ্ট দিয়া ছিলাম। যাহার জন্য আমার চারিদিক খোয়াইলাম তাহাকে পাইলাম না, সে কি কম কষ্ট? যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা, মড়ার উপর খাড়া ঘা, গিয়েছি—না যেতে বসেছি। আমিও তার জন্যেই গেলাম, সেও আমার জন্যে গেল। তা যাক কি করব? আমার আর উঠবার সাধ্য নাই। যদি কোমরে বল থাকত, উঠে দাঁড়াতে পারতাম, তবে দেখতাম সাহেবের পোই বা কেমন আর আমি কুলি, আমিই বা কেমন?" সে আর বলিতে পারিল না। পীপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া গেল, যাতনায় জীবনী শক্তি নিষ্প্রভ হইয়া আসিল, কৃতার্থের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মাথা ঘুরিয়া গেল। জল দে জল দে বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সম্মুখে একটি লোক ছিল, সে একটু জল আনিয়া দিল। জল খাইয়া তাহার ধড়ে প্রাণ আসিল, নিশ্বাস প্রশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। এমন সময় সম্মুখস্থ লোকটি বলিল কেনইবা তোর দুর্ম্মতি হইল? কেনই বা এ কর্ম্ম করিতে গেলি? এখন দেখ, একে বলে সুখে থাকতে ভুতে কিলোয়। তোর এগ্রিমেণ্টের সময় পূর্ণ হইল, দেশে গিয়ে মা বাপের কোল জুড়ো, তা না একটা ছুড়ীকে লয়ে সব খোয়ালি; তোর এদিক ওদিক দুদিক গেল, তাকেও পেলি না, নিজেও যেতে বসেছিস। কৃতার্থের কি? সে আজ সাহেবের মেম হয়েছে, তাকে পায় কে? ভাল খাবে ভাল পরবে, মজা করে থাকবে, মরণ ত তোর। কেনারাম ভগ্ন স্বরে বলিল 'যেতে বসেছি কি? গিয়েছি। যা অদৃষ্টে ছিল তা হল, অদৃষ্টের ভোগ খণ্ডাবে কে? কৃতার্থের, দোষ দিও না, সে বড় ভাল মেয়ে; তার দোষ কি? যত দোষ আমার কপালের। সেত আমার সঙ্গে গিয়েছিলই, সাহেবের জন্যই পাল্লে না, যাও ওসব কথা আর বল না, শুনলেও প্রাণ জ্বলে যায়, এক মুহূর্ত্তও আর এ পৃথিবীতে থাকতে ইচ্ছা হয় না। কি যাতনা! এ নরক হতে উদ্ধার হলেই বাঁচি, সব যন্ত্রণার শেষ হয়। আর ওটার—ঐ সাহেবটার মুখ দেখতে ইচ্ছা হয় না, তার

মুখ দেখা, তার ঠেঙ্গা গুতা লাঠি অপেক্ষাও বিরক্তি জনক; তা এখন মরে গেলে সাহেবের ঠেঙ্গাগুতো ও তার মুখ দেখা হতে অব্যাহতি পাই। ওরে! তোরা আমাকে মেরে ফেল, একেবারে মেরে ফেল। ওমা! গেলাম, ওমা গেলাম; ওমা! তোর কোল খালি হল; চা-বাগানের সাহেব তোর ও কৃতার্থের সর্ব্বনাশ করিল, আমাকে জাহান্নমে দিল। উঃ চা-বাগান না নরক! এখানে আর কেহ এস না; তোমরাত আমাকে মেরে ফেলবেই, কিন্তু দেশে গিয়ে বল, আর যেন কেহ এ নরকে না আসে; তারা যদি খেতে না পেয়ে তথায় শুকায়ে মরে, তবু যেন এ প্রেত পুরীতে না আসে। উঃ! মলেম যে! যাইরে! এবার আর বাচলাম না।” আর বাঁচতে হবে না, সে আশায় ছাই। কেন তখন মনে ছিল না? ওরা সাহেব লোক ও আমাদের মুনিব, তার সঙ্গে চালাকি? বেশ হইয়াছে। এই বলিয়া কে যেন দুই একটী আঘাত করিল। গৃহ নীরব ও নিস্তব্ধ হইল। ফুস ফাস করিয়া বলিতে বলিতে দুই একটী করিয়া একে একে পাঁচ সাতটী লোক সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

বোধ হয় পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, কলি সাহেবের বাঙ্গালায় কৃতার্থ মৃতবৎ অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল। সে সেই ভাবে কতক্ষণ ছিল তাহা আমরা জানি না, কিন্তু প্রাতঃকালে দেখা গেল কৃতার্থ কলির বাঙ্গালা তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে। তার মুখে যা আসছে তাই বলছে, কথাগুলি এলোমেলো, একটীর সঙ্গে অপরটীর যোগ নাই, আজ সে মুখর হইয়াছে, খুব কথা বলিতেছে, যে যা জিজ্ঞাসা করিতেছে তার একটা না একটা উত্তর দিতেছে। যে এক দিন ধীর ও শান্ত ছিল, সে আজ চঞ্চল ও অশান্ত, যে এক দিন মিতভাষী ও প্রফুল্ল ছিল, সে আজ একটী বিষাদ প্রতিমা; যে এক দিন এক জন অপরিচিত লোক দেখিলে ভয়ে তটস্থ হইত, যে সাহেব দেখিলে কোথায় লুকাইবে তার ঠিক ছিল না, সে আজ নির্ভয়ে সকলের সঙ্গে কথা বলিতেছে, সাহেব নাই বাবু নাই, খানসামা নাই চাপরাশী নাই, কাহাকেও গ্রাহ্য নাই, হাতে এক লাঠি যাহাকে পাইতেছে তাহাকেই প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে, যে সামনে আসিতেছে তাহাকেই তাড়া করিতেছে, কুকুর বিড়ালের পর্য্যন্ত রক্ষা নাই; সে যাহাকে দেখিতেছে তাহাকেই বলিতেছে “আমাকে ছুঁস নে আমি পাপ! পাপের প্রতিমূর্ত্তি ছুঁইলেই মরবি নরকে পচবি; আমি পাপ স্বয়ং পাপের অবতার। কুকুর!

আমাকে ছুঁসনে, বিড়াল! আমাকে স্পর্শ করিসনে, তা'হলে তোরাও আমার মত পাপী হ'বি। বাতাস! তুই আমার গায়ে লাগিস্‌নে, আলো! তুই আমার চোখে পড়িসনে, শব্দ! তুই আমার কর্ণেপ্রবেশ করিসনে; তা হলে তোরা পাপীরস্পর্শে কলঙ্কিত হবে, আর তোদের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীও অপবিত্র হবে।" তার সম্মুখ দিয়া যে যাতায়ত করিত তাহাকেই বলিত আমাকে ছুঁসনে, আমাকে ভাল বাসিসনে, মর্‌বি! মর্‌বি! আমাকে ভালবেসে একজন মরেছে, আমাকে স্পর্শ করে এক জন পাপে ডুবেছে। তাহার মনে হইতে লাগিল সে যাকে ছুঁবে, যেখানে বসিবে, যা দেখিবে, যা ঘ্রাণ করিবে আর যেখানে নিশ্বাস প্রশ্বাস ছাড়িবে, সকলই অপবিত্র ও অস্পৃশ্য হইয়া যাইবে। তার জন্যই সে ছিন্ন বস্ত্র দিয়া কর্ণ বন্ধ করিল, চোখে কাপড় বাঁধিল, দুই হাতে দুইটী চক্ষু চাপিয়া ধরিল ও আপাদ মস্তক বস্ত্রে আবৃত করিয়া খাটের নীচে লুকাইয়া রহিল। পাঠকগণ কৃতার্থ এখন পাগল, বদ্ধ পাগল, তার কিছুরই ঠিক নাই, মস্তিষ্ক বিকৃত, হৃদয় শূন্য। কৃতার্থ যদিও আদর্শ সতী নহে, প্রকৃত পবিত্রতা বোঝেনা, নীতি ও ধর্ম্মের কোন ধার ধারেনা, তথাপি তার বাল্য সংস্কার ও প্রকৃতি হৃদয়ে নূতন রকম বাতুলতার অভিনয় করিতেছে, নূতন পাগলামির সৃষ্টি করিয়াছে। কৃতার্থ হিন্দু নারী, এক জন ভক্ত বৈষ্ণবের কন্যা। বাল্যকাল হইতে যদি মানুষের হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের কণামাত্রও প্রবেশ করে, তাহা হইলে সে একেবারে অসার হয় না। তার শিক্ষা, তার আদর্শ তাহাকে সারবত্তার দিকে লইয়া যায়, তাই আজ কৃতার্থের মনে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দু মাত্রেই ম্লেচ্ছ বা ফিরিঙ্গিকে বড় ঘৃণা করে, যার চরিত্র আছে সেও করে; যার চরিত্র নাই সেও করে। ম্লেচ্ছের নাম করিলেই যেন সে অপবিত্র ও ঘৃণিত হইল, তাহার ইহকাল পরকাল সবই গেল, তাই আজ কৃতার্থ ম্লেচ্ছ সহবাসে এইরূপ বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়াছে, ম্লেচ্ছের—পাষণ্ড ফিরীঙ্গির পাশব অত্যাচারে সে পাগল হইয়াছে।

এ দিকে সাহেবের বাঙ্গালায় মহাগোল! কৃতার্থ পাগল হইয়াছে, খানসামা চাপরাশী ফুসফুস করিয়া বলাবলি করিতেছে যে, বোধ হয় সাহেব ওকে বশ করিবার জন্য ঔষধ খাওয়াইয়াছিলেন, তাই ও পাগল হইয়াছে। অপর এক জন বলিল "ওর পাগলামি ছাগলামি রেখে দাও, ও বেটী সাহেবের আদর পাইবার জন্য ভড়ং ধরিয়াছে।' আর একজন বলিল তা নয়, কৃতার্থ কেনাকে

বড় ভালবাসে, তাই সাহেবের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য পাগলামির ভাণ করিতেছে ; কিন্তু সে গুড়ে বালি, আমাদের সাহেব বড় সেয়ানা, তিনি কিছুতেই ওকে ছাড়িবেন না। আর ভাই তাও বলি, কি অন্যায়! কি অবিচার! তোর ত আর মেমের অভাব নেই, এই বাগানে কত মেয়ে কুলি, তার মধ্যে অধিকাংশই তোর মেম, তা এক দিনের জন্যই হ'ক আর দুই দিনের জন্যই হ'ক। ছি! ছি! এমন ঘেন্না পিত্ত শূন্য সাহেবও ত দেখিনি, যখন তখন বলেন নিগ্যর বাঙ্গালী, শূয়োর কা বাচ্চা, আর এ দিকে শূয়োরের বাচ্চা না হলে এক দিনও চলেনা, এখন সেই শূয়োরের বাচ্চার জন্যই ভেবে খুন। এই বলিতে বলিতে সে থেমে গেল ও অপরাপরকে বলিল, এখন চুপ কর, সাহেব শুনলে আর রক্ষা নাই ; আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি ?

সাহেবও অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। একবার আসিয়া কৃতার্থের বকম সকম দেখিতেছেন, আর এক এক বার বাহিরে যাইয়া বসিতেছেন। ডাক্তার বাবু ও সরদারেরা বড় ব্যস্ত, সকলেই কৃতার্থের পীড়াতে অস্থির ; কেহ ঔষধ আনিতেছে, কেহ ঔষধ প্রস্তুত করিতেছে, আর কেহ বা ঔষধ সেবন করাইবার উদ্যোগ করিতেছে। অপরাপর কুলীরাও কৃতার্থের পাগলামি দেখিবার জন্য বেড়ার ফাঁক দিয়া উকি ঝুকি মারিতেছে, আর সাহেবের কুকুর গুলি খেউ খেউ করিয়া কুলীদিগকে তাড়া করিতেছে। বারান্দার নীচে লোকে লোকারণ্য। বাগানের কোথায় কি কাজ হইবে, সরদারেরা তাহার হুকুম লইতে আসিয়াছে, চাপরাশীরা কে কি করিবে, তাহাই শুনিতেছে। মুহুরি ও কেরাণীরা গত দিবসের হিসাব লইয়া মঞ্জুর করাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেছে। এমন সময় একজন কুলী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল "আমাদের একটা কুলী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। ওঃ বাপরে বাপ! তার জিভটা একহাত বের হয়ে পড়েছে! এই কথা শ্রবণ করিয়া সাহেব ও দুই একজন সর্দ্দার ভিন্ন সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইল। কিন্তু সাহেবের ভয়ে কেহই কিছু বলিতে পারিল না। খুনের সংবাদটী যেন সাহেব শুনিয়াও শুনিলেন না, কাণ দিয়াও দিলেন না। তিনি কুলীটাকে ধমকাইয়া বলিলেন, "যা টুই যা। ও সকল খবরে টোর কাজ কি? টুই কুলী, টোর নিজের কাজ করগে। টুই কার কঠায় বাগানের কাজ ফেলে এসেছিস্? এই অপরাধে টোর একরোজের মাহিনা জব্দ হ'ল।"

কলি সমস্ত কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া সকলকে বিদায় দিলেন, আর একখানি পত্র লিখিয়া পুলিষে সংবাদ দিলেন যে, তাঁর বাগানে একজন কুলী গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। পুলিষে যখন এই সংবাদ যায়, তখন দারোগা স্থানান্তরে ছিলেন; সুতরাং বাধ্য হইয়া নায়েব দারোগাই বাগানে প্রবেশাধিকার পাইলেন! অবশেষে বেলা ১ টার পর দারোগা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে চা-বাগান; মধ্যে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ, এই বটবৃক্ষের একটী ডালে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত কেনারাম ঝুলিতেছে। বৃক্ষের নিম্নদেশে কলি সাহেব, দারোগা বাবু, দুই চারিজন কনষ্টেবল, বাগান সরদার এবং চাপরাশীগণ দণ্ডায়মান। কলি দারোগা বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ডেখ বাবু! ও বেটা কেমন মজা কচ্চে; ও শালাকে ডেখে বোট হয় যেন, ও এক হাট জিভ বের করে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করটেছে। ও মরে নাই, বেটা ভুট হয়ে আমাডিগকে ভয় ডেখাচ্ছে।" এই বলিয়া সাহেব হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সাহেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দারোগা বাবুও কষ্টে সৃষ্টে হাসিলেন, আর সকলে নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পর আবার সাহেব বলিল "বেটা কি ডুষ্ট ছিল! মরেছে বাগানের আপড গিয়েছে; টবে লোকসানের মড্যে এই যে আমার এক বট্‌সরের এগ্রিমেণ্টের একটা কুলী গেল।" দারোগা আর বিলম্ব না করিয়া কনষ্টেবলদিগকে হুকুম দিলেন "লাস নামাও।" কনষ্টেবলেরা লাস নামাইল, কেনারামের দেহ বৃক্ষতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

ইহার মধ্যেই সমস্ত বাগিচায় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে যে, কেনারাম গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। এই কথা লইয়া সাহেবের বাঙ্গালায় নানা প্রকার কথাবার্ত্তা, টীকা টীপ্পনি হইতেছিল। কথায় কথায় এই সংবাদ কৃতার্থের কাণে উঠিল। কৃতার্থ কেনারামের আত্ম-হত্যার কথা শ্রবণ করিয়া বিকট হাস্য করিতে করিতে সেই দিকে ছুটিল। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখে, বড় ভীড়। সাহেব, দারোগা, কনষ্টেবল, সর্দ্দার ও কুলীতে রৈ রৈ থৈ থৈ করিতেছে, তথায় প্রবেশ করে কার সাধ্য? কিন্তু কৃতার্থ কোন বাধা মানিল না; সে একেবারে যাইয়া কেনারামের মৃত দেহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। আজ আর সে কেনারাম নাই, আজ সে নূতন—আজ সে চা-করের জমিতে থাকিয়াও তাহার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে, দাস ব্যবসায়ের হস্ত হইতে স্বাধীনতা পাইয়াছে, এখন আর সে কাহারও হুকুম মানিতেছে না, কাহার হুকুম শুনি-

তেছে না, চা-করের সম্মুখে থাকিয়াও তাহাকে গ্রাহ্য করিতেছে না; কৃতার্থকে সম্মুখে দেখিয়াও সাহেবের ভয়ে পলাইতেছে না, তাই বলিতেছিলাম কেনারাম আজ নূতন। কৃতার্থও আজ নূতন! তাহার ভয় নাই, ভাবনা নাই, লজ্জা নাই, সরম নাই, শোক বা সন্তাপ নাই, আশঙ্কা নাই বা কোন প্রকার আশঙ্কার কারণও নাই। তাই সে ভীড় ঠেলিয়া কেনারামের শবের নিকট দাঁড়াইল ও অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বিকট হাস্য করিতে লাগিল। তাহার হাসি আর থামে না। সাহেব কত ধমকাইলেন, দারোগা কত নিষেধ করিলেন, কনষ্টেবলেরা কত ভয় দেখাইল, বাগিচার চাপরাশীরা কত চোখ রাঙ্গাইল, সে কিছুতেই থামিল না; কাহার কথাতেই কাণ দিল না—অবশেষে আপনিই থামিয়া গেল; হস্তপদ শিথিল হইল, বাহ্যজ্ঞান অন্তর্হিত হইল, মৃতবৎ মৃত শবের উপর পড়িয়া গেল। সাহেব ও দারোগা বাবু বে-গতিক দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোক দিগকে হুকুম দিলেন "তোমরা এই পাগলীকে এস্থান হইতে লইয়া যাও।" ইঁহাদের আদেশক্রমে ৪।৫ জন সরদার কৃতার্থকে হাতে ধরিয়া উঠাইল। কৃতার্থও চেতনা পাইয়া উঠিয়া বসিল ও বক বক করিয়া বকিতে লাগিল "আর না, আজ এক দিন, তাও কি দেখিতে দিবে না? ছাড়! একবার দেখিয়া লই। ছাড়! ছাড়! দেখিতে দে! তুমি গেলে—আমার জন্যই গেলে; কিন্তু আমাকে লইয়া যাইতে পারিলে না। সাহেব তোমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইল, কুলীব উচ্ছিষ্ট খাইল (কলির মুখের কাছে হাত নাড়িয়া ছি! ছি! ঘেন্না ঘেন্না কুলীর উচ্ছিষ্ট খাইলি?) তুমি গিয়াছ, আমিও গিয়াছি, আর সমস্ত পৃথিবীও যাবে।" (হা হা করিয়া অট্ট হাস্য) দারোগা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি কনষ্টেবল দিয়া কৃতার্থকে স্থানান্তরিত করিলেন ও কেনারামের আত্ম-হত্যার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, কেনারাম কৃতার্থকে বড় ভাল বাসিত, হঠাৎ কৃতার্থ পাগল হইয়া গিয়াছে, কেনারাম সেই ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এ বিষয়ে অনেক সাক্ষী সাবুদ লইলেন, খোদ সাহেব জবানবন্দী দিলেন, কেনারামের আত্ম-হত্যা প্রমাণ হইয়া গেল, সব গোলমাল মিটমাট হইল। ইহার পর হইতে কৃতার্থ প্রকৃত উন্মাদ হইয়া কিছুদিন বাগিচাতেই ছিল, অবশেষে বড় উৎপাৎ করিতে আরম্ভ করিল দেখিয়া সাহেব অতিশয় বিরক্ত হইয়া কৃতার্থকে বাগান হইতে দূর করিয়া দিলেন।

বিংশতি অধ্যায়।

অমৃতে গরল।

অদ্য রবিবার জামুগুড়ির হাটবার! দেখিতে দেখিতে ছ দিন চলিয়া গেল, দোকানি পশারিরা এই ছয় দিন নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া সংসারের কাজ কর্ম্ম সারিতে ছিল, আজ সকলেই প্রত্যূষে স্নান আহার করিয়া জামুগুড়ির শূন্য হাটের শূন্য গৃহগুলি পূর্ণ করিল, এবং আস্তে ব্যস্তে ক্ষুদ্র গৃহগুলি হইতে কুকুর ছাগল ও ভেড়ার দল তাড়াইয়া গৃহটী পরিষ্কার করিল ও স্বীয় স্বীয় দোকান সাজাইয়া বসিল। জামুগুড়ি একটী প্রসিদ্ধ হাট। আশ পাশের ৫।৬ ক্রোশ হইতে চা বাগানের কুলীরা আসিয়া সপ্তাহান্তে হাট বাজার করিয়া থাকে। এই হাটটিকে কুলীর হাট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জামুগুড়ির দক্ষিণ দিক হইতে একটী সরকারি পথ উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে ছোট ছোট কতকগুলি ঘর। এই ঘর গুলির মধ্যে হাটবারে দোকানি পশারিরা ডাল চাল লবণ তেল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র গৃহ শ্রেণীর পশ্চাৎ দিকে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ স্থায়ী দোকান ঘর। এই দোকানের সম্মুখে দুই চারি খানা গরুর গাড়ী। গরুগুলি এদিক ওদিক বেড়াইয়া উদর পূর্ত্তি করিতেছে। দুই চারি জন কুলীসর্দ্দার এ জিনিষ ও-জিনিষ দেখিতেছে আর তার দাম ঠিক করিতেছে। প্রায় অধিকাংশ হাটের মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর গুলিই সপ্তাহ মধ্যে ছয় দিনই বেকার কুকুর, ছাগল, গরুর আড্ডা হইয়া থাকে। কখনও কখনও দেখা যায় যে, বিদেশীয় পথিকেরা আসিয়া ঐ সব গৃহগুলি অধিকার করিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে দুই এক জন পাগলও ঐ গৃহে আশ্রয় লইয়া গৃহ অধিকার করে। আজ দোকানদারেরা আসিয়া কুকুর, ছাগল, গরুগুলিকে তাড়াইয়া দিয়াছে, কুকুরগুলি খেউ খেউ করিয়া হাট তোল পাড় করিতেছে, ছাগল, ভেড়া, গরুগুলি তাড়িত হইয়া দোকান দারের চাল ডালের অংশ গ্রহণ করিতেছে, আবার তাড়িত হইতেছে, আবার দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত দোকানের জিনিস লুণ্ঠন করিয়া উদর পূর্ত্তি করিতেছে।

আজ ৪।৫ দিন হইল, এই হাটের দক্ষিণ দিকের একটী ক্ষুদ্র গৃহে একজন

পাগলিনী আড্ডা করিয়াছে। আজ হাট বার, ঐ ঘরের মালিক আসিয়া যেই সেই ঘরের মধ্যে তাহার দোকান নামাইল, অমনি পাগলিনী টান মারিয়া দোকানের সমস্ত জিনিস চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিল আর নীরবে বসিয়া সেই সব জিনিস আহার করিতে লাগিল। দোকানদার কত ভয় দেখাইল, কত প্রহার করিল, কিছুতেই সে স্থান ছাড়িল না, একটা কথাও বলিল না। একে একে হাট লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল; এক একটি করিয়া সেই দোকান ঘরের কাছে অনেক গুলি লোক জমিল। তথাপি পাগলিনী আপন মনে আপনার কার্য্য করিতেছে। কোন দিকে দৃক্‌পাত নাই; কেহ ঢিল মারিতেছে, কেহ তার গায়ে থু থু দিতেছে, কেহ বা "তুই কে, কোথা হইতে আসিয়াছিস?" এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। তথাপি তাহার মুখে উত্তর নাই। তারপর এক জন বলিল "তুই কেন পাগল হইয়াছিস?" ইহার উত্তরে রোষ ও কর্কশ ভরে পাগলিনী বলিয়া উঠিল "আমি পাগল না তুই পাগল? যা, তোদের জ্বালায় আর টিকতে পারলাম না।" এই বলিয়া সে এক দৌড়ে সম্মুখস্থ অশ্বত্থ গাছের আশ্রয় লইল। তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেকগুলি লোক ছুটিয়া গেল। এদিকে দোকানদার পাগলিনীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অবশিষ্ট জিনিস পত্র লইয়া দোকান সাজাইয়া বসিল। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, চারিদিক হইতে লোক জন আসিয়া হাট পরিপূর্ণ করিল, চারি দিকে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ, কেহ জিনিস বেচিতেছে, কেহ কিনিতেছে, কেহ বা দর দস্তর করিতেছে, আর কেহ বা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছে। আসামের হাটে যে কেবল জিনিস পত্র ক্রয় বিক্রয় হয় তাহাও নহে। হাট বারে নানা স্থানের বাগিচার কুলীদিগের একত্র মিলন হয়। অনেকে পূর্ব্ব পরিচিত সম-অবস্থাপন্ন কুলীদিগকে দেখিয়া প্রাণ খুলিয়া দেয় ও সুখ দুঃখের কথা বলিয়া থাকে। কেহ বাগানে অত্যাচারিত হইয়া পলায়নের উপায় ও পথ ঘাট জানিয়া লয়। আর কেহ বা অপর বাগানের কুলীর সহিত বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়া থাকে। আর সাহেবের প্রিয়পাত্র সরদারেরা কোন্ বাগানে সুশ্রী ও রূপবতী কুলিকামিনী আছে, তাহার অনুসন্ধান লইয়া বাগানের বাবুদের এবং সাহেবেরও মনস্তুষ্টির উপায় অন্বেষণ করে। বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। হাটের লোক গুলি ছুটোছুটি ডাকা ডাকি করিয়া বাড়ীতে ফিরিবার জন্য তাড়া করিতেছে। কেহ কেহ হাট হইতে আসিয়া আবার হাটের দিকে

ছুটিতেছে; কারণ, সে তাহার সাধের পান তামাক ভুলিয়া ফেলিয়া আসিয়াছে! কেহ বা তাড়াতাড়ি গৃহপানে ছুটিতেছে, আর চীৎকার করিয়া সঙ্গীদিগকে ডাকিতেছে। যে বড় দুর্ব্বল, সে রাস্তার পার্শ্বে বৃক্ষতলে বসিয়া সঙ্গীদের অপেক্ষা করিতেছে। যে পরাধীন তার বল নাই, তাই তার দিন নাই, রাত্রি নাই, ভয় নাই, বিপদ নাই। সে যাহা হউক, যখন সূর্য্য ডুবু ডুবু বেলা অবসান, হাটের লোক গৃহে যাইতে ব্যতিব্যস্ত, তখন একটি দুর্ব্বল ও কৃশ স্ত্রীলোক আস্তে আস্তে হাটে প্রবেশ করিল। ইহার শরীর কৃশ, মুখ মলিন, পদ-বিক্ষেপ দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। ইহার সঙ্গে ৬।৭ বৎসরের একটী বালিকা, বালিকা ধামা মাথায় করিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছে। স্ত্রীলোকটী আর চলিতে পারিল না; একটী বৃক্ষের নিম্নে বসিল, বালিকাটীকেও তথায় বসিবার ইঙ্গিত করিল। এই স্থানে আরও কতগুলি কুলী স্ত্রী পুরুষ গোল করিতেছিল। তাহার মধ্য হইতে একটী স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল, "তুই বড় কুড়ে। আমরা এক সঙ্গে বাগিচা হতে বের হয়েছি, আমার বাজার বেসাতি শেষ হয়েছে, এখন বাগিচায় গেলেই হয়, আর তুই এখন এসে উপস্থিত হলি, জানিস্ না যে পথে বাঘের ভয়। গেল রবিবারে আমাদের একজন কুলীকে বাঘে তাড়া করেছিল।"

সে উত্তর করিল "হা, সব জানি, কি করব? দেখিস্ না কত কষ্ট পাচ্ছি, মরতে বসেছিলাম, মরতেম ত ভালই হত। হরি নিলেন না, নিবেন কেন? আমার কপালে দুঃখ আছে, তার ভোগত চাই। সবে আজ পোনের দিন জেলার ডাক্তারখানা হতে এখানে লয়ে এসেছে। এর মধ্যেই মারপিট আরম্ভ হয়েছে। পেট ভরে দুবেলা খেতে দেয় না। লোকে বলে "পেটে পেলে পিঠে সয়।" আমি পেটে না খেয়েও সহ্য কচ্চি। গেল সপ্তাহে যে চাল লয়েছিলাম, তাতে তিন দিনও কুলো'ল না। তারপর এ চার দিন এর ঘরে ওর ঘরে ভিক্ষা করে, আদ পেটা রকম খেয়েছিলাম। একে সুদো ভাত, তাও যদি আদ পেটা হয়, তবে বাঁচি কি করে? আমি মরি, ক্ষতি নাই, মেয়েটা যে গেল।"

এই বলিতে বলিতে তার চক্ষের কোণে জল দেখা গেল, কথা বন্ধ হইয়া আসিল। ইহাকে নীরব দেখিয়া অপর কুলিরমণী বলিল "আর কাঁদলে কি হবে? এখন যা, বেলা যে গেল? যা কিন্‌বার কিনে নিয়ে আয়, যা শীগির যা! তুই কি কিন্‌বি?

সে উত্তর করিল "আমি কয়েক সের ধান কিনব, জানত বাগানের চেলে পেট ভরে না, তাই আজ সকাল বেলা হতে সাহেবের হাতে পায়ে ধরে চার আনার পয়সা ধা'র করেছি। সেও কি সহজে দেয়। কত কাকুতি মিনতি করলাম, কত বুঝায়ে বল্‌লাম যে, হুজুর! আপনি সপ্তাহে আমাকে যে কয় সের চাল দেন, তাহাতে আমার পেট ভরে না, আপনি সেই চালের দামটা নগদ দিন্, আমি হাট হতে ধান কিনে চাল করে নেবো, তা হলে পেট ভরে দুটী খেতেও পারব, আপনার কাজও করতে পারব। কিন্তু কিছুতেই সাহেব রাজি হলেন না, শেষে ঐ কালো মেম বেটীর হাতে পায়ে ধরে চার গণ্ডার পয়সা বার করেছি। বলব কি, গায়ে কি আর বল আছে, এই সবে যমের ঘর থেকে উঠে এসেছি, তাতে আজ সমস্ত দিন একটী দানাও স্পর্শ করি নাই, ধান কিনে নেব, চাল তয়ের করব, তারপর রেঁধে মেয়েকে দেব, আমি খাব; এই রক্তমাংসের শরীরে আর কত সহ্য হয়, বলত?

ইহার কথা শেষ হইতে না হইতেই মেয়েটী বলিল "মা! বড় ক্ষিদে পেয়েছে, এক পয়সার মুড়ি কিনে দেনা?"

সে উত্তর করিল "মুড়ি কি দিয়ে কিনব, মা? এক পয়সার ধানে তোমার এক বেলা যাবে।"

ইহাদের মধ্যে এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছ, এমন সময় আর একটী কুলী কর্কশ স্বরে বলিল "যা! যা! আর তোর পেত্নির কান্না কাঁদতে হবে না। তোর একান্না ত বার মাসই আছে। এখন যা, ধান টান যা কিন্‌বি, কিনে নয়ে আয়। (পশ্চিম দিকে চাহিয়া) যা ঐ যে সূর্যি পাটে বস্‌ল! শীগ্‌গির শীগ্‌গির যা!! তোর জন্য অপেক্ষা করে কে এখন বাঘের মুখে যাবে?"

ইহার উত্তরে সে বলিল "ভাই! রাগ করিস্‌নে, আমি এলেম বলে।"

এই বলিয়া সে ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল ও অবিলম্বে ধান মস্তকে করিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল। ইহারা যেখানে পরস্পরে কথা বার্ত্তা বলিতেছিল, তাহার অতি নিকটেই কতকগুলি লোক জমা হইয়া বড়ই গোল মাল করিতেছিল। হাটে সামান্য একটী কারণ হইলেও এক বৃহৎ ব্যাপারের ন্যায় গোলযোগ হইয়া থাকে এবং পার্শ্বস্থ লোকেরা সেই গোলমালে যোগ দিয়া জনতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়।

ইতি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই হাটে এক পাগলিনী আসিয়া

আড্ডা করিয়াছে। আজ লোকের গোলযোগে, ডাকহাকে ও মার ধরে পাগলিনীর মাথাটা বড়ই গরম হইয়া উঠিয়াছে। সে প্রথম নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিল, আর পাখীর সঙ্গে কথা বলিতেছিল এবং সম্মুখস্থ কুকুরটাকে দুই একটি ঢিল ছুড়িতেছিল; কিন্তু অধিকক্ষণ সে একা থাকিতে পারিল না, একে একে কতকগুলি লোক আসিয়া তথায় জুটিল। সচরাচর পাগলের প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার হইয়া থাকে, এখানেও তাহাই হইতে লাগিল; সুতরাং পাগলিনী ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিল। চক্ষু রক্তবর্ণ ও কোটর প্রবিষ্ট, কেশ আলুলায়িত, শরীর শীর্ণ, দৃষ্টি অতি চঞ্চল ও ভাবশূন্য, বস্ত্র মলিন ও শত গ্রন্থিযুক্ত। এতক্ষণ আমরা পাগলিনীকে দেখিতে পাই নাই, এখন সে উগ্র ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইল ও দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিতে লাগিল "দ্যাখ! আমি কেবল যে সে নই। আমি যার দিকে চাই, সে মরে, আমি যাকে ভালবাসি, সে আর বাঁচে না। এক জনকে ভালবেসেছিলাম, সে মরেছে; এক জনকে ভালবাসার চক্ষে দেখেছিলাম সে আর নাই, তাকে খেয়েছি; আর তোদের খাব, খাব, খাব, ভস্ম! ভস্ম! ভস্ম!' .

এই বলিয়া সে বিকট চীৎকার করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া হাটের লোকেরা হল্লা রবে চারিদিক মাথায় করিয়া তুলিল। এক্ষণ পূর্ব্বোক্ত কুলীরা গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এখন নিকটে হল্লার রব শুনিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইল। ইহাদের সঙ্গে আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত দুর্ব্বল স্ত্রীলোকটিও ছিল। সে প্রথমতঃ ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই, হাটের ভিড় অনেকক্ষণ থাকে না, এক আসে এক যায়। পূর্ব্ব বর্ণিত স্ত্রীলোকদেব সম্মুখ হইতে দুইচারিটি লোক চলিয়া গেলেই সে ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া পাগলিনীর প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি সন্দেহ পূর্ণ, তাহার সঙ্গে স্নেহমাখা। পাগলিনী ইহার আকার প্রকার দেখিয়া বলিল "তুই বেটি কে রে আমার দিকে চেয়ে রয়েছিস? দ্যাখ! আমি এমন মেয়ে নই যে, আমার দিকে চেয়ে বেঁচে যাবি। অম্‌নি করে আমার দিকে যে চেয়েছে, সেই মরেছে। মর্! মর্! মর্! ভস্ম! ভস্ম! ভস্ম!' এই বলিয়া যাই সেই দুর্ব্বল স্ত্রীলোকটির উপর কঠোরভাবে চাহিয়া বিকট দন্ত ঘর্ষণ করিল, অমনি সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূ মতলে পড়িয়া গেল। তার্ কন্যাটি মাকে

জড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। এখন পাগলিনীর আমোদ দেখে কে? সে ঐ মূর্চ্ছিত স্ত্রীলোকটির চারিদিকে কুণ্ডলাকারে বিকট নৃত্য করিতে লাগিল আর পার্শ্বস্থ লোকদিগকে ভয় দেখাইয়া বলিতে লাগিল "দ্যাখ্! একজনকে খেয়েছি, তোদেরও খাব, পালা! পালা! পালা!" লোকের ভিড় কিছুতেই থামে না, ক্রমে জনতা বৃদ্ধি পাইতেছে। এদিকে পাগলিনী দুর্ব্বল হইয়া বসিয়া পড়িল ও সম্মুখস্থ মৃত-প্রায় স্ত্রীলোকটীর সম্মুখ হইতে মেয়েটীকে লইয়া আদর করিতে লাগিল। মেয়েটী ভয়েই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, কান্না পরিত্যাগ করিয়া স্থির হইল। ইত্যবসরে সম্মুখস্থ স্ত্রীলোকটীর চেতনা হইল। সে চেতনা পাইয়া বলিতে লাগিল "হায় আমার সব দিক্ গেল। ভেবেছিলাম, মা আমার সুখে আছেন, হায়! কুলীর সুখের পরিণাম কি এই?"

এই বলিয়া সেই স্ত্রীলোকটী পাগলিনীকে জড়াইয়া ধরিল ও বলিল "মা! আয়! আমার চির দুঃখিনী আয়! আমিই তোদের সর্ব্বনাশ করেছি। আমিই তোকে জাতি কুল হতে বের করে পাগলিনী করেছি।"

পাগলিনী শুনিবে কেন? তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত, সে বুঝিবে কি? তাহার হৃদয় ভগ্ন, সে অনুভব করিবে কি? সে আরও উদ্ধত হইয়া ঐ স্ত্রীলোকটীকে মুখব্যাদান পূর্ব্বক কামড়াইতে প্রবৃত্ত হইল, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে আর দুইটী কুলী স্ত্রীলোকটীকে সরাইয়া লইল। পাগলিনী বিফল যত্ন হইয়া একদিকে সরিয়া বসিল। চারিদিকের লোকেরা এই দৃশ্যের গূঢ় মর্ম্ম জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না। কেবল এই মাত্র দেখিয়া সকলে চলিয়া গেল যে, স্ত্রীলোকটী তাহার বাগানের আর ৫।৬টী কুলীর কানে কানে কি কথা বলিল, আর তাহারা পাগলিনীকে বাঁধিয়া বাগানের দিকে লইয়া গেল।

একবিংশতি অধ্যায়।

নূতন আমদানি।

শোণিতপুরের ম্যানেজার সাহেবের বড়ই ভাবনা হইয়াছিল যে, এবার বুঝি নূতন আমদানি হইবে না। কিন্তু আজ তাঁহার সে ভাবনা দূরে গেল, কতকগুলি নূতন কুলী কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। বেত সাহেব আহ্লাদে আট খানা, সর্দ্দার ও মুহুরিরা মহা খুসি, কেরাণী বাবুকে আর পায় কে? সকলেই মনে মনে মনকলা খাইতেছে। আজ ৭টা বাজিবার পূর্ব্বেই বেত সাহেব নিদ্রা হইতে উঠিয়াছেন। সর্দ্দারদের পূর্ব্বেই হুকুম দেওয়া হইয়াছিল যে, ৭ টার সময় নূতন কুলীদিগকে হাজির করিবে। সাহেব ৭ টার পূর্ব্বে উঠিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া বারান্দায় বেড়াইতেছে। এমন সময় ৭ টা বাজিয়া গেল, অমনি সর্দ্দারেরা কুলীদিগকে সঙ্গে করিয়া ম্যানেজারের বাঙ্গালায় হাজির হইল। ম্যানেজার সাহেব কুলীদিগকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও বলিলেন "সর্দ্দার! এবার বেশ কুলী আনিয়াছ। আমি খুব খুসি হইয়াছি। যাও, ইহাডিগকে লইয়া যাও, আজ কাজ করিটে ডিও না। নূটন লাইনে ইহাডের জায়গা ডাও, আমি শীঘ্রই লাইন ডেখিতে যাইটেছি। ডেথ সর্দ্দার! আমি যাইবার পূর্ব্বে টোমরা লাইন ছাড়িও না, বিশেষ কটা আছে।"

ইহার তিন চারি দিন পূর্ব্বে বেত সাহেবের টিয়া শিঁকলি কাটিয়া পলাইয়াছে। তাঁহার কালোমেম স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই, সুতরাংই তাঁহার আর একটী কালোমেম চাই। এই নূতন আমদানি মালের মধ্যে বেত সাহেবের মেমের উপযুক্ত একটী মাল ছিল, এই কথা ইনি পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন, এখন দেখিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটাইয়া লইলেন আর বড়ই খুসি হইলেন। সুতরাংই আজ বেত সাহেবের মেজাজ বড়ই ঠাণ্ডা, যেন ভিজা বিড়ালটী। এদিকে মহাবিপদ। একটা পাগলিনী আসিয়া কুলী লাইন তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে. চৌকিদারের কথা শোনে না, সর্দ্দারের শাসন মানে না, সে যেন স্বাধীন জীব, যাহা ইচ্ছা করিতেছে, যাহা ইচ্ছা

বলিতেছে, কাহাকেও গ্রাহ্য নাই। কখনও নাচিতেছে, কখন গাইতেছে, কখনও দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সকলকে ভস্মীভূত করিতেছে। মহাবিপদ! চৌকিদার অস্থির, সে কুলী লাইন হইতে পাগলিনী দ্বারা বেদখল হইয়া বেতের নিকট নালিশ করিতে আসিয়াছে। চৌকিদার আসিয়াই বেতকে বলিল "হুজুর! সর্ব্বনাশ! কাল ঐ আমাদের তাড়ান কুলিটা হাট হইতে একটা পাগলিকে লইয়া আসিয়াছে। সে পাগলীর উৎপাতে কুলিরা লাইনে টিকিতে পারিতেছে না। ঐ কুলিটা বলে, পাগলি আমার মেয়ে। আমার ত ইচ্ছা যে, ঐ পাগলীটাকে বাগান হইতে বাহির করিয়া দিই। এখন হুজুরের হুকুম কি হয়?"

এই কথার উত্তরে বেত বলিল "সেট ভালই। আমার একটা নূটন কুলী জুটল, টাকে টাড়াবার ডরকার কি? আমার বেটের চোটে সব পাগলামি ছুটে যাবে। হাটের শীকার কি ছাড়টে আছে? পাগলই হোক আর ছাগলই হোক, একটা কুলি এক শ টাকার মাল, যাও টুমি টোমার কাজে যাও।"

এই বলিয়া বেত সাহেব চৌকিদারকে বিদায় দিল ও নিজে নূতন কুলী লাইনে চলিয়া গেল। বেত আজ শান্ত—নূতন কুলি লাইনের কেষ্ট গোপাল অনেক অনুসন্ধান ও বিচারের পর একটী কাল মেমের সঙ্গে বাঙ্গলাতে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে যাহারা কলিকাতাতে কুলী অন্বেষণের জন্য গিয়াছিল, তাহারা বক্‌সিসের প্রত্যাশায় বেত সাহেবের বাঙ্গালায় অপেক্ষা করিতেছিল। এতক্ষণ হুজুর ছিলেন না, এখন হুজুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহারাও সেলাম করিয়া নিজের চতুরতা জানাইতে লাগিল। একজন বলিল "হুজুর! আমি এমনি ফন্দি করেছি যে, এবার আমাদের গাঁয়ে আর লোক রাখি নাই। ছোট বড় মেয়ে মর্দ্দায় প্রায় বাইশ জন কুলী এনেছি।"

আর একজন বলিল "হুজুর আমি প্রায় তিরিশটা কুলী ধরেছিলাম, তার মধ্যে কুড়িটা কার নিকট যেন আসামের সংবাদ পেয়ে পিঠটান দেয়, আর দশটা শীকারে পড়ে, আমি সেই দশটা লয়ে এসেছি।"

অপর একজন বলিল "তোমরা যাই বল, আমি বড় মজাই করেছি। আসবার সময় দেখি যে ১১।১২ বৎসরের দুটো ছেলে যাত্রাপুরের মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, আর কাঁদছে। আমি তাদের হাত করে নিয়ে এলেম,

আর ধুবড়িতে এসে তাদিগকে অপর দুটা মেয়ে কুলীর ছেলে বলে রেজেষ্টারি করে নিলেম। দেখুন হুজুর! ঐ দুটো মাগীর এখন পর্য্যন্ত ছেলে হয় নাই, আর ছেলে দুটো বাঙ্গালী, মাগীরা হিন্দুস্থানী।”

বেত—“বেশ বাহাদুর! এমন না করটে পাল্লে কি আর আমাডের কাজ কর্ম্ম চলে? আর টোমরা সকলেই এবার বেশ আচ্ছা মাল এনেছ। বিশেষটঃ মাগিগুলোর ট কঠাই নাই। ইহার একটা মাগিকে যদি অপর বাগানে ডিই, টবে টার বড্লে অন্তটঃ ডুটা কুলী পাবই।”

ইহার উত্তরে সাহেবের প্রিয়তম খানসামা বলিল “হুজুর তা করবেন না। ভাল ভাল মেয়ে কুলী বাগানের চার। কেরাণী বল, মুহুরি বল, আর ডাক্তারই বল, এই চারে সকল মামুই আধার গিল্‌বে। আর অপরাপর বাগানের কুলী ভাগাবারও বিলক্ষণ সুযোগ হবে।”

বেত বলিল “ঠিক বলেছ।”

ইহাদের মধ্যে এই প্রকার কথা বার্ত্তাতে বেলা অধিক হইয়াছিল, সুতরাং ম্যানেজার সাহেব সর্দ্দারদিগকে আর দেরি করিতে না দিয়া বক্‌সিসের হুকুম দিলেন ও নিজে অপর কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে পাগলিনী ও একটী দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের কথা হইয়াছিল, তাহারা আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত আদরমণি ও তাহার কন্যা কৃতার্থ। কৃতার্থ জন্ম দুঃখিনী, এখন চিরদুঃখিনী। তার প্রাণে সুখের আশা উদয় হইয়াই সদ্য-প্রসূত মৃত বালকের ন্যায় অগস্ত যাত্রা করিয়াছে। তাহার হৃদয় ভগ্ন, প্রাণ অসাড়, মস্তিষ্ক ক্ষীণ, মন নিরাশ্রয়; সুতরাং সে এখন পাগল। আদরমণির চারিদিকে যন্ত্রণার আগুন। কৃতার্থ পাগল ও অসহ্য যাতনার প্রতিমূর্ত্তি, নিরানন্দের জীবন্ত চিত্র, বিষাদের অগ্নিময় ভাষা। আদরমণি নিজে দুর্ব্বল, উপার্জ্জনের শক্তি নাই, কিন্তু তিনটী প্রাণীর আহার যোগাইতে হইবে। সে নিজে যাতনার আগুনে পুড়িতেছিল, এতদিন একটী মেয়ে যাতনার অগ্নির কাষ্ঠ স্বরূপ হইয়া অগ্নি রক্ষা করিতেছিল, আবার সেই অগ্নিতে আর এক খণ্ড কাষ্ঠ পড়িল, আগুন প্রবল পরাক্রমে জ্বলিয়া উঠিল। একেই বলে “মড়ার উপর খাড়া ঘা ও কাঁচা ঘায়ে নুনের ছিটা।” এখন আদরমণির প্রথম চিন্তা, মেয়ে দুটো খাবে কি? সমস্ত সপ্তাহ প্রাণপণে খাটিয়া যে কয় আনার পয়সা পাইত, তাহাতে দুই জনের এক বেলাও চলিত না, এখন তাহারা তিনজন। আয় বাড়িল না, কিন্তু ব্যয় বাড়িল। আজ

প্রাতে উঠিয়া আদরমণির অসুখ হইয়াছে। কল্য সমস্ত দিন খায় নাই, তারপর পাগলিনীর উৎপাত আছেই, উপরান্ত রাত্রিতে আসিয়া তাহাকে ধান ভানিয়া চাল প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল, কৃতার্থকে স্নান ও আহার করাইতে হইয়াছিল। পাগলকে স্নান ও আহার করান একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে যে কত কষ্টকর ব্যাপার, তাহা বোধহয় পাঠকদের অবিদিত নাই। তারপর আবার নূতন চিন্তার বিষয় এই যে, রাত্রি হইতেই চৌকিদার শাসাইতেছিল যে, পাগলকে লাইনে থাকিতে দিবে না। যাহা হউক কষ্টে দুঃখে এক প্রকারে দিন চলিয়া যাইবেই। কিন্তু যদি মেয়েটাকে এখান হইতে তাড়াইয়া দেয়, তবে আর দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। ইত্যাদি নানা চিন্তায় পূর্ব্ব রাত্রে সে একবারও চোখ বুজিতে পারে নাই। তাহার শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল, সবে কয়েকদিন হইল ডাক্তার খানা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, সুতরাং পুরো হাজিরি খাটিতে পারে না। কিন্তু চারা কি, কাজে না গেলে নয়, একজনের উপর তিনজনের নির্ভর। কাজে কাজেই পাগলিনীর কাছে ছোট মেয়েটী রাখিয়া সে কাজে চলিয়া গেল। আদরমণি পূর্ব্বরাত্রিতে ভাত রাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কাজে যাইবার সময় ছোট মেয়েটীকে বলিয়া গেল "হাঁড়িতে ভাত র'ল, তুই খাস্ আর তোর দিদিকে দিস্।"

এখন পাগলিনী স্বাধীন। একে পাগল, তাহাতে আজ আবার পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়াছে, তাহাকে আর পায় কে? সে অবকাশ বুঝিয়া ঘরের সমস্ত জিনিস পত্র বাহিরে আনিল, হাঁক ঝাঁক ও নৃত্য গীতের গোলমালে লাইনের কুকুর ও ছেলেদিগকে একত্র জড় করিল, ঘরের বাসন কোসন হাঁড়ি কুড়ি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল, তাহার অদ্ভুত নৃত্য, বিকট প্রতিমূর্ত্তি ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া পাড়ার কুকুরগুলি চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিল, আর ছেলেগুলি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ইট্ পাট্কেল যে যাহা পাইল ছুড়িতে লাগিল। পাগলিনী বিরক্ত হইয়া একবার কুকুরগুলির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে, এক এক বার ছেলেগুলিকে তাড়া করিতেছে। পাগলিনী বড়ই ব্যস্ত। এমন সময় বেত সাহেব কুলী লাইনের ধার দিয়া যাইতেছিলেন, পাগলিনী তাহাকে দেখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে ছুটিল ও দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বিকট স্বরে বলিতে লাগিল "কলি! তুই এখনও মরিস্ নি? মর! মর! মর! ভস্ম হ! ভস্ম হ! খেলেম! খেলেম! পালা! পালা! যা! যা!"

এই বলিয়া সে লম্ফ ঝম্ফ দিতে দিতে বেতের নিকটস্থ হইল। সাহেব ঘোড়ার উপরে ছিল, তাহার ঘোড়া পাগলিনীর কাণ্ডকারখানা দেখিয়া ভীত হইল, আর সাহেবকে ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গেল। সাহেব চকিতবৎ ভূমিতলে গড়াগড়ি দিয়া উঠিল ও উঠিয়াই পাগলিনীকে দুই চাবুক কসিল, পাগলিনীও আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

এদিকে বাগানময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, পাগলিনী বড় সাহেবকে ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিয়াছে আর আঁচড়ে কামড়ে রক্তারক্তি করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া আদরমণি বড়ই ভীত হইয়াছে ও চারিদিক শূন্য দেখিতেছে। আর আর কুলীরাও তাহাকে নানা প্রকার ভয় দেখাইতেছে। এমন সময় সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া আদরমণিকে উত্তম মধ্যম কিছু দিলেন ও বলিলেন "এখনই টোর মেয়েকে বাগান হইটে বিদায় করিয়াডে। নটুবা টোকে—

আদরমণি সাহেবের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার পায়ে জড়াইয়া ধরিল ও ও বলিল "সাহেব! তুমিই আমার মা বাপ, আমার আর কেহই নাই, আমি নিরাশ্রয়। পাগলীকে তাড়ায়ো না, ওরত আর কেহ নাই। মাপ কর বাবা, মাপ কর; তোমার যত ইচ্ছা হয় আমাকে মার, তবু পাগলীকে তাড়ায়োনা। আমরা মায়ে ঝিয়ে বরাবর তোমার কাজ করব। বাবা! আমার আর কেহই নাই।"

এই বলিয়া সে বেত সাহেবের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বেত তাহাকে লাথি মারিয়া দূরে ফেলিয়া দিল ও চৌকিদারকে হুকুম দিল যে, পাগলীকে তাড়াইয়া দাও।

আদরমণির নির্ম্মল স্বভাব ও সরল ব্যবহারে বাগানের কুলী সর্দ্দারেরা সকলেই তাহার উপর বড় সন্তুষ্ট ছিল। সাহেবের এই রূপ ব্যবহারে ও হুকুমে বাগান শুদ্ধ লোকগুলি তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইল এবং সকলে মিলিয়া সাহেবকে বলিল যে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া অন্ততঃ কিছু দিন পাগলিনীকে এই বাগানে থাকিতে দিন্। অনেক কাকুতি মিনতির পর, সাহেব রাজি হইয়া তাহার পূর্ব্ব হুকুম রদ করিল।

দেখিতে দেখিতে বেলা ছয়টা বাজিয়া গেল। কুলীদের ছুটি হইল, আদরমণিও ঘরে ফিরিয়া আসিল। সে ঘরে আসিয়া দেখে, পাগলিনী তাহার কাজ বাড়াইয়া রাখিয়াছে। ঘরময় ভাত ছড়াইয়াছে আর একটী করিয়া

ভাত খুঁটিয়া খাইতেছে, আর গজগজ করিয়া বকিতেছে। ইহা দেখিয়া তার পা অবধি মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গেল। কি করিবে? কপালে করাঘাত করিতে করিতে কাঁদিতে বসিল। এখন তাহার কাঁদিবার অবকাশ নাই, ভাবিবার অবসর নাই। সুতরাংই আর বিশ্রাম না করিয়া গৃহ পরিষ্কার করিল, কিন্তু বড়ই বিপদ হাঁড়ি কুড়ি বাসন পত্র যা কিছু ছিল, সকলই পাগলিনী নষ্ট করিয়াছে, যে দুই এক সের ধান ও চাল ছিল, তাহাও ফেলিয়া দিয়াছে। খাবে কি? দানা ঘরে নাই, ভিক্ষা করিয়া আনিলেও রাঁধিবার পাত্র নাই। জল পাত্রটী পর্য্যন্ত চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, এখন করপাত্রই তাহার জলপাত্র। ইহার দুঃখে মাটি ফাটে, পাষাণ ফাটে ও জল উষ্ণ হইয়া উঠে। আদরমণি স্ত্রীলোক, নিঃসহায় ও দুর্ব্বল, আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না, তাহাতে আবার সমস্ত দিনের উপবাসে পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া যাইতেছে, কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না, খাইলেই বা খাটিবে কি করিয়া, ইত্যাদি নানা চিন্তায় সে বিষণ্ণ হইয়া দুয়ারের নিকট বসিয়া পড়িল, আর চক্ষের জলে তাহার গণ্ড ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় ছোট মেয়েটী তাহার কাছে আসিয়া বসিতে উদ্যোগ করিতেছে, অমনি পাগলিনী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল ও বলিল, ও বেটীর কাছে কেন এসেছিস্? এযে ডান। তোকে এখনই খেয়ে ফেল্‌বে। আয়! আয়! আমার কাছে পালিয়ে আয়! আমরা ঘরের ভিতর পালাই।" আর আদরমণি স্থির থাকিতে পারিল না, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। লাইনের কুলিরা তাহার কান্না শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইল, কেহ আশ্বাস বাক্যে, কেহ বা গায়ে হাত বুলাইয়া, কেহ কেহ অঞ্চল দ্বারা চক্ষের জল মুছাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল। অনেক গুলি কুলীরমণী বলিল "তুই বোন্! কাঁদিস নে। যেমন করেই হোক্ আমরা তোদের খাওয়াব। অন্নাভাবে মরতে দেব না।" এই প্রকার অনেক সান্ত্বনার পর সে একটু সুস্থ হইল। আদরমণির ঘরের সম্মুখে অনেক লোকের জনতা হইয়াছিল, অনেকগুলি কুলীবালকবালিকা তথায় আসিয়া জুটিয়াছিল, এই কুলীবালকবালিকাদের মধ্যে দুইটী বালক আদরমণির কান্না দেখিয়া কাঁদিতেছিল, আর সতৃষ্ণ নয়নে তাহার মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। কথা বলা বলি করিতেছিল, মুখ ফুটিতে ছিল না, নিকটে যাই যাই করিতেছিল, পা সরিতে ছিল না। হৃদয় চিনিয়াছে, মন সন্দেহ করিতেছে। কিন্তু প্রাণের

টান সন্দেহের রজ্জু ছিন্ন প্রায় করিয়াছে। কিন্তু একেবারে ছিঁড়ে নাই। এতক্ষণ আদরমণি অপরের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত ছিল, আপনার দুঃখ ও অভাবের কাহিনী সমদুঃখিনীদিগকে জানাইতেছিল, পাগলিনীকে লইয়া কি করিবে, কোথায় যাইবে এই সব কথা হইতেছিল, হঠাৎ তাহার দৃষ্টি ঐ কুলিবালকদিগের উপর পড়িল। সে অনিমেষ নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। পূর্ব্বস্মৃতি আসিয়া তাহার মন ও প্রাণকে মুগ্ধ করিল। সে অকূল চিন্তার সাগরে ডুবিয়া গেল। ইতিমধ্যে ঐ কুলী দ্বয়ের মা আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া গেল, তাহারা যেন কি অমৃত পান করিতেছিল, কি সুধা-ভাণ্ডের সম্মুখে বসিয়াছিল, কি অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিল, হঠাৎ কে যেন তাহাদের সেই সুখ শান্তি ভঙ্গ করিল, তাহারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটী স্ত্রীলোকের পশ্চাতে কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় অনুসরণ করিল। আদরমণি কতক্ষণ যে সেইভাবে তথায় বসিয়াছিল, মনে মনে কি ভাবিতেছিল, তাহা কল্পনায় চিত্র করিতে অক্ষম, তবে আমরা এই মাত্র জানি, রাত্রি একটার পর কতগুলি কুলি রমণী তাহার আহারীয় সংগ্রহ করিয়া তাহাকে খাওয়াইয়াছিল এবং নানাপ্রকার আশ্বাস দিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

গরলে অমৃত।

আজ আদরের চোখে নিদ্রা নাই, রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল, এতক্ষণ সে বিছানায় শুইয়া ছট্ ফট্ করিতেছিল, ভাবনা চিন্তায় তাহার মন অস্থির, মস্তিষ্ক গরম, নিদ্রা আসিবে কেন? নিদ্রা সুখের সঙ্গী, কোমলতার সহচরী, আনন্দের আরাম ও শান্ত হৃদয়ের বিশ্রাম স্থান। আদরমণির হৃদয় হইতে আনন্দের ছটা, কোমলতার লহরী, আরামের অভিলাষ অনেক দিন অন্তর্হিত হইয়াছে। আবার দিনের ঘটনায় তাহার মন অধিকতর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাংই তাহার শয্যা আজ কণ্টকশয্যা, নিরানন্দ ও বিষাদের আলয়, সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল এবং কুটীরের দ্বারদেশে বসিয়া গভীরতর চিন্তার তরঙ্গে মিশিয়া গেল।

তাহার প্রধান চিন্তা এই যে, ইহারা কে? "মুখখানি যেন ঠিক আমার যাদব মাধবের মত, তাহারাই বা এখানে কেমন করিয়া আসিবে? আর ইহাদের ত মা সঙ্গেই আছে, আমি মা না রাক্ষসী, এমন রাক্ষসীর কোলে ভগবান্ ছেলে রাখবেন কেন? আমার কি না ছিল? ঘর ছিল, বাড়ী ছিল, দুইটি সোণার চাঁদ ছিল, দেবতার মতন স্বামী ছিলেন, আমি নিজের দোষে সব হারায়েছি; লোভে পাপ, পাপে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কিন্তু মন যে বোঝে না, আমি পাষণ্ড, আমি নিষ্ঠুর, এই পৃথিবীতে আমার মত আর একটি মা থাকিলে পৃথিবী ডুবে যেত, সংসার ছারখার হত, তবু মন বোঝে না, উহারা কে? আমার মন কেমন কেমন করিতেছে, যখন ইহা-দিগকে বাড়ী হতে গোগ্রামে, পাঠাইয়া দিয়াছিলেম, তখনকার কান্দ কান্দ মুখখানি স্মরণ হইতেছে। আহা! তখনকার সেই মুখ দুখানি আমার বুকের মধ্যে ভেসে উঠছে, সেই মুখ আর এই মুখ একই, ঠিক ঠিক; ইহারাই আমার সেই যাদব মাধব। হরি! আমার অদৃষ্টে কি আছে তাহা তুমিই জান, আমি কি আর পতি ও পুত্রের মুখ দেখিতে পাব? যাদব মাধব কি আর আমায় মা বলে ডাকবে? এমন ডাকাতে মাকে কি আর কেও মা বলে ডাকে?" আদরমণি একাকী অন্ধকারে বসিয়া পাগলের মতন বির বির করিয়া কত কি বকিল, কত কি ভাবিল তাহার শেষ নাই সীমা নাই, এক-বার আশার হিমাচলের উচ্চ শৃঙ্গে উঠিল আবার নিরাশার গভীর সমুদ্রে ডুবিয়া গেল, একবার মিলনের চন্দ্রালোকে পৃথিবী সুধামাখা জ্যোৎস্নাময় দেখিতে লাগিল আর একবার বিচ্ছেদের ঘন তিমিরে আত্মহারা হইল, একে একে পূর্ব্বের সমস্ত কথা মনে করিয়া সে কাটাছাগীর মত ধবফর করিতে লাগিল। অনেক ভাবনা চিন্তা, কল্পনা ও আলোচনার পর মনে মনে স্থির করিল, আজ যেমন করিয়াই হউক তাদের মুখ দুখানি একবার দেখিব। আমি ঘর থেকে এসেছি আজ এই চার বৎসর। তখন যাদব আর ও মাধব নয় বৎসরের ছিল (আঙ্গুল গণিয়া) এখন মাধব আমার বার বৎসরের ও যাদব এগার বৎসরের হইয়াছে। আচ্ছা! ইহারা যদি আমার যাদব মাধবই হইবে, তবে তিনি কোথায়? তাঁর কি হইল? ইত্যাদি নানা চিন্তায় রাত্রি কাটিয়া গেল। আদরমণি মুখ হাত ধুইয়া কাজে চলিয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই বাগানে কতকগুলি নূতন কুলীর আমদানি হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা এখনও চা-বাগানের কাজ কর্ম্ম চলন্ চালন রীতি দস্তুরের

বিষয় কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না তাই আজ বাগান সরদারেরা তাহাদিগকে অতি সতর্কতার সহিত কাজ শিখাইতেছে। সাহেবকে কেমন করিয়া সেলাম করিতে হইবে, কেরাণী ও মুহুরী বাবুকে কিরূপ সম্মান দেখাইতে হইবে এবং সাহেব বাগিচায় আসিলে কতদুর সতর্কতার সহিত কাজ কর্ম্ম করিতে হইবে ইত্যাদি গুরুতর বিষয় শিক্ষা দিতেছে। আর কেমন করিয়াই বা চা-পাতা তুলিতে হয়, সে বিষয়েও উপদেশ চলিতেছে।

প্রায় অধিকাংশ বাগিচায়ই দেখা যায় যে, দুর্ব্বল ও বালক কুলীদিগকে প্রথমত পাতা তুলিবার কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। পরে তাহাদিগকে অপরাপর সহজ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে। আর সবল কুলীদিগকে প্রথম হইতেই কুদালীর কার্য্য করিতে হয়। আজ তাই বাগান সর্দ্দারেরা দুর্ব্বল ও বালক কুলীদিগকে লইয়া চাপাতা তোলাইতেছে। ইহাদের মধ্যে দুইজন বালক ছিল; একের বয়স অনুমান তের কি চৌদ্দ বৎসর; অপরের বয়স এগার বা বার। ইহার মধ্যে ছোটটী হা করিয়া অপর কুলীদিগের কাজ দেখিতেছিল আর কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। এই অপরাধে লাল পাগড়ি-ওয়ালা সর্দ্দার তাহাকে সজোরে এক চড় মারিল। বালক প্রহার যাতনায় অধীর হইয়া মা, মা, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, আদরমণি তাহার নিকটেই কাজ করিতেছিল, সে ঐ মা, মা, মধুর রব শুনিয়া চকিত হইল, প্রাণমন অবসন্ন হইয়া পড়িল, তাহার মনে হইতে লাগল সে তাহার গৃহে কাজ কর্ম্ম সারিতেছে, আর তাহার ছেলেটী তাহাকে "মা, মা" বলিয়া ডাকিতেছে। আদরমণি আজ আত্ম-হারা, বিস্মৃতির জলে বর্ত্তমান জীবন ডুবাইয়াছে, অপত্যস্নেহ আসিয়া তাহার হৃদয়কে অমরাবতী সাজাইয়াছে। মা, মা, শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের গ্লানি ও যন্ত্রণা দূর করিয়াছে। এখন সে সুখী—অপত্য-স্নেহে পুনর্জ্জীবিত। কিন্তু এই সুখ বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইয়াই অদৃশ্য হইল। সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল একটী বালক চা-ক্ষেত্রের মধ্যে 'মা' 'মা' করিয়া অনবরত চীৎকার করিতেছে। গাভী বৎসের হাম্বারব শুনিলে সে যেমন দড়ী ছিঁড়িয়া বৎসের কাছে উপস্থিত হয়, আদরমণিও হৃদয়ের বেগে যাইয়া তথায় উপস্থিত হইল ও বলিল "ও আমার বাচা! তোকে এ প্রেতপুরীতে কে আনিল?" এই বলিয়া ছেলেটির হাত ধরিয়া বুকের মধ্যে উঠাইয়া লইল। ছেলেটীও মার বুকের মধ্যে মাথা লুকাইয়া ফুবাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বড় ছেলেটীও

সেখানে ছিল, সে অনেক দিনের পর মাকে দেখিয়া চক্ষের জল ছাড়িয়া দিল ও মার নিকট আসিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইল। আদরমণির মুখে কথা নাই সে হারান ধন পাইয়াছে, অভাবনীয় অচিন্ত্যনীয় কল্পনার অতীত বস্তু প্রত্যক্ষ করিতেছে। হর্ষেতে তাহার চোখ হইতে জল পড়িতেছে। অপত্য-বাৎসল্যের প্রবল বেগে তাহাকে অসার করিয়াছে। কিছুক্ষণ এইভাবে চলিয়া গেল, সে নরকে স্বর্গ দেখিল; নিরাশা আঁধারে প্রাতঃকালের শুক তারা দেখিল, এখন তাহার চেতনা হইয়াছে, সে বড় ছেলেটীর হাত ধরিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইল ও বলিল—"আয়, আমার বাপধন! আয়; তোরা বেঁচে আছিস্?" আদর আর সহ্য করিতে পারিল না; সে পুত্রদ্বয়কে কোলে করিয়া হতচেতন হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। হর্ষে বিষাদের বিষ পড়িল।

এই ঘটনা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইল, কাহার মুখে কথাটী নাই, সকলেই চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান—কি মোহিনীমন্ত্রে যেন কে তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে, কে যেন দয়া, মায়া ও মনুষ্যত্ব বিহীন সরদারদিগের অন্তরেও ক্ষণকালের লুপ্ত দয়া, মায়া ও অপত্য বাৎসল্যের জীবনী শক্তি প্রদান করিল। এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া সকল কুলীরই নয়ন প্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। এমন সময় বাগানের ছোট সাহেব কার্য্য পরিদর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন। বাগানের মেনেজারকে বড় সাহেব ও তাঁহার সহকারীকে ছোট সাহেব বলে। এই বাগানের ছোট সাহেবটী অতি ভাল মানুষ। তাঁহাকে কুলীরা বড় ভাল বাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। ইহার চরিত্রগত কোন দোষ ছিল না, আর ইনি কুলীদিগকে মানুষ বলিয়াই মনে করিতেন ও সর্ব্বদা তাহাদিগের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু অনেক সময়েই বড় সাহেবের জন্য কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া মর্ম্মান্তিক হইতেন, ইত্যাদি নানা কারণে বড় সাহেবের সঙ্গে ইহার বড় একটা সদ্ভাব ছিল না। এমন কি অনেক সময় দেখা গিয়াছে ক্রমাগত পাঁচ ছয় দিন ইঁহাদের বাক্যালাপ বন্ধ থাকিত। সে যাহা হউক, ছোট সাহেব আসিয়া যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন তাহাতে তিনি কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার নয়ন প্রান্তে দুই এক বিন্দু জলও দেখা গিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি রিক্রুটারদিগের হৃদয় বিহীন ও অমানুষিক কার্য্যকে ঘৃণার সহিত

তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই দিকে আদরমণি সন্তানদ্বয়ের সেবা শুশ্রূষায় অল্পক্ষণের মধ্যেই চেতনা পাইয়া উঠিয়া বসিল। তখনও ছোট সাহেব তথায় ছিলেন। আদরমণি ছোট সাহেবকে দেখিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল ও কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিল "হুজুর এ দুটীই আমার ছেলে। আমি গৃহস্থের মেয়ে ছিলেম্। আমার সবই ছিল। এখন আমি আপনার বাগিচার কুলী। আপনি আমাকে দয়া করুন। ছেলেদের আমার কাছে থাকিতে হুকুম দিন। আপনি আমার ধর্ম্মের বাপ। বাবা, তুমি আমার এই উপকারটা কর; দোহাই তোমার—দোহাই তোমার ধর্ম্মের; এমন সময় আর একটী কুলী স্ত্রী আসিয়া আদরমণির সঙ্গে ঝগড়া করিতে লাগিল। সে বলিল "এগ্রিমেণ্টে লেখা আছে ইহারা আমার ছেলে। তুই বেটী দেখছি উড়ে এসে পড়ে বস্‌লি—আর ছেলের মা হয়ে পড়্‌লি।". ইহার উত্তরে আদরমণির ছোট ছেলে বলিল "তুই বুঝি আমাদের মা। তুই কাল বড়সাহেবের বাঙ্গালায় গিয়েছিলি। আমাদের মা হলে কি সাহেবের বাঙ্গালায় যেতে পারত? হাঁ. তুই বুঝি আমাদের মা? সরদার সেই হরিপুরের মাঠ থেকে আমাদেরে ধরে এনেছে। তুই কখনই আমাদের মা নইস্। আমাদের মা এই।" এই বলিয়া সে আদরমণির অঙ্গ স্পর্শ করিল। ছোট সাহেব দেখিয়া শুনিয়া হতভম্ব হইয়া গেলেন। তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা সরিল না। ক্রোধে গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। মনের কথা মনে লয় হইয়া গেল। ক্রোধ সাগরে আত্ম বিসর্জ্জন দিয়া কিছুক্ষণ পরে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন "ইহার মীমাংসা আমি কিছুই করিতে পারি না। আমার যদি ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে এখনই ইহার একটা নিষ্পত্তি করিয়া দিতাম। কিন্তু আমার ক্ষমতা নাই। আমি কি করিব? তোমরা ৬টার সময় বড় সাহেবের কাছে যাইও। তিনি যাহা করেন তাহাই হইবে।" এই কথা শুনিয়া আদরমণি কপালে করাঘাত করিয়া বলিল "তবে আর হয়েছে! বড় সাহেব—বড় সাহেব করিবেন আমার মাথা, আর মুণ্ডু। তার কথা মনে হলে ভাল আমার গায়ের রক্ত শুকাইয়া যায়—মাথা ঘুরে চারিদিকে সরিষাফুল দেখিতে থাকি। তবে আমি গিয়েছি, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে" এই বলিয়া সে আবার ছোট সাহেবের পা ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিল "বাবা আমাকে রক্ষে কর। আমার ছেলে দুটীকে আমার কোলে দিয়ে আমায় শীতল কর। তা না

ছলে তোমার পায়ে কপাল খুঁড়ে মর্‌ব।” ছোট সাহেবের কোমল প্রাণে আদরমণির কথা গুলি তিরের মতন বিদ্ধ হইল। সাহেব বলিলেন “তুমি ওঠ ভয় নাই। আমি বড় সাহেবকে বলিয়া তোমার ছেলে তোমাকেই দিব। যদি না পারি—বড় সাহেব একান্তই আমার কথা না শুনেন, তবে আজই কাজ ইস্তফা দিয়া বাগান হইতে চলিয়া যাইব। পরে তোমাদের একটা উপায় করিতে চেষ্টা করিব।” ছোট সাহেব আদরমণিকে এই কয়টী কথা বলিয়া বাগান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং যাইবার সময় সর্দ্দারকে বলিয়া গেলেন “সর্দ্দার ইহারা এখন আদরমণির সঙ্গেই থাক; যখন ছুটীর ঘণ্টা বাজিবে, তখন তুমি ইহাদিগকে লইয়া বড় সাহেবের বাঙ্গালায় যাইও।” এতক্ষণ অপরাপর কুলীরা ছোট সাহেবের ভবে জড়ষড় হইয়াছিল। এখন মুখ ফুটিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিল। কেহ বলিল “ছোট সাহেবের বড় অন্যায়, ইনি এক জনের ছেলে অপরকে দিতে চাইলেন কি করে?” ইহার উত্তরে অপর কুলী বলিয়া উঠিল “বা, তোমার দেখছি বড়ই বিচার শক্তি। যার ছেলে তার কাছে দিবে নাত কি? ছোট সাহেব ও ভালই করেছে। এখন বড়টা সম্মত হলে বাঁচি।” ইহার পর অন্য এক জন বলিল “এরা আদরমণির ছেলে না হয়ে যায় না। সেই চোক্, সেই মুখ, সেই গঠন, এরা যদি ছেলে না হয়ে মেয়ে হত আর একটুকু বয়েস বেশী হত, তবে আদরমণিকে বেছে বের করা মুস্কিল হত। আরো, দেখ্‌লে আদরমণি যেমন দৌড়িয়া ওদের কাছে এল, ছেলে দুটোও তেমনি মামা বলে ওকে জড়ায়ে ধরলে। এরা ওর পেটের ছেলে না হয়ে যায় না। তবে চা বাগানের বিচারে এখানে মানুষ বাঁদর হয় বাঁদর মানুষ হয়।” যে স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে যাদবও মাধব আসিয়া ছিল, সে বল্লে “আচ্ছা, তোরা মনে মনে মন কলা খা। বিচারও বড় সাহেবের হাতে? তখন দেখা যাবে বড় সাহেব কি করেন। এগ্রিমেণ্টে লেখা আছে এরা আমার ছেলে, বড় সাহেব কি আর তা দেখবেন না?” ইত্যাদি কথাবার্ত্তায় কাজে কর্ম্মে দিনটা চলিয়া গেল। পেটা ঘড়িতে এক দুই করিয়া ছয়টা বাজিয়া গেল। কুলীদের ছুটী হইল ছোট সাহেবের হুকুম অনুসারে সর্দ্দার আদরমণি ও তার দুইটী ছেলেকে এবং অপর কয়েক জন কুলীকে সাহেবের বাঙ্গালায় উপস্থিত করিল। তথায় ছোট সাহেব ও বড় সাহেবের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। এখন কুলীরা যাইয়া তথায় উপস্থিত হইল। আদরমণির প্রাণ ভয়ে কাঁপিতেছে,

চারি দিক্ শূন্য ও অন্ধকারময় দেখিতেছে। বড় সাহেব কি হুকুম দেন, সেই অপেক্ষায় করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া অনবরত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছে। এমন সময় বড় সাহেব বলিলেন "আডরমণি আমি ছোট সাহেবের নিকট সব শুনেছি, যা টুই টোর ছেলে নিয়ে ঘরে যা। আর ডুষ্টমি করিস না। টাহলে আবার ছেলে ডুটোকে কেড়ে নেব। যা, যা এখন যা।" যে স্ত্রীলোটী ঐ ছেলে ডুটীর মা হয়ে এসেছিল, বড় সাহেব তাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন "এই ডুটো ছেলেট আব টোব নয়, ওরে বোকা মাগী, টুই বড় বোকা। এট বড় ডুটো ছেলে যডি টোর হটো, টাহলে টুই যে বুড়ো ঢাড়ী হয়ে যেটি। টোব ভালই হল, টুই একা ঠাক্‌বি, আর মজা কর্‌'ব। এখন টোরা লাইনে চলে যা।" এই বলিয়া বেত সাহেব কুলীদিগকে বিদায় করিয়া দিল। আদরমণি মহানন্দে পুত্রদ্বয় সহ গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

আজ চার বৎসর হইল আদমণি কুলী হইয়াছে। ইহার মধ্যে কেহই আদরমণির মুখে আনন্দের কোন চিহ্ন দেখে নাই, তাহার হৃদয় বিষাদের ঘোর আন্ধারে ডুবিয়া ছিল। আজ আঁধারে আলো দেখা দিল। ছেলেদিগকে আদর করিতে করিতে ক্ষণ প্রভার ন্যায় তাহার অধর প্রান্তে মৃদু হাসি দেখা দিয়াই আবার বিষাদ অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। হঠাৎ তাহার স্বামীর কথা মনে পড়িল। এতক্ষণ লজ্জার খাতিরে স্বামীর বিষয় কিছুই জিজ্ঞাসা করে নাই। এখন আর সে স্থির থাকিতে পারিল না। ঘরে যাইয়া দেখিল সেই যাদব, সেই মাধব, সেই কৃতার্থ, সেই খুকী, কিন্তু নিধিরাম নাই। তিনি কোথায়? তাঁর কি হ'ল ইত্যাদি নানা বিষয় চিন্তা করিয়া আদরের প্রাণ ফাটিয়া গেল। সে আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিল না। যাদবকে সম্বোধন করিয়া বলিল "যাদব তিনি কোথায়? তোমরা তাঁহাকে কোথায় রেখে এলে?" এই কথা শ্রবণ করিয়া যাদব মাধব একান্ত অধীর হইয়া পড়িল।

একে একে অতীত কাহিনী মনে হইয়া তাহাদের প্রাণ শোকের প্রবলবেগে অস্থির হইয়া উঠিল। চোখ হইতে জলধারা পড়িতে লাগিল। কণ্ঠ অবরোধ হইয়া গেল। সন্দেহ ভয়ানক যন্ত্রণা। মৃত্যু অপেক্ষা মৃত্যুর সন্দেহ কঠিনতর, বজ্রপাত অপেক্ষা পতনাশঙ্কা অতীব দুঃসহ, শোকাপেক্ষা শোক সংশয় অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক। আদরমণির মন সন্দেহ-দোলায় দোলিত।

সে বারম্বার পুত্রদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিল "বল না, তোদের বাবা কোথায়? তিনি কেমন আছেন? আমার প্রাণ যে কেমন কর্‌ছে, বল না তিনি কোথায়? তোরা তাঁকে কোথায় ফেলে এলি?" মায়ের মর্ম্মান্তিক যাতনা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "মা, আমরা তাকে নিশ্চিন্তপুরের মাঠে ফেলে এসেছি; তিনি আর নাই। মা, তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি জল জল করিয়া মরিয়া গেলেন, আমরা শেষ কালে এক গণ্ডুষ জলও দিতে পারিলাম না। মা আর কি বলিব, সেই মাঠে তাঁর অসুখ হলো; ভয়ানক রোদের মধ্যে তিনি পড়ে ছট্‌ফট্‌ কত্তে লাগলেন। বার বার জল চাইতে লাগলেন, আমরা এমন হতভাগা যে সেই সময়েও তাঁর মুখে একটু জল দিতে পারলাম না।" এই বলিয়া মাধব উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। এতক্ষণ আদরমণি স্থির হইয়া শুনিতেছিল আর সহ্য করিতে পারিল না, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। "কি যন্ত্রণা বুকটা পুড়ে গেল যে, আয় যাদব মাধব তোরা আয় আমার বুকে আয়," এই বলিয়া তাহাদিগকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। তবু জ্বালা গেল না। আবার চীৎকার করি উঠিল, আদর আবার চীৎকার করিয়া উঠিল ও বলিতে লাগিল, "জ্বালাত গেল না, মলেম মলেম, হরি রক্ষা কর, আমার জন্য সবই গেল, বাড়ী গেল, ঘর গেল, কুল গেল, মান গেল, অবশেষে তুমিও গেলে! আজ তোমার সবই এক জায়গায় হয়েছে এস, একবার দেখে যাও। তুমি যার জন্য প্রাণ দিলে, সে আজ তোমাকে হারায়ে মরে যাচ্ছে একবার এস, দেখে যাও। নানা আর এস না, আর এস না, আর এস না, আমি সর্ব্বনাশী, মহাপাতকী স্বামীঘাতিনী; তুমি স্বর্গে চলে গিয়েছ, আমি নারকী নরকে পড়ে রইলেম। আমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি রাক্ষসী, আমি তোমাকে খেয়েছি। হায় কি হবে, আর যে পারি না! কোথায় যাব।" নিদারুণ শোকবেগে আদরমণির কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল। সে অচেতন হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া রহিল।

পুত্র ও কন্যাদিগের সেবা শুশ্রূষায় অনেক ক্ষণ পর চেতনা পাইয়া পুত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোদের বাবার কি হইয়েছিল? কেনইবা তোরা নিশ্চিন্তপুরের মাঠে এসেছিল।" মাধব অতি কষ্টে তাহাদের যোগগ্রাম হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন, গৃহত্যাগ, রাস্তায় আরকাটিদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিধিরামের পীড়া ও নিশ্চিন্তপুরের মাঠে নিধিরামের প্রাণত্যাগ প্রভৃতি

ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া মাতাকে শুনাইল। আদরমণি এবার আর অধীরতা প্রকাশ করিল না, অথবা শোকেব কোন বাহ্যিক চিহ্ন দেখাইল না, কিন্তু এইসকল ঘটনা শ্রবণ করিয়া তাহার আপাদমস্তক যেন একটী শোকের জ্বলন্ত মূর্ত্তিরূপে পরিণত হইল। সে গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "হায়, আমার জন্যই তিনি গেলেন ? হায়, আমি একাকী থাকিব বলিযাই কি তুমি এই কষ্ট ও যাতনাকে আমার চিরসঙ্গী করিয়া দিলে ?" সেই রাত্রে ইহাদের গৃহে নিদ্রা নাই। শোক প্রহরী স্বরূপ থাকিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিদ্রাকে পুরী প্রবেশ করিতে দেয় নাই। পর দিন প্রাতঃ-কালে উঠিয়া আদরমণি সধবার চিহ্ন পরিত্যাগ করিল এবং চিরদিনের জন্য বিধবার চিহ্ন শোক বস্ত্র পরিধান করিল। আদরমণির হরষে বিষাদ, অমৃতে গরল, রাঁধা ভাতে ছাই পড়িল।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়।

যাহার প্রাণে আশার বীজ আছে, সেই ভবিষৎ সুখের জন্য লালায়িত; যাহার হৃদযে কণামাত্রও প্রীতির অঙ্কুর আছে, সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিতে চায়—বিষাদের পর তৃপ্তির মুখ দেখিতে ইচ্ছা করে। যাহার প্রাণের মূলে মিলনের সূত্র আছে, সেই বিপদেও মিলনের আশায় ঘটনার অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে। আদরমণির প্রাণে আশার বীজ নাই, প্রীতির অঙ্কুর নাই। মিলনের আকাঙ্ক্ষা নাই সে আজ উদাসীন। নিধিরামের মৃত্যু সংবাদে তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। সে জীবন্ত থাকিয়া শ্মশান জাগিতেছে। তাই এই অপূর্ব্ব মিলনে আদরমণির মনে কোন প্রকার প্রফুল্লতার চিহ্ন দেখা যায় নাই। পুত্র কন্যাদিগকে পাইয়া আরও উত্তরোত্তর তাহার হৃদয়-জাত বিষাদ ঘনতররূপ ধারণ করি-য়াছে। তাহার পুত্র ও কন্যা গুলি পূর্ব্ব ঘটনাবলীর জীবনী উৎস হইয়াই যেন দিন দিন সেই ঘটনা গুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। এত দিন পর আদরমণির দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে তার জন্যই নিধিরাম গৃহত্যাগী, তার জন্যই নিধিরাম সর্ব্বস্বান্ত হইয়া জীবন হারাইয়াছে। সকলই মরে, মনুষ্য মাত্রেরই মৃত্যু আছে; কিন্তু তাহার স্বামীর মত আর কে কোথায় যন্ত্রণার

প্রতিমূর্ত্তি হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে? কি আক্ষেপের বিষয়, যাহার স্ত্রী আছে, পুত্র ও কন্যা আছে, সে মৃত্যুর সময় একবিন্দু জল, একটুকু আশ্রয় পাইল না; অবশেষে তাহার মৃত দেহ শৃগাল কুক্কুরের আহার হইল। হায়, ইহা আমারই কর্ম্মের ফল, পুত্রদ্বয় অনাথ, কন্যা পাগল, আমি নিজে যবনের ক্রীতদাসী, ইহাও আমার কর্ম্মের ফল। আরো যে কি হইতে পারে, কে জানে? এই নরকে না হইতে পারে, এমন পাপকার্য্য কিছুই নাই। এই চিন্তাতে আদরমণি দিন দিন মিলাইয়া যাইতেছে, দেখিতে দেখিতে দিন চলিয়া যাইতেছে। এক দুই করিয়া দিন গণিতে গণিতে দুই বৎসর অতীত হইল। ভ্রাতা ও ভগ্নীর মিলনে এবং ভ্রাতাদিগের অকৃত্রিম ভাল বাসার জল-সিঞ্চনে কৃতার্থের তপ্ত হৃদয় শান্ত হইল; মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ হইল। সে এখন কনিষ্ঠ ভাই ভগ্নীদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। গৃহ-কার্য্যের ভার আপনার হস্তে লইয়াছে। মাকে আর গৃহের কোন কার্য্য করিতে দেয় না। মা ও ভাই দুইটী বাগিচায় কার্য্য করিয়া যা কিছু পায়, তাহা দ্বারাই অতিকষ্টে সংসার চালায়। কিন্তু এখন পর্য্যন্তও এই পরিবার দুই বেলা ভাত খাইতে পায় না। শ্রমজীবীরা খাইতে না পাইলে খাটিতেও পারে না। যাদব মাধবের এখন উঠন্ত বয়স, এই বয়সে উদর পূর্ণ করিয়া না খাইলে শরীর দুর্ব্বল হইয়া যায়। যাদব ও মাধবের তাহাই ঘটিল। কৃতার্থের ছোট ভগ্নী এখন আট বৎসরের। সেও এখন কিছু কিছু কাজ করিতে পারে, সুতরাং কৃতার্থ আর ভাইদের কষ্ট না দেখিতে পারিয়া ছোট ভগ্নীর সহিত প্রত্যহ বাগানে যাইয়া কাজ করিতে লাগিল। এবং আপনি না খাইয়াও ভাই দুইটীকে পেট ভরিয়া খাওয়াইতে লাগিল। কৃতার্থের এখন ভরপূর যৌবন—সে দেখিতে সুশ্রী ও লাবণ্যবতী, তাহাকে যে দেখিত সেই না ভাল বাসিয়া থাকিতে পারিত না। এত দিন সে ভালই ছিল। পাগলামী তাহাকে নানা প্রকার বিঘ্ন বিপদ ও চা বাগানের বাবু ও সাহেবদিগের পাশব অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতেছিল। এখন তার পাগলামী গিয়াছে, সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আবার কুলীর কার্য্য করিতেছে; সুতরাং আবার সে বিপদের সঙ্গিনী হইয়াছে। এক দিন সে কাজ করিতেছিল, এমন সময় বাগিচার বড় সাহেব তাহাকে দেখিতে পাইলেন এবং নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃত কার্য্য হইতে পারিলেন না। তিনি অনেক দিন মনে করিয়াছিলেন যে, কৃতার্থকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিবেন, কিন্তু

সে সাহস তাঁহার হইল না। কারণ তাহার ভাই দুইটী বড় গোঁয়ার। তাহারা কি করিতে কি করিয়া বসে, ঠিক নাই। তাহাতে আবার ছোট সাহেব ওসব কাজের বড় বিরোধী। তিনি জানিতে পারিলে, গোলমাল করিলে একটা হুলস্থূল বাধাইবেন; ইত্যাদি নানা কারণে বড় সাহেব কৃতার্থের উপর আক্রমণ করিতে পারেন নাই।

অনেক ভাবনা চিন্তার পর বড় সাহেব স্থির করিলেন, যে এই বাগিচার মধ্যে এই নিয়ম প্রচার করিতে হইবে যে, কুলীদের মধ্যে কেহই অবিবাহিত থাকিতে পারিবে না। এই হুকুম যে অমান্য করিবে, তাহাকে এক সপ্তাহ ফাটক ঘরে বাস করিতে হইবে। বড় সাহেব তৎক্ষণাৎ এক খণ্ড কাগজে এই নিয়মটী লিপিবদ্ধ করিয়া কুলীদিগের মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন এবং তাঁহার প্রিয় রাধু সর্দ্দারকে ডাকিয়া বলিলেন "ড্যাখ রাডু, টুই আডরমণির মেয়ে কৃটার্ঠকে বিয়ে কর্, অর্থাৎ টোব ঘরে লইয়া যা, টার পর টোর ভাবনা কি, টোকে টার খোরপোষ যোগাটে হবে না, সে আমার বাঙ্গালায়ই ঠাকিবে। আজ অবটি টোর আরও ডুই টাকা মাহিয়ানা বৃড্টি হল। এখন টুই ডশ টাকা পাইস্। আগামী মাসে বার টাকা পাবি। আর যে ডিন টুই কৃটার্ঠকে আমার বাঙ্গলায় লইয়া আসিবি, সেই ডিন টুই কুড়ি টাকা পুরস্কার পাবি। আর বিবাহের খরচা স্বরূপ টোকে আজ এই ডশ টাকা ডিলাম। যে প্রকারে হউক কৃটার্ঠকে আনা চাই। টাকার জন্যে ভাববি না।" এই বলিয়া বেত সাহেব পকেট হইতে বাহির করিয়া রাধু সর্দ্দারের হস্তে দশটী টাকা দিলেন। রাধু সর্দ্দার নতশিরে প্রভু-প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিল "হুজুর আপনি আমাকে যখন যাহা বলেছেন, তখন তাহাই করেছি; আর এ কাজে আমি বড়ই হুসিয়ার; দেখিলেন ত ওবার কেমন ফাঁকি দিয়া আমাদের এখনকার মেম সাহেবকে যদুর কোল থেকে কেড়ে নিলাম!" "টার জন্যেই ট টোকে এট টাকা ডিয়া রাখিয়াছি।" "আপনি মা বাপ, আপনি করিবেন না কে করিবে? আপনি ভিন্ন আমার আছে কে? লুণও খাই, গুণও গাই আপনারই।"

ইহার উত্তরে বেত সাহেব বলিলেন "টুই এখন যা, আসল কাজের জোগাড় ডেখগে।" রাধু সাহেবকে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে, আদরমণি আহার করিয়া শয়ন করি-

য়াছে, কৃতার্থ বোন ও ভাইদিগকে সোণার কাটির ও রূপার কাটির রূপকথা শুনাইতেছে। ইহারা অতিমনোযোগের সহিত কথা শুনিতেছে, আর হুঁ হুঁ করিয়া যেন কথা গিলিতেছে। ঘর অন্ধকার, কেহ কাহার মুখ দেখিতে পাইতেছে না, এত আমোদের মধ্যেও ইহারা একটু অসুখী; নতুবা রাজা উজীরই বা কে আর ইহারাই বা কে! ইহাদের অসুখের কারণ আর কিছুই না, কেবল আলোকের অভাবমাত্র; পয়সা নাই কি করে তেলই বা পায় কোথা, সুতরাং আর কি দিয়াই বা আলো জ্বালে। একটু আলো পাইলেই পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখিয়া ইহারা পরম পরিতোষে সময় কাটাইতে পারে। এই অবস্থায় থাকিয়াও এই কুটীরবাসীরা যথেষ্ট আমোদ পাইতেছে। ভাই ভগ্নীর মিলনে কঠিন দরিদ্রতা, শত শত নির্য্যাতন, গভীর দুঃখ ও কষ্টের অন্ধকারের মধ্যেও আলো জ্বলিয়া থাকে। ইহারা বসিয়া গল্প করিতেছে, এমন সময় রাধু সর্দ্দার আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। রাধু এই বাগানের প্রধান সর্দ্দারও সাহেবের প্রিয়পাত্র। এই কারণে এই বাগানের কুলীরা রাধুকে সর্পের ন্যায় ভয় করিত ও মুখে একটু সম্মানের ভাব দেখাইয়া তটস্থ ভাবে দূরে পলায়ন করিত। রাধু সর্দ্দারের গলার আওয়াজ শুনিয়া ইহাদের কথা বার্ত্তা বন্ধ হইল, কৃতার্থ কম্পিত কলেবরে মায়ের বুকের ভিতর মাথা লুকাইল।

কৃতার্থ রাধু সরদারের রকম সকম দেখিয়া ইতি পূর্ব্বেই তাহাকে বদ্ লোক বলিয়া স্থির করিয়াছিল, তাহাতে আবার আজি এত রাত্রে তাহাকে এখানে দেখিয়া সে ভীত হইল। আর সে ইহা বিলক্ষণরূপে জানে যে, সাহেবের প্রিয় পাত্রেরা গভীর রজনীতে কুলী লাইনে আসে কেন। রাধু সরদার অতি দুর্দ্দান্ত লোক, কুলির পক্ষে যম অবতার। তাহাকে দেখিয়া ভয় না করে এমন কুলী এ বাগানে একটীও নাই। এ সাহেবের মনস্তুষ্টির জন্য না করিতে পারে এমন কুকর্ম্মও নাই—প্রহার, বেত্রাঘাত, লাঠীর দ্বারা কুলীদের হাত পা ভেঙ্গে দেওয়া, ইহাত রাধু সরদারের জলযোগ। সুতরাংই ইহাকে দেখিয়া এই কুলী পরিবার অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়াছিল। ইহারা ভাই বোনে মিলিয়া আনন্দ করিতেছিল, পরস্পরে ভালবাসার সাগরে সন্তরণ করিতেছিল, হঠাৎ কুম্ভীর আসিয়া তাড়া করিল। ইহারা সকলেই নিবস্ত ও নীরব হইল। কাহার মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি নাই। ইহা দেখিয়া রাধু বড়ই বিরক্ত হইল। সে আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল

না। কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিল "আজ কালকার দিনে পরের ভাল কর্‌তে নাই। আমি এসেছি তোদের ভালর জন্যে, আমাকে এক বার বস্‌তেও বল্লি না, আর আমার সঙ্গে একটা কথাও বল্লি না। আমি যেন এ বাগানের কেউ নই। আচ্ছা থাক্‌; কাল এর মজাটা পাবি। মনে রেখে দে, আমার নাম রাধু সরদার। তোরা কি জানিস নে যে, বড় সাহেব আমার হাতে।" এই তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আদরমণি শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া বসিল ও বিনীত ভাবে বলিতে লাগিল "সর্দ্দার, তোমার পায়ে পড়ি, রাগ করোনা। তোমার দয়াতেই আমরা বেঁচে আছি। তা না হলে এত দিন না খেয়ে মরে যেতেম। ওরা ছেলে মানুষ। ওরা তোমার আদর ও মান বুঝিবে কি। সর্দ্দার তুমি রাগ করো না, আমাদের সর্ব্বনাশ করো না। আমরা বড় দুঃখী, তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের সর্ব্বনাশ করোনা।" এইরূপ কাকুতি মিনতি শুনিয়া রাধুর গরম মেজাজ ঠাণ্ডা হইল, মানীর সম্মান রক্ষা হইল। এখন সে শান্তভাব ধারণ করিয়া বলিল "জান আদরমণি, আজ আমাদের বড় সাহেব কুলীদের মধ্যে এই হুকুম জারি করেছেন যে, এই বাগানের কুলীদের মধ্যে যে অবিবাহিতা আছে (অর্থাৎ যে একা আছে) তাহাদের সকলকেই একটা মোটা (অর্থাৎ পুরুষ কুলী) লইতে হইবে। বুঝলেত?' এই কথা শ্রবণ করিয়া আদরমণির প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ আর মুখ দিয়া কথা সরিল না। পরে মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল "সর্দ্দার, আমাকে বিয়ে কর্ত্তে হবে নাকি? আমি চার্‌ ছেলের মা, বুড়ো মানুষ, তার পর আবার ওদিন বিধবা হয়েছি, বিধবাদের কি আবার বিয়ে হতে পারে? সর্দ্দার আমাকে আর তুমি ওপাপের কথা বলো না। বরং আমাকে মেরে মেরে তোমরা মেরে ফেল, তবু আমি ওপাপ কর্‌তে পার্‌বো না। তা হলে আমার নরকেও স্থান হবে না। দেখ চা-বাগানে জাত কুল মান সব খুইয়েছি। এখন মর্‌বার দিন ঘুনিয়ে এলো, আর এ কালটাকে মাটি করতে পারি না।" ইহার উত্তরে রাধু সর্দ্দার বলিল "না না তোমাকে কিছু বলিতেছি না, তুমি মাতৃতুল্য লোক! তোমার মেয়ে কৃতার্থের কথা বলিতেছি। সে সমর্থ মেয়ে, তাকে আর ঘরে রাখা ভাল দেখায় না। কখন কি হবে কে জানে? তাকে বিয়ে দিয়ে ফেল, তাতে তোমাদেরও ভাল, তারও ভাল। আর আমি অমনি তাকে নিচ্ছিনা, তোমাকে কিছু টাকা কড়িও দিব।"

আদরমণি।—"সেকি ? কৃতার্থ যে বিধবা। আর সেযে পাগল। এ পাগ্‌লিকে বিয়ে করবে কে।" রাধু সর্দ্দার (ক্রুদ্ধ ভাবে) 'যা মাগি তুই ন্যাকা নাকি? চা বাগানে আবার বিধবা সধবা কিলো!' সাহেবের হুকুম এই, 'যার মোটা নাই, তাকে মোটা জোটাইয়া দিবে; চাই সে বিধবা হোক, চাই সে সধবা হোক! আর আমি বুঝি জানি না। ওর মেয়ে রোজ রোজ বাগানে যেয়ে পয়সা রোজগার কর্ত্তে পারে, রোজগার করবার সময় সে পাগল নয়, আর বিয়ের সময় সে পাগল। এখন ওসব কথা রেখে দে, বড় সাহেবের হুকুম শোন্। যদি এই হুকুম না শুনিস্, তবে তোদের সকলকে আমাদের ঐ ফাটক ঘরে যেতে হবে। কার ঘাড়ে কয়টা মাথা আছে যে, আমাদের বড় সাহেবের হুকুম অমান্য করে।" আদরমণি ভাব গোপন করিয়া বলিল, "সেত বুঝলেম, বরটা কে ? এখন কার সঙ্গে কৃতার্থের বিয়ে হবে ?" 'কেন আমি, আমাকে কি তার পছন্দ হবে না ? আমি তিন গণ্ডা টাকা মাহিনে পাই। বড় সাহেব আমাকে খুব ভালবাসেন। বাসন কোশন, গরু বাছুর ত কম নাই। আমাকে বিয়ে করলে তোমার মেয়েও সুখী হবে, তোমাদেরও কিছু লাভ হবে। নগদ পাঁচ গণ্ডা টাকা দেবো, আর এক হাল গরু দেবো, আর চাও কি ?" আদরমণি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রাধু সর্দ্দারকে আপাতত বিদায় করিবার জন্য বলিল'সর্দ্দার তুমি এখন যাও। আমি কৃতার্থকে জিজ্ঞাসা করি। দুই একদিন বাদে ইহার উত্তর পাইবে। রাতও অধিক হইয়াছে। এখন তুমি ঘুমাও গিয়ে, আর রাত জেগো না অসুখ হবে', এই বলিয়া আদরমণি রাধু সিংহকে বিদায় করিয়া দিল। রাধুও মনে মনে মনকলা খাইতে খাইতে আনন্দ মনে গৃহে চলিয়া গেল। এতক্ষণ কৃতার্থ আদরমণির বুকের মধ্যে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে ছিল। সে কেনারামকে বড় ভালবাসিত। মনের মিলনে যদি বিবাহ হয়, তবে কেনারামের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে, সে এখনও তাহাকে ভুলে নাই, এখনও সে কৃতার্থের হৃদয় রাজ্যে প্রভুত্ব করিতেছে। তাহার মৃত্যুর পর দিনই কৃতার্থ পাগল হইয়াছিল। এত দিন তার মস্তিষ্ক ও হৃদয় বিকৃত ছিল, পূর্ব্ব স্মৃতি ও পূর্ব্ব ঘটনা তাহাকে পাগল করিয়াছিল; হৃদয়ে বিষাদের বিষ ছিল, মন কল্পনার রাজ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল। তার পর ভগ্নী ও ভাইদিগকে পাইয়া হৃদয় ও মন প্রকৃতিস্থ হয়। তাহাদের ভালবাসায় পূর্ব্ব স্মৃতি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়

ঢাকা ছিল। আজ বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। নির্ব্বাপিত শোক নবীভূত হইল। তাই যাতনায় অধীর হইয়া শান্তিপ্রদ জননীর কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছে। আদরমণি কৃতার্থের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, কান্দিস কেন? কি হোয়েছে মা! কৃতার্থ আর সহ্য করিতে পারিল না। সে কাঁদিয়া বলিল, মা আমি কাঁদব না ত আর কে কাঁদবে? তুই যদি আর আমার কাণে বিয়ের কথা তুলিস, তবে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব, নিশ্চিত মরিব। আমি যদি কখনও বিয়ে করি, তবে যমই আমার বর হবে।

আদরমণি বলিল 'না মা আমি একথা আর তোমাকে বলিব না। কথার উত্তরে মাধব বলিল, আর যে টেকা যায় না! তা যা হবার হবে। আর যদি রাধুসর্দ্দার আমাদের এখানে আসে, তবে ঠেঙ্গার চোটে তার মাথার খুলি উঠাব, সকলেরই মর্ত্তে হবে। আমিও মরব, তবে একজন বদ্‌মাইসকে না মেরে আর মরব না। আদরমণি নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে মাধবকে নিবস্ত করিল। ভাবনা চিন্তায় সে রাত্রে এই পরিবারের কাহারও নিদ্রা হইল না, পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে চলিয়া গেল।

চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়।

এক দুই করিয়া তিন দিন চলিয়া গেল, এই তিন দিবসই, আদরমণি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ভাবিতেছিল, "কি করিব—কোথায় যাইব? অদ্য প্রাতঃকালে বাগানে যাইবার পূর্ব্বেই স্থির হইল যে, প্রাণ যায় যাবে, পুত্রদিগকে হারাইতে হয় তাহাও স্বীকার্য্য, তথাপি অধর্ম্মের পথে চলা হবে না। "রাধু সর্দ্দারের আজ বড়ই আমোদের দিন। সে মনে মনে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতেছে, মেনেজার সাহেব ও বাগানের বড় বাবুর সঙ্গে গোপনে নানাবিধ কথা বার্ত্তা হইতেছে, আজ রাধু এক জন 'কেষ্ট' 'বিষ্টু'! দিনটী চলিয়া গেল, সন্ধ্যা আসিয়া দেখা দিল,

সান্ধ্য অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে কুলী পরিবারের মধ্যে ঘোর বিষাদের অন্ধকার দেখা দিল। ইহারা পরিত্রাণে পড়িয়া হরিকে ডাকিতেছে, আর মরিয়া হইয়া উঠিতেছে। যাদব, মাধব লাঠি ঠেঙ্গার যোগাড় করিতেছে—কৃতার্থ দড়ির আয়োজন করিতেছে। রাধুসর্দ্দার যদি কোন প্রকারে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করে, তবে সে উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে।—নিজে আদরমণি স্থির, ধীর, গম্ভীর। মুখে কথাটী নাই, সে যেন ক্রমে ক্রমে নীরব হইয়া অন্ধকারের সঙ্গে মিশাইয়া গেল। এখন সকলেই নীরব ও নিস্তব্ধ। এমন সময় রাধু সর্দ্দার আসিয়া হাঁক দিল। রাধু সর্দ্দারের গলার আওয়াজ পাওয়া মাত্র, যাদব মাধব লগুড় প্রহারে রাধুর আতিথ্য-সৎকার করিল, আজ কেহই রাধুর সঙ্গে কথা বলিল না। এই ব্যবহারে রাধু একবারে অধীর হইয়া চীৎকার করিতে করিতে এই দুইটী কথা বলিয়া গেল—'আচ্ছা আজ রাতটা থাক, কাল দেখবি রাধুই বা কে, আর তোরাই বা কে।" এ দিকে সাহেবের বাঙ্গালায় মহাধূম! কেরাণী বাবু আর দুএকটী মুহুরী সাহেবের সঙ্গে মিলিত হইয়া বাঙ্গালায় রাধু সর্দ্দারের অপেক্ষা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে দু এক গ্লাস মদও চলিতেছে। নৃত্য গীতের বিরাম নাই। সাহেব নাচিতেছে, বাবু নাচিতেছে, মধ্যে মধ্যে দু একটী দরেল শ্যামাও ইহাদের সঙ্গে তান ধরিতেছে। এমন সময় রাধু সর্দ্দার কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া হাজির হইল, বলিল "হুজুর, আপনার হুকুম তামিল করিতে গিয়া আমার এ দুর্দ্দশা হয়েছে। দেখুন, পিঠে বড় লেগেছে, আর মাথা দিয়া রক্ত পড়িতেছে, বোধ হয় আমি আর বাঁচলাম না।" এই বলিয়া সে হাউ হাউ ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, সাহেব ত্রস্তে ব্যস্তে উঠিয়া রাধুর মুখে এক গ্লাস মদ ঢালিয়া দিলেন। বাবু অধীর হইয়া রাধু সর্দ্দারের ক্ষত স্থানে নিজের চাদর ছিঁড়িয়া জল দিতে বলিল, রাধু শান্ত হইল। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "রাঢু, সংবাড কি? টোমার এ ডুর্ড্শা কে করিল? কার ঘারে কয়টা মাঠা যে এ বাগানে টোমার গায়ে হাট টুলিটে পারে। আমি এমন ছেলে নই, যে টোমার এই অপমান সহ্য করিব। এর প্রটিশোঢ অবশ্যই লইব। কি হইয়াছে শীঘ্র বল।" রাধু বলিল, 'হুজুর আমি তাদের কথা অনুসারে আজ সন্ধ্যার পর সেই আদরমণির বাড়ীতে গিয়েছিলাম। আমি যেই যাইয়া আদরমণি বলে ডাকিলাম, অমনি তার সেই দুটো ছেলে ঘেয়ো কুকুরের মতন

খেউ খেউ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইল, আর কথা বার্ত্তা না বলিয়াই আমাকে ঠেঙ্গাইতে লাগিল। আমি অবাক্, কি করিব? চোরের মতন মার খাইয়া ফিরিয়া আসিলাম। ও দুটো ছেলের যে বল, এতে ওদের সঙ্গে পারা ভার।' সাহেব—'আচ্ছা, কাল দেখা যাবে। বাবু তুমি কি বল? ইহার কোন প্রতিকার না করিলে আর চলে না। রাধুর কোনই দোষ নাই। আমার হুকুম অমান্য করে, কার বাবার সাধ্য।' রাধু—'হুজুর, আমিতো আগেই বলিয়াছিলাম, কোন প্রকারে ছোট সাহেবকে তাড়াইয়া দিন। ছোট সাহেব বাগানে থাকিতে আর কুলিদের শাসন হইতে পারে না। আপনার হুকুম আমি বেদ বাক্য বলিয়া মনে করি। আপনি যখন যাহা হুকুম করিয়াছেন, আমি ভদ্র লোকের ছেলে হইয়াও তাহা মান্য করিয়াছি। হাকিমের হুকুম অমান্য করিলে, বাগান চলিবে কেমন করে? বিশেষত এই কুলীদিগকে ত আমি মানুষ বলিয়াই মনে করি না। এরা যদি মানুষ হয়, আমার ঘরের ইন্দুর ও বাঁদুর গুলিও মানুষ। যদি বাগান রাখিতে আপনার ইচ্ছা হয়, আর আমাদের প্রতি দয়া থাকে, তবে কুলীদের জব্দ করিতেই হবে। এ কি আস্পর্দ্ধা! আদরমণি কুলী! তার ছেলে আবার রাধু সর্দ্দারকে মারে!' সাহেব বলিলেন, "ছোট সাহেবের বিষয় পরে বিচার করা যাইবে। এখন বল, ইহাদের জব্দ করা যায় কি করিয়া?" রাধু বলিল, "তবে শুনুন। ছোট সাহেব আসা অবধি আমাদের ফাটক ঘর এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কাল প্রাতঃকালে আদরমণি, কৃতার্থ ও তার ছেলেদের ফাটক ঘরে পাঠাইয়া দিন। শুধু ফাটক ঘরে রাখলেই হবে না, আরো কিছু করতে হবে। আমাকে হুকুম দিন, আমি এক দিন এক রাত্রিতে উহাদিগকে জব্দ করিয়া দিব।' সাহেব—"আচ্ছা! আমি হুকুম দিলাম যেমন করিয়া হউক, কাল দিন রাত্রির মধ্যে ইহাদিগকে জব্দ করিয়া দিতে হইবে।"

কুলী লাইনের ৭।৮ রসি ব্যবধানে একটী প্রশস্ত গৃহ। সেই প্রশস্ত গৃহের চারিদিকেই জঙ্গল। ঐ গৃহে যাইবার জন্য কেবল মাত্র একটী জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তা আছে। অদ্য প্রাতঃকালে পূর্ব্বোক্ত কুলি পরিবার ঐ গৃহে নীত হইল। স্বয়ং বাবু ও রাধু সর্দ্দার তথায় উপস্থিত। বাবু হুকুম দিলেন, যাদব মাধবকে এক কামড়ায় রাখ। আদরমণি, কৃতার্থ আর ঐ ছোট মেয়েটাকে অপর কামরায় লইয়া যাও। ইহাদিগকে বিবস্ত্র কর,

এবং যাদব ও মাধবের মা ও ভগ্নীকে বিবস্ত্র কর। আর সর্দ্দারদের কর্ণে "* * * * *" এই কথা বলিয়া স্থানান্তরিত হইলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে ছোট সাহেব ঐ দিকে বেড়াইতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ঐ জঙ্গলের মধ্যে চীৎকার ধ্বনি শুনিতে পাইয়া তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যাইয়া দেখেন, যাদব মাধবের হস্ত খুঁটার সঙ্গে বন্ধন রহিয়াছে। শরীর হইতে দর দর করিয়া রক্ত পড়িতেছে। আদরমণি ও কৃতার্থ উন্মত্তের ন্যায় মুদ্রিত নেত্রে মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া মস্তক ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে। ইহাদেরও সর্ব্বাঙ্গে রক্তের দাগ। ছোট সাহেব এই পৈশাচিক দৃশ্য দেখিয়া, চীৎকার করিয়া বলিলেন "ইহাদিগকে এখানে কে আনিল? শীঘ্র ছাড়িয়া দে।" চৌকীদার বলিল—"বড় সাহেবের হুকুম।" ছোট সাহেব বলিলেন, "আমি বড় সাহেবকে এবার ভাল রূপেই শিক্ষা দিব। তোরা ইহাদিগকে ছাড়িয়া দে।" চৌকীদারেরা বলিল "না, বাবুর বা বড় সাহেবের হুকুম না হইলে, ছাড়িয়া দিতে পারি না।" ছোট সাহেব হস্তস্থিত চাবুক দ্বারা চৌকীদারকে উত্তম মধ্যম গোছের কিছু প্রদান করিলেন, চৌকীদার এই সংবাদ দিবার জন্য বড় সাহেবের বাঙ্গালার দিকে ছুটিল। ছোট সাহেব স্বহস্তে বন্ধন উন্মুক্ত করিয়া যাদব, মাধবকে খালাস দিলেন এবং আদরমণি ও কৃতার্থকেও গৃহে যাইতে অনুমতি দিলেন। আদরমণি কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া ছোট সাহেবকে বলিল—"বাবা, আমাদের কি আর উপায় নাই?" ছোট সাহেব—"তোমরা কি করিয়াছিলে, যাহার জন্য তোমাদিগকে এখানে আসিতে হইল। আমি একেবারেই জানিতাম না যে, এখানে একটা ফাটক ঘর আছে। ভাগ্যে আজ এদিকে বেড়াতে আসিয়া ছিলাম, তাহাতেই তোমরা রক্ষা পাইলে। এখন বল তো তোমাদের অপরাধটা কি? তোমরা কি করিয়াছ?" আদরমণি বলিল—"বাবা, আমাদের অপরাধ কিছুই নাই। আজ ৪ দিন হইল সন্ধ্যার পর রাধু সর্দ্দার যাইয়া বলিল, যে সাহেবের হুকুম হইয়াছে এ বাগানের প্রত্যেক কুলীকেই বিবাহ করিতে হইবে।" আমি বলিলাম "আমি বুড়ো মানুষ, তাতে আবার ওদিন বিধবা হয়েছি, আমার আবার বিয়ে কি গো?" সে বলিল "না, তোমার বিয়ে না, তোমার মেয়ের।" আমি বলিলাম "সেও বিধবা।" সে বলিল "চা বাগানে আবার সধবা বিধবা কি?" আমি বলিলাম, "আচ্ছা, আমি কৃতার্থের মত জানিয়া তিন দিন পর তোমাকে

উত্তর দিব।” কৃতার্থকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল “যদি আমাকে বিবাহ কর্ত্তে হয়, তবে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব।” সুতরাং আমি মনে মনে ঠিক্ করিলাম “বিবাহ হইবে না।” কাল সন্ধ্যার সময় যেই রাধু সর্দ্দার আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছে, অমনি যাদব মাধব মারিতে মারিতে তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে।”

ছোট সাহেব—“ও ঈশ্বর, আচ্ছা, এখন তোমরা ঘরে যাও। খাও দাও গিয়ে” এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ছোট সাহেবের আদেশ অনুসারে সসন্তান আদরমণি গৃহে আসিয়া আহারাদি করিল। আজ আর ইহাদের মধ্যে পরস্পর কথাবার্ত্তা চলিতেছে না। সকলেই বিষণ্ণ, সকলেই মলিন। সকলের হৃদয়ই উড়ু উড়ু, কেমন করিয়া শিঁকলি কাটিয়া পালাইবে, এই চিন্তা সমভাবে, সমতানে, সমস্বরে সকলের হৃদয়ে বাজিতেছে। আদরমণি কৃতার্থকে বলিতেছে “ওতো সহজে ছাড়বে না, ছলে বলে কৌশলে যেমন করেই হোক, তোমাকে নিতে চেষ্টা করবেই। আমাকেও আর ছাড়বে না। আমার তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এখন উপায় কি? একে বেত সাহেবের চা বাগান, তাতে আমরা কুলী। পশুদের মধ্যে যে টুকু বাজ বিচার আছে, কুলীদের মধ্যে সে টুকুও রাখিবার জো নাই। ছিঃ! ঘেন্না!! গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌তে ইচ্ছা হয়। মর্‌তে হয়, মরবো—তবুও ধর্ম্ম খোয়াবো না। কিন্তু যা হয়, একটা আজ কালের মধ্যেই করতে হবে। এখানে থাকলে তোরও রক্ষা নাই; আর সাহেব যে হুকুম জারি করেছে, তাতে আমারই বা কি হয়? এরা এসেই তো মাটি করেছে। আমার ভাবনা কি ছিল? আমি তো আর এখন এগ্রিমেণ্টের কুলী নই। তোর তো এগ্রিমেণ্ট নাই, এদিকে সব ঠিকই ছিল। তবে ওদের তো এ বাঘের মুখে ফেলে যেতে পারি না। হরি রক্ষা কর, অকূলে কূল দাও। উঃ! ভাবলে এখনি গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছা হয়। কতকগুলো বিষ পেতেম, তবে আগে ছেলে মেয়ে গুলিকে দিতেম, তারপর আমি নিজে খেয়ে মরে যেতেম। উঃ ঘৃণা!

ঘৃণা! লজ্জা! লজ্জা! আর কারুকে মুখ দেখাতে ইচ্ছা হয় না। কি বেই-জ্জোৎটাই করেছে? ছেলের কাছে মা বোন (জিব্ কাটিয়ে!) না না— আর ওরূপ চিন্তা করব না। আজ যে আবার কি করবে, তাও ঠিক্ নাই। তবে ছোট সাহেব আছেন—আর ভগবান।"

এতক্ষণ যাদব মাধব মায়ের কথা শুনিতেছিল। আর নয়ননীরে বুক ভাসাইতেছিল। এখন মাধব যেন একটু প্রফুল্লতার সহিত বলিয়া উঠিল "মা, আর ভয় নাই। আমি গুণে দেখিলাম, আমাদের এগ্রিমেণ্ট তিন দিন বৈ আর নাই। আজ শনিবার, কাল রবিবার ছুটির দিন, পরশু যে খালাসই পাব।" আদরমণি, "সে অনেক দিনের কথা! এর মধ্যেই এরা আমাদের সর্ব্বনাশ করবে। ধর্ম্ম নষ্ট হলে আর ধর্ম্ম পাওয়া যায় না। মেয়েদের ধর্ম্ম একবার গেলে আর আসে না। আমি আর এই যমপুরে থাকতে চাই না।" মাধব—"তবে চল, আজ রাত্রেই পালাই। তার পর যা অদৃষ্টে থাকে, তা হবে।" এদিকে ইহাদের মধ্যে পলায়নের পরামর্শ হইতেছে, অতি সঙ্গোপনে ও সতর্কতার সহিত বোচ্কা বুচ্কী বাঁধা হই-তেছে। গভীর নিশিথে ইহারা পলাইবে। ওদিকে ছোট সাহেব আর আজ বাগানে যান নাই। ছোট সাহেব ও বড় সাহেবে চিঠি পত্র লেখালেখি চলিতেছে। বাবু ও সর্দ্দারেরা কাণাকাণি করিতেছে। বাগানে হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা চলিতেছে, কি হইতেছে, বাহিরের লোক কিছুই জানে না, জানিতেও পারিবে না।

চা বাগানে রবিবার বিশেষ পর্ব্ব দিন। উৎসব দিনে কে কার খবর লয়। সকলেই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। সময় নাই, ফুরসুৎ নাই। কথাটী বলিবার অবকাশ নাই। সকলেই ব্যস্ত! এই ব্যস্ততা কিসের? হাটে যাইবার। হাটে কিছু কেনো আর না কেনো, যাইতেই হইবে। সাজ সাজ চল চল বলিয়া রব হইল। একে একে সকলেই হাটের দিকে চলিয়া গেল। বাগিচা শূন্য, কেহ কোথায় নাই। কেহ কাহার তত্ত্বও লয় না। ইহা আদরমণির পক্ষে নিতান্ত অনুকূল ঘটনা হইয়াছিল। পূর্ব্ব রাত্রে আদর-মণি সন্তান গুলিকে লইয়া শোণিতপুর হইতে প্রস্থান করিয়াছিল। যাইবার সময় তাহার মনে এই আশঙ্কা হইয়াছিল, এই জঙ্গলময় স্থান, অরণ্য ভেদ করিয়া ব্যাঘ্র ভল্লুকের সম্মুখ দিয়া যাইতে হইবে, কল্য প্রাতেই যাইব। তার-পর আবার ভাবিল, অদ্য রাত্রেই যদি সর্ব্বনাশ হয়, তবেতো আর উপায়

নাই। সুতরাং এখনই যাইব। এই বাগিচা হইতে প্রায় প্রতিদিনই কুলী পলায়ন করে, তজ্জন্য জেলখানার ন্যায় প্রহরী নিযুক্ত হইয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক দেখিত, কেহ পলায়ন করে কি না। কাহাকেও পলায়ন করিতে দেখিলে, তৎক্ষণাৎ ধরিয়া জেলখানায় পাঠাইয়া দিত। আদরমণি তাহাও জানিত। কিন্তু কি করে? আর উপায় নাই। সুতরাং একান্ত নিরুপায় হইয়া এই বিপদ সাগরে ঝাঁপ দিল। সুখের বিষয় যে, কেহই তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। ইহারা গভীর নিশীথে ভয়ানক অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। তারপর দিন রবিবার। শনিবার রাত্রিতে চাবাগান একটী প্রকাণ্ড নরকপুরী। কি সাহেব, কি বাবু, কি সর্দ্দার সকলেরই আয়েসের দিন। এই আয়াস মদ্যপান ও পশু বৃত্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বদিন রাত্রিতে, বেত সাহেব ও বড় বাবু এবং রাধু সর্দ্দার একত্রিত হইয়া যথেষ্ট পরিমাণ মদ্য পান করিয়া বেহুঁস হইয়াছিল। রবিবার ২টার পর ইহাদের হুঁস্ হইল। স্নানাহার করিতেই ৪টা বাজিয়া গেল। পরে রাধু সর্দ্দার কুলী লাইনে যাইয়া দেখে আদরমণির গৃহ শূন্য। ঘরে জিনিস্ পত্র কাপড় চোপড় কিছুই নাই। তখনই সে দৌড়িয়া আসিয়া, সাহেবকে খবর দিল, কুলী পলাইয়াছে। আদরমণি ছেলে পেলে নিয়ে বাগান হইতে চলিয়া গিয়াছে। সাহেব বলিলেন "হয়তো হাটে যাইয়া থাকিবে।" রাধু বলিল "না, এখন আর সে মাগী হাটে যায় না। তার ছেলেরা এসে অবাধ তারাই হাট বাজার করে।" এইরূপ কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর স্থিরীকৃত হইল, কুলী পলাইয়াছে। ধর্ ধর্ মার্ মার্ রোর উঠিল। বাগানের সর্দ্দারেরা অশ্বারোহণ পূর্ব্বক দাস ধরিবার জন্য চারিদিক ছুটিল। কোন দিকে সর্দ্দার, কোনদিকে মুহুরী, কোন দিকে বড় বাবু নিজেই চলিয়া গেলেন। চারিদিকের পার ঘাটে লোক পাঠান হইল। এইরূপে আট ঘাট বন্ধ হইল। কার সাধ্য এই প্রেত পুরী হইতে পলায়ন করে। বেত সাহেব নিজে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া জেলার দিকে প্রস্থান করিলেন। ইতি মধ্যে এই কুলী পরিবার নিরাপদে জেলায় পৌঁছিয়াছে। তাহাদের হস্তে এক কপর্দ্দকও ছিল না। সুতরাং তাহাদিগকে ঘরে ঘরে মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া আহারীয় সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তাহারা ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছিল, একটী বৃক্ষের তলে বসিয়া তাহা রন্ধন করিতেছে। ছেলেরা তাহার চারিদিক ঘেরিয়া বসি-

য়াছে। ইহারা ২ দিনের উপবাসী। আর সহ্য হয় না। পেট জ্বলিয়া যাইতেছে। সুতরাং আদরমণি আধ সিদ্ধ ভাত নাবাইয়া যাই ছেলেদিগকে দিতে যাইবে, অমনি বেত সাহেব যাইয়া তাহাদিগকে ধরিল। বেত সাহেবের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া, তাহারা একান্ত বিহ্বল হইল। দুই দিনের উপবাসের পর আহারে বসিয়াছিল, ভয়ে হাতের ভাত পড়িয়া গেল, আর মুখে উঠিল না। ইহারা সকলেই চেতনাহীন, চক্ষে পলক নাই, হাত পা স্থির, মুখে কথাটী মাত্র নাই, চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্থির। ইহাদের আর আহার হইল না। ভাত পড়িয়া রহিল। পুলীস আসিয়া হাতকড়া দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। আদরমণি ও তাহার দুই কন্যা, এখন আর এগ্রিমেণ্টের কুলী নহে। অনেক দিন হইল, ইহাদের এগ্রিমেণ্টের সময় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আইনত ইহাদের উপর বেত সাহেবের কোন অধিকার বা দাওয়া নাই। ভারত গবর্ণমেণ্টের দাসত্ব আইনত ইহাদিগকে খালাস দিবার উপদেশ দিয়া থাকে; তবে একটা কথা এই যে, আইন কানুন দেশীয় দিগের জন্যই; ইউরোপীয়েরা, বিশেষত চাকর সাহেবেরা আইনের বড় ধার ধারে না। ইহা বলা বাহুল্য যে, ইহাদিগকে এই জিলার উপরে উপস্থিত থাকিয়াও বেতসাহেবের প্রহার খাইতে হইয়াছিল এবং অবিলম্বেই যাদব, মাধব প্রভৃতিকে পুলিসের গারদ ঘরে যাইয়া আতিথ্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল; কারণ, ইহারা এগ্রিমেণ্টের কুলী; এখন, বেত সাহেবের পলাতক দাস। অনাহার ও অনিদ্রায় সেই দিন ও রাত্রি চলিয়া গেল; পরদিন বিচারের দিন।

বেলা ১০টা বাজিয়া গিযাছে, ডেপুটি কমিসনারের কাছারি লোকে লোকারণ্য। এখনও ডেপুটি কমিসনার কাছারিতে আসেন নাই। সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ডেপুটি কমিসনারের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, সাহেব আর বার হয় না; ১।২।৩ করিয়া ১২টা বাজিয়া গেল, তবু হুজুরের বার হয় না, অবশেষে বেলা ১টার সময় ডেপুটি কমিসনার আসিয়া বিচারাসনে বসিলেন। ভোরপুর কাছারি, সকলেই তটস্থ, কাহার মুখে কথাটিও নাই। এমন সময় বেত সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ডেপুটি কমিসনার বিচারাসন হইতে উঠিয়া বেত সাহেবকে অভ্যর্থনা করিলেন ও বসিবার জন্য চেয়ার দিতে হুকুম দিলেন। বেত সাহেব আসন গ্রহণ করিয়া ডেপুটি কমিসনারের সহিত নানাপ্রকার খোসগল্প আরম্ভ করিলেন, উকিলেরা সামলা মাথায় দিয়া ও

মোক্তারেরা মাথায় পাগ্‌ড়ি বাঁধিয়া তটস্থভাবে ডেপুটিকমিসনারের এজলাসের সম্মুখে দণ্ডায়মান। এমন সময় দুইজন কনেষ্টবল শৃঙ্খলাবদ্ধ যাদব ও মাধবকে লইয়া এজলাসের সম্মুখে উপস্থিত হইল, ইহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আদরমণি, কৃতার্থ ও ছোট মেয়েটি আসিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। ইহাদের ভবিষ্যৎ দেখিবার জন্য চারিদিকে অনেকগুলি লোক জমিয়াছিল; কিন্তু কাহার মুখে কোন সারা শব্দ নাই, সকলেই অবাক্ হইয়া সম্মুখস্থ কুলী পরিবারের দুর্দ্দশা দেখিতেছে ও নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। এখনও বেতসাহেব ও ডেপুটি কমিসনারের মধ্যে কথা বার্ত্তা চলিতেছে। কথা আর ফুরায় না, কর্ত্তব্যপরায়ণ বিচারকের আর গল্পের ঘুম ভাঙ্গে না। এই-রূপে প্রায় ২ ঘণ্টা কাল চলিয়া গেল, অবশেষে একজন পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া যোড় হস্তে ডেপুটী কমিসনারের নিকট বলিল, হুজুর বেলা তিনটা বাজিতে চলিল, অনেক মোকদ্দমা আছে; আর বিশেষতঃ শোণিত-পুর বাগিচার বড় সাহেবের মোকদ্দমা আজ না হইলেই চলে না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া ডেপুটী কমিসনর সাহেব বেশ অনিচ্ছা সত্বে বলিলেন, আচ্ছা বেতসাহেব ফরীয়াদী তো উপস্থিতই আছেন, তবে তোমার আসামী হাজির কর। পুলিস কর্ম্মচারী বলিল, আসামীও হাজির আছে। ডেপুটী কমিসনর সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়াই দেখেন যে, আসামী হাজির; সুতরাং তিনি আসামীদিগকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কি এই সাহেবের বাগানের এগ্রিমেণ্টের কুলী?" আদরমণি উত্তর করিল, "হুজুর আগে ছিলাম বটে, কিন্তু এখন আমাদের এগ্রিমেণ্টের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমার ঠিক মনে হইতেছেনা, প্রায় একবৎসর হইয়া আসিল, আমার এগ্রিমেণ্ট শেষ হইয়া গিয়াছে। এত দিন আমার ছেলে দুইটীর এগ্রিমেণ্টের মেয়াদ ছিল, তাহাদেরও মেয়াদ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।" ডেপুটী কমিসনার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কবে ও কেন তোমরা বাগিচা হইতে পলায়ন করিয়াছ? (এগ্রিমেণ্টের কাগজ ও হিসাব দেখিয়া) এখনও তো তোমার ছেলেদের এগ্রিমেণ্টের সময় উত্তীর্ণ হয় নাই। গত রবিবার পর্য্যন্ত তোমার ছেলেদের এগ্রিমেণ্টের সময় ছিল।" আদরমণি— "আমরা তো শনিবার রাত্রে পলায়ন করিয়াছি, একটা দিন আমরা কি মাপ পাইব না?"

ডেপুটী কমিসনার—"তোমার এগ্রিমেণ্ট নাই সত্য, কিন্তু তুমি সাহেবের

কাছে ২২ টাকা দেনা আছে, আর তোমার ছেলেরাও ১২—১২ টাকা করিয়া ২৪ টাকা দেনা আছে, এই ৪৬ টাকা শোধ না দিলে ত তোমরা কিছুতেই মুক্তি পাইতে পার না।” আদরমণি—“কি সর্ব্বনাশ! আমরা আবার দেনা করিলাম কবে? এ কি মগের মুলুক হয়ে উঠ্‌ল? এই পাঁচ বৎসর কোন দিন আধ পেটা খেয়ে, কোন দিন উপোস থেকে খেটেছি, আজ কিনা শুনতে পাই আমাদের দেনা হইয়াছে! হাঃ অদৃষ্ট, এই বলিয়া আদরমণি কপালে করাঘাত করিতে লাগিল।” ডেপুটিকমিসনার বলিলেন, সাহেবের খাতায় যা লিখা আছে, তাঁহা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। আর এ হিসাব তোমার বাঙ্গালি বাবুরই লিখা, তোমার আর কোন কথা শুনিতে চাই না। আইনানুসারে তোমাদের শাস্তিভোগ করিতে হইবেই হইবে। তোমরা কি আর একটা দিনের জন্য বাগিচাতে টিকিতে পারিলে না, বাগিচা কি বাঘ হইয়া তোমাদিগকে কামড়াইতেছিল?” আদরমণি বলিল “হুজুর আমার দুঃখকাহিনী শুনুন। ব’ঘতো ভাল কথা, শত বাঘের কাছে এই ছেলে পেলে নিয়ে থাকিতেপারি; কিন্তু শোণিতপুর চা-বাগিচাতে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। আর ১০ জন গৃহস্থের ন্যায় আমিও একজন গৃহস্থ ছিলাম; আমারও সব ছিল। আরকাঠির প্রবঞ্চনায় পড়িয়া আমি কুলী হইলাম; আমার জাত, কুল, মান সব গেল। স্বামী গৃহ ত্যাগ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইলেন। যাদব মাধবকেও সঙ্গে লইয়া ছিলেন, পথের মাঝে আরকাঠী তাহাদিগকে ধরিল। আর কাঠীদিগের প্রবঞ্চনায় তাহারাও ভুলি-লেন, তাঁহাদিগেরও অবস্থা আমার মত হইল। তবে সুখের বিষয়, আমার স্বামীকে আর এ নরকে আসিতে হয় নাই। তিনি পুণ্যবান ছিলেন, স্বর্গে চলিয়া গেলেন; আমি নারকী, নরক ভোগ করিতেছি। উঃ, কি কষ্ট, আমার স্বামী আমার দেবতা, হরিনাম ছাড়া আর তাঁহার মুখে কথা ছিল না। তাঁহার ভাগ্যেও বিধাতা এই লিখিলেন যে, তিনি যাত্রাপুরের প্রান্তরে অনাথের ন্যায় প্রাণ হারাইলেন। উঃ,আরকাঠীরা কি পিশাচ, তাহাদের হৃদয়ে একটুকুও দয়া মায়া নাই। একে বৃদ্ধ, তাহাতে ওলাউঠার রোগী, সেই রোগীকে মাঠের মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিল, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে (যাদব মাধবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এই দুইটী ছেলেকেও পরিত্যাগ করিয়া আসিল। তিনি মরিবার সময় অনাথের মতন মরিয়াছিলেন, এক বিন্দু ঔষধও পান নাই, এক ফোঁটা জলও পান নাই। তার পর শিয়াল কুকুরের বাচ্চার মত

আমার এই দুইটী ছেলে অনাথ হইয়া বেড়াইতে ছিল। বাগানের সর্দ্দা-রেরা ইহাদিগকে ধরিয়া আনিল, ইহারাও কুলী হইল। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত দুই বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পারি নাই, আর এই পিঠ দেখুন, ইহাতে কত বেতের দাগ রহিয়াছে।" এই বলিয়া আদরমণি নিজের পিঠ খুলিয়া দেখাইল এবং কন্যা পুত্রদিগের পিঠ দেখাইয়া চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিল ও বলিল, "আপনি বিচারক, এখন দেখুন, তার পর আরও শুনুন। এই হতভাগিনীর দুঃখ কাহিনী অনন্ত। আমার মেয়ে অপর বাগানে ছিল, সে পাগল হইল, পাগল হইয়া পথে ঘাটে বেড়াইতে ছিল; হাট হইতে ধরিয়া আনিলাম। এখন সে সুস্থ হইয়াছে, আমি হারাণ ধন ছেলে মেয়ে সকলকেই পাইলাম; কিন্তু আমার কপালে সুখ ছিলনা, কপালে সুখ হইবে কেন? আজ যদি আমার কেহ থাকিত, আর মহারাণীর রাজ্যেও যদি সুবিচার হইত, তবে এই সাহেবটাকে (বেত সাহেবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে) চিবিয়া টুকরা টুকরা করিত। যবন ছুঁইতে নাই; সে আমার মেয়ে ও এই বুড়ি আমাকে স্পর্শ করিবে, আর আমি তাহা দেখিব? সতীত্ব, সতীত্ব ছাড়িব না। প্রাণ যায় যাবে, সর্ব্বনাশ হয় হবে, ছেলে মেয়েকে আমার কাছে মেরে ফেলে ফেলুক, আমি আমার ছেলে মেয়েদের মরা মুখ দেখিব; সতীত্ব ছাড়িব না। মা মহারাণী, তুমি সতী-সাধ্বী প্রতিব্রতা, দোহাই মহারাণীর! দোহাই মহারাণীর!! দোহাই মহা-রাণীর!!! তোমার রাজ্যে তোমার জাতির লোকেরা আমার মত অবলা-কুল দাসীর সতীত্ব হরণ করিতেছে; মা তুমি কেমন করিয়া সহ্য কর।" এই কথা বলিতে বলিতে আদরমণির বাক্যরোধ হইল; দুই চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল। তাহার অবস্থা শ্রবণ করিয়া কাছারির লোক অবাক হইয়া গেল, কাহারও কাহারও চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এমন কি বেত সাহেবের বন্ধু ডেপুটী কমিসনারও চক্ষে জল রাখিতে পারিলেন না। এই অবস্থা দর্শন করিয়া বেত সাহেবের ঈঙ্গিতানুসারে তাহার উকিল সেই দিনের জন্য মোকদ্দমা স্থগিত রাখিতে ডেপুটী কমিসনারকে অনুরোধ করিলেন। মোকদ্দমা স্থগিত হইল, ডেপুটী কমিশনার চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে এজলাস ছাড়িয়া কুঠিতে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনা দেখিয়া বিচারালয়ের সকলেরই বিশ্বাস হইল যে, ইহাদের খালাস হইবে, নিশ্চয়ই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবে। পর দিন যথা সময়ে কাছারি বসিল।

হাকিম আসলেন, পূর্ব্ব দিনের স্থগিত মোকদ্দমা উঠিল। আজ বিচারকের মূর্ত্তি বিভিন্ন; সেই চক্ষের জল নাই, দয়া নাই, প্রশান্ত মূর্ত্তিও নাই; মূর্ত্তি কঠোর, স্বর কর্কশ, ভাব উগ্র। সাহেব এজলাসে আসিয়াই আদরমণিকে বলিলেন "তুই বেটী বড় বদ, সাহেবের কোন দোষ নাই; তোরা কুলী, তোদের আবার সতীত্ব কি? যা, তুই কাছারি হইতে চলিয়া যা, তোর ও তোর দুই মেয়ের এগ্রিমেণ্ট নাই, তোরা খালাস হলি; আর তোর দুই ছেলের এক মাস করিয়া মেয়াদ হল।" সাহেবের হুকুম শুনিবা মাত্র পুলিস কর্ম্মচারী যাদব মাধবকে জেলখানার দিকে লইয়া চলিল। আদরমণিও বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে যাদব মাধবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ জেলখানার দিকে ছুটিল; তাহার কন্যাদ্বয় কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা ও ভাইদের অনুসরণ করিল। ডেপুটি কমিসনার এই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া আদরমণিকে বলিয়া দিলেন, "তুই এখনই তোর মেয়েদের নিয়া সাহেবের সঙ্গে বাগানে যা, একমাস পর পুলিস তোর ছেলেদের বাগানে পৌছাইয়া দিবে। ভাল করিয়া কাজ করিস্, সাহেব তোদের আর কিছু বলিবে না। আর দেখ, তোদের হাতে ত টাকা কড়ি নাই, সাহেবের দেনা কি দিয়ে পরিশোধ করিবে? আমার কথা শোন্, বাগানে যাইয়া আরও এক বৎসর কাজ কর, তাহা হইলে তোদের দেনাও শোধ হবে, আর দেশে যাবার জন্য কিছু টাকা কড়িও পাবে।" কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এই উপদেশ গুলি আদরমণির কর্ণে প্রবেশ করে নাই। এই মোকদ্দমার শেষ হুকুম শুনিবার জন্য অনেক লোক জড় হইয়াছিল, তাহারা সকলেই সজলনেত্রে গৃহে চলিয়া গেল। যাইবার সময় এক জন বলিয়াছিল যে, আমি কালই জানি যে, এই মোকদ্দমার সুবিচার হইবে না। কারণ কাল রাত্রিতে ডিপুটী কমিশনারের বাঙ্গালায় বেত সাহেবের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

দিন আর কার হাত ধরা? সময় সমস্ত সুখ দুঃখের অতীত। সময় সুখকে নির্য্যাতন, দুঃখকে বিপর্য্যস্ত করিতে করিতে অনন্তেরদিকে অগ্রসর হইতেছে; সুখ দুঃখ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, শোক যন্ত্রণা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সে কর্ম্মী নিরলস ও মহাযোগী, সে কাহারও কথা শুনে না কাহারও মানা মানে না, সে আপনি আপনাতে ডুবিয়া নীরবে চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে শোকে দুঃখে, কষ্টে ও যাতনায় এক মাস চলিয়া গেল। আদরমণি বা তাহার কন্যা আর বাগানে ফিরিয়া গেল না; একটী গাছতলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভিক্ষান্নে উদর পূরণ করিত; নিজের দুঃখ কাহিনী জিলার লোকের ঘরে ঘরে বলিয়া বেড়াইত। নিজেদের লাঞ্ছনাময়, যাতনাময়, দুঃখময় জীবন লইয়া তাহারা বিপদের মধ্যে ডুবিয়া ছিল। সুতরাং ভিক্ষান্নে উদর পূর্ণ করা অথবা বৃক্ষতলে বাস করা, তাহাদের পক্ষে ক্লেশকর হইল না। এক মাসের পর যাদব মাধব খালাস হইল; যাদব মাধবকে পুলিসের হস্তে অর্পণ করা হইল। পুলিস দুই ভাইকে লইয়া চা বাগানের দিকে চলিয়া গেল। আদরমণি মনে মনে স্থির করিয়া ছিল যে, সে বা তাহার কন্যারা আর শোণিতপুরে যাইবে না। জেলার উপরেই পুত্রদের অপেক্ষায় থাকিবে, পুত্রেরা এক দিন মাত্র খাটিয়াই তো খালাস পাইবে। জোর তিন চারি দিনের বেশী আর বাগানে থাকিতে হইবে না। আসিতে যাইতে, না হয় সর্ব্বশুদ্ধ সাত দিন লাগিবে। এই এক সপ্তাহ কাল কোন প্রকারে কাটাইলেই হইবে। কিন্তু কার্য্যে তাহা হইল না; মানুষের অপত্যস্নেহ এত প্রবল যে, তাহা যুক্তি মানে না, তর্ক মানে না, সে শত বিঘ্ন বিপদ অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। আদরমণি আর থাকিতে পারিল না, গাভীর ন্যায় বৎসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। তাহার সঙ্গে কৃতার্থ এবং তাহার ছোট মেয়েও চলিল। ইহারা চা-বাগিচায় আসিবামাত্র আবার নূতন শাস্তি আরম্ভ হইল, আর দারুণ নির্য্যাতনের সূত্র পাত হইল। এই নির্য্যাতন আহারে প্রহারে কিংবা কেবলমাত্র কথায় আবদ্ধ ছিল না। আদরমণি ও কৃতার্থের বিবাহের উৎযোগ হইল। রাধু সর্দ্দার সাহে-

বের জন্যে কৃতার্থকে বিবাহ করিবে ও রতন সর্দ্দার আদরমণিকে লইবে। সব ঠিকঠাক, এবার আর যোগ জিজ্ঞাসা নাই। সকলই জোর জবর দস্তিতে চলিবে। এখন ইহাদের নূতন এগ্রিমেণ্ট হইলেই হয়; তারইবা ভাবনা কি? এই এগ্রিমেণ্টত ম্যানেজার সাহেবের হাতেই আছে, তবে আর ভাবনার কারণ কি? ম্যানেজার সাহেব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আইনানুসারে এক বৎসর এগ্রিমেণ্ট লইতে পারেন, তবে ডেপুটী কমিসনারের মঞ্জুরী চাই। আর ডেপুটী কমিশনারও তো বেত সাহেবের পর নন, বেত সাহেব এগ্রিমেণ্ট লইলেই ডেপুটী কমিশনর মঞ্জুর করিবেন। সব ঠিকঠাক হইল, এক কুড়ি টাকা দিয়া এগ্রিমেণ্ট করাইতে হইবে। এগ্রিমেণ্ট লেখা হইয়াছে; যাদব, মাধব, কৃতার্থ ও তাহার ছোট ভগ্নীকে হাজির করা হইল; এবার আর কাহাকেও ছাড়া হইবে না। সকলকেই চাই, কিন্তু আদরমণিকে পাওয়া গেল না। সে ঘরে নাই, কোথায় গিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানেও তাহাকে পাওয়া গেল না। কি করা যায়, ইহাদেরই এগ্রিমেণ্ট লওয়া হইল; কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহই টাকা স্পর্শ করিল না, যাহারা লেখাপড়া না জানে, তাহারা কলম ছুঁইয়া দেয়, ইহারা কলমও ছুঁইল না। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এই দাসত্ব খতে ইহারা প্রাণান্তেও দস্তখত করিতে রাজি হয় নাই। এই কাণ্ড কারখানার বিষয় আদরমণি বিন্দু বিসর্গও জানে না, আসিয়া শুনিল তাহার সন্তানেরা আবার দাস হইয়াছে।

এই সংবাদে সে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া আপনার ভবিষ্যৎ আপনি ভাবিতে লাগিল। মুখে সাড়া নাই, স্থির ধীর গম্ভীর হইয়া একজন চিন্তাশীল শিক্ষিত লোকের ন্যায় একে একে আপনার কর্ত্তব্য আপনি স্থির করিল। সে ভাবিল, আমি এখনই এই বাগান হইতে চলিয়া যাইব, যাইয়া জেলার উকীল ও ভদ্র লোকদিগের নিকট ভিক্ষা করিয়া ৪৬টী টাকা সংগ্রহ করিব। সহরের বাবুরা বড় দয়ালু, তাঁহাদেরও ছেলেপেলে আছে, তাঁহারা স্ত্রীলোকের সতীত্বের মূল্য জানেন, কিছুতেই তাঁহারা আমার প্রতি দয়া না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। আমি আর এই বাগানে থাকিব না, এখনই যাইব। যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তাহা হইলে গলায় দড়ি দিয়া মরিব, সমস্ত যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইব। একটী স্ত্রীলোকের পক্ষে এই হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ অরণ্য অতিক্রম করা কল্পনারও অতীত, তাহাতে আবার রাত্রিকাল; কিন্তু এখন আর তাহার ভয় নাই, সে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। এই রাত্রিতেই সে

একাকিনী জিলায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় কৃতার্থকে বলিয়া গেল "দেখ কৃতার্থ, আত্ম হত্যা করিয়া মরিবি, তবু রাধু সর্দ্দারকে বিবাহ করিবি না। আমি চলিলাম, দেখি ভগবান আছেন কি না, দেখি আমার বিচার হয় কি না? এত আর সত্য সত্যই মগের মুল্লুক হয় নাই! ভগবান তুমি যা কর।" এই বলিয়া আদরমণি সেই রাত্রিতেই গৃহ হইতে বাহির হইল। যাইবার সময় তাহার পুত্রকন্যারা তাহাকে বাধা দিয়াছিল; কিন্তু সে বলিল, "আর সয় না, দেখি ভগবান আছেন কিনা? তোরা এখানে থাক্।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। এখানে একটী কথা বলিতে ভুল হইল। এই বাগানে একটী গোপনীয় জেলখানা ছিল, যাহারা বাগিচা হইতে পলায়ন করিয়া যাইত, তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের জেলখানা হইতে মুক্ত হইয়া এই জেলে পচিতে হইত। যাদব মাধবেরও আবার বাগিচায় জেল হইয়াছিল। তাহারা দিনের বেলায় কাজ করিত এবং রাত্রিতে জেল খানার কষ্ট উপভোগ করিত। ইতিপূর্ব্বেই এই জেলার উকীল ও ভদ্রলোকদিগের সহিত আদরমণির পরিচয় হইয়াছিল। জেলার সমস্ত ভদ্র লোকই আদরমণির দুঃখে দুঃখিত হইলেন এবং তাহাকে অভয় প্রদান করিলেন, আর এই নূতন অত্যাচারের কথা শুনিয়া জেলাস্থ ভদ্রলোক মাত্রেই অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। এদিকে এই বাগানের ছোট সাহেব বেত সাহেবকে যাইয়া বলিলেন, আমি আপনার এই বাগিচাতে আর থাকিব না। আমি কোম্পানীর চাকর, কোম্পানীর অনিষ্ট হয় এমন কোন কার্য্য করিব না। আপনি একটু সতর্ক হইবেন; কারণ আদরমণি পলায়ন করিয়া নিশ্চয়ই জেলাতে গিয়াছে, সে মোকদ্দমা না করিয়া ছাড়িবে না; সে নানা দুঃখ কষ্ট ও বিপদে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, সে আর জীবনের ভয়ও করে না, নিশ্চয় আপনার নামে নালিস করিবে। দেখুন এখনও ইহাদের এগ্রিমেণ্ট ডেপুটী কমিশনার মঞ্জুর করেন নাই, সবে কাল এগ্রিমেণ্ট হইয়াছে; সুতরাং আজও যদি আপনি পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলেও কুলাইবে না। এখনও আমার পরামর্শ শুনুন, এই কুলীগুলিকে ছাড়িয়া দিন; নতুবা মহাবিপদ। বেতসাহেব তাঁহার সর্দ্দার ও মুহুরির কথায়ই চলেন। ছোট সাহেবকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন না; সুতরাং ছোট সাহেবের পরামর্শ পাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আজ বেতের ঘুম ভাঙ্গিল। ছোট সাহেবের কথা হৃদয়স্পর্শী হইল। বেত ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন উপায় কি? ছোট সাহেব বলিলেন,

এখন উপায় আছে, আমাকে একটী ঘোড়া দিন, আমি এখনই ঘোড়াতে চড়িয়া জেলায় চলিয়া যাই। নিশ্চয়ই ১০টার পূর্ব্বে পৌঁছিতে পারিব। আমি যদি যাইয়া আদরমণিকে বলি,নালিশ করিওনা, তোমার পুত্রকন্যাবা ফিরিয়া আসিতেছে; তবে আদরমণি নালিশ কবিবে না। কিন্তু আমার সঙ্গেই তার পুত্র কন্যাদিগকে রওয়ানা করিতে হইবে। বেতসাহেব এই কথাতে রাজি হইলেন এবং ছোট সাহেব তখনই অশ্বারোহণে জেলাতে চলিয়া গেলেন। আদরমণি সব ঠিক করিয়াছিল। মোকদ্দমা রুজু করে কবে এমন সময় ছোট সাহেব যাইয়া বলিলেন, আর মোকদ্দমা করিও না, সন্ধ্যাব মধ্যেই তোমার পুত্রকন্যাদিগকে পাইবে। আদরমণি ছোট সাহেবকে বিশ্বাস কবিত এবং দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিত; সুতবাং তাঁহার কথায় আদরমণির কোন সন্দেহ হইল না, মোকদ্দমা হইতে বিরত হইল। সন্ধ্যার মধ্যেই তাহাব পুত্রকন্যা তাহার নিকট হাজির হইল! ছোট সাহেব এই কুলী পরিবাবেব দাসত্ব মোচন করিয়া আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিতে কবিতে বাগানে চলিয়া গেলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, এক সপ্তাহের মধ্যেই ছোট সাহেব সেই বাগান পবিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। আর এই কুলী পরিবারের নামে বাগানের খাতায় যে ৪৬ টাকা দেনা ছিল, তাহাও ছোট সাহেব পরিশোধ করিয়াছিলেন; সুতরাং আদরমণিকে আর ঐ টাকার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয় নাই।

সমাপ্ত।